BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1078 ♦ Friday 20 February - Thursday 26 February 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

দীর্ঘ নির্বাসন অত:পর দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে বিএনপি এককভাবে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছে। নানা সংশয় ও চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে জনগণের এই রায় কেবল একটি দলের বিজয় নয়, বরং এটি ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার এবং পরিবর্তনের পক্ষে সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত আকাঙ্খারই প্রতিফলন। দীর্ঘ দুই দশক ক্ষমতার বাইরে থাকা দলটির জন্য এই বিশাল বিজয় যেমন আনন্দের, তেমনি আগামীতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি এক অগ্নিপরীক্ষা।

চট্টগ্রামের দুই আসনের ফলাফল আদালতের নির্দেশে স্থগিত থাকলেও বাকি ২৯৭ আসনের বেসরকারি ফলাফলে ভূমিধস বিজয় অর্জন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ১২ ফেব্রুয়ারির এই নির্বাচনে দলটি দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিশ্চিত করে এককভাবে সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় ইতিহাসের সবচেয়ে ভালো ফলাফল করে জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের সচিব জানিয়েছেন, এই ২৯৭ আসনের মধ্যে বিএনপি জোট পেয়েছে ২১২ আসন। জামায়াত জোট পেয়েছে ৭৭ আসন। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন ৭টি আসনে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বিজয়ী হয়েছে ১টি আসনে। এককভাবে বিএনপি পেয়েছে ২০৯টি আসন, আর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ৬৮টি।

গত শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানান।

ইসি সচিব বলেন, আদালতের নির্দেশনার কারণে চট্টগ্রামের দুটি আসনের সংসদীয় ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তবে ওই আসনগুলোতে গণভোটের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকায় গণভোটের ফল শতকরা হিসাবে যুক্ত হয়েছে। এ কারণেই সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার ৫৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ হলেও গণভোটে তা ৬০ দশমিক ২৬ শতাংশ হয়েছে।

ইসি সচিব জানান, গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ৪ কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯টি। বিপরীতে 'না' ভোট পড়েছে ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৭টি।

দলভিত্তিক আসন চিত্র তুলে ধরে তিনি জানান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২০৯টি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি, জাতীয় নাগরিক পার্টি ৬টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১টি, খেলাফত মজলিস ১টি, গণঅধিকার পরিষদ ১টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ১টি, গণসংহতি আন্দোলন ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৭টি আসনে জয়লাভ করেছেন।

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) যে অভূতপূর্ব এবং ভূমিধস বিজয় অর্জন করেছে, তা কেবল একটি সাধারণ নির্বাচনী ফলাফল নয়; বরং এটি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মোড় হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাস জীবন শেষে তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন, দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুজনিত আবেগীয় প্রেক্ষাপট এবং বিএনপির রাষ্ট্র সংস্কারের সুনির্দিষ্ট ৩১ দফা কর্মসূচি এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে যে রাজনৈতিক রসায়ন তৈরি হয়েছিল, তার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে এই নির্বাচনের ফলাফলে।

১৭ বছরের নির্বাসন জীবন --১৬ পৃষ্ঠায়

সরকারের ১৮০ দিনের পরিকল্পনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার পরদিন কর্মব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন তারেক রহমান। সকালে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু করেন। সেখান থেকে যান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করতে। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁওয়ের কার্যালয়ে যান। দুপুরে যান সচিবালয়ে। দিনের বাকি সময় সেখানে তিনি অবস্থান করেন। কেবিনেটের অনির্ধারিত বৈঠকের পর তিনি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিনি সচিবালয় ত্যাগ করেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারের তিনটি অগ্রাধিকারের বিষয় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। জানান, ১৮০ দিনের প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। অগ্রাধিকার তিনটি হলো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, আইনশৃঙ্খলা --১৬ পৃষ্ঠায়

সিলেট থেকে দুই মন্ত্রী

সিলেট অফিস : অবশেষে শপথ নিলেন নতুন সরকারের মন্ত্রিসভা। ৪৯ সদস্যের এ মন্ত্রিসভায় সিলেট থেকে ঠাঁই পেয়েছেন দু'জন। তারা হলেন সিলেট-১ (সদর-নগর) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ও সিলেট-৪ (জৈন্তাপুর-গোয়াইনঘাট-কোম্পানীগঞ্জ) আসন থেকে নির্বাচিত --০৭ পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পণা

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা ব্যয় আরো বাড়ানো এবং তা দ্রুত কার্যকর করা উচিত বলে সোমবার মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। সরকারের অর্থনীতির ৩ শতাংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয়ের লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের আগেই বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছেড়এমন এক প্রতিবেদনের পর তিনি এ কথা বলেন।

রাশিয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেওয়া ব্রিটেন ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জানিয়েছিল, ২০২৭ সালের মধ্যে বার্ষিক প্রতিরক্ষা ব্যয় জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে এবং ২০২৯ সালে নির্ধারিত নির্বাচনের পর শুরু হতে যাওয়া পরবর্তী পার্লামেন্টে তা ৩ শতাংশে নেওয়ার লক্ষ্য রাখা হবে।

বিবিসি জানিয়েছে, সরকার এখন ২০২৯ সালের মধ্যেই --১৭ পৃষ্ঠায়

দ্বৈত নাগরিকদের জন্য নতুন নিয়ম করল যুক্তরাজ্য

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত অসংখ্য দ্বৈত নাগরিক হঠাৎ করে ব্রিটিশ পাসপোর্ট সংগ্রহ বা নবায়নের উদ্যোগ নিচ্ছেন। কারণ, ব্রিটিশ সরকার একাধিক নাগরিকত্বধারীদের জন্য প্রবেশসংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরও কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, নতুন পাসপোর্ট নীতির কারণে অনেক দ্বৈত নাগরিক সমস্যায় পড়েছেন। এসব নিয়ম আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

নতুন বিধান অনুযায়ী, যেসব ব্রিটিশ নাগরিকের অন্য দেশের নাগরিকত্বও রয়েছে, তারা আর সেই বিদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। আগে ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুবিধা থাকলেও সেটিও আর প্রযোজ্য হবে না। এখন থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ কাগজপত্রের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার প্রমাণ --১৭ পৃষ্ঠায়

সিলেট টু ম্যানচেষ্টার ফ্লাইট বন্ধের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে বৃটেনের নিউপোর্ট শহরে সভা অনুষ্ঠিত

সিলেট টু ম্যানচেষ্টার ফ্লাইট বন্ধের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র নিউপোট শাখার উদ্যোগে গতকাল সোমবার ১৬ ই ফেব্রুয়ারি রাত ১১ ঘটিকায় বৃটেনের নিউপোর্ট শহরের তারানা রেষ্টুরেন্টে এক সভা ও ডিনারপার্টি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সংগঠনের নিউপোট শাখার কনভেনর সাবেক ছাত্রনেতা ফয়ছল রহমান এর সভাপতিত্বে এবং সংগঠন এর সদস্য সচিবএনামুল হোসেন সুয়েব, ও কমিউনিটি সংগঠক শাহ শাফি কাদির এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর।

বিশেষ অতিথি প্রবাসের মুক্তিযোদ্ধের সংগঠক শেখ মোহাম্মদ তাহির উল্লাহ, সংগঠনের উপদেষ্টা মাসুদ আহমেদ, আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, রকিবুর রহমান, সিরাজ খান, আব্দুর রুউফ তালুকদার, সৈয়দ কাহের, ফখরুল ইসলাম, জহির আলী, আনহার মিয়া, রুহুল আমিন, সিতাব আলী, রহিম বাবুল, শাহ আব্দুল ওয়াহাব জাহাঙ্গীর, ও শাহজাহান তালুকদার শাওন, ফরিদ আলম সিপার,আব্দুর রহমান, বদরুল হক মনসুর, সাইদুল ইসলাম, হুমায়ুন আহমেদ, রবিউল ইসলাম, জুনেদ আহমেদ, সাজেল আহমেদ, আলমগীর হোসেন, রাকিব হাসান, সাহেল আহমেদ সাব্বির সাদেক ও আবুল হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সভার শুরুতেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা শাহীন আহমেদ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলে ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এখনো কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি বলে উল্লেখ করে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর এটি প্রবাসীদের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক বলে উল্লেখ করে তিনি সিলেট টু ম্যানচেষ্টার ফ্লাইট বন্ধের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিকরনের জোর দাবি জানিয়েছেন।

বিশেষ অতিথি প্রবাসের মুক্তিযোদ্ধের সংগঠক শেখ মোহাম্মদ তাহির উল্লাহ, বলেন ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ওসমানী বিমানবন্দর ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেলেও দুই দশক পেরিয়ে গেলেও এখনো এটি কার্যকর পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে না। ফলে সিলেট অঞ্চলের লাখো প্রবাসী প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

বক্তারা আরও দীর্ঘ আন্দোলনের পর যুক্তরাজ্য-সিলেট সরাসরি ফ্লাইট চালু হলেও সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে বারবার ফ্লাইট বন্ধ ও চালুর কারণে যাত্রীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এতে প্রবাসীদের আস্থা ক্ষুণ্ন হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশেষ অতিথি সংগঠনের উপদেষ্টা মাসুদ আহমেদ, বলেন বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে স্বীকৃতি থাকলেও ওসমানীতে মূলত বাংলাদেশ বিমানের সীমিতসংখ্যক ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। অথচ চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একাধিক বিদেশি এয়ারলাইন্স নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এ অবস্থায় সিলেট অঞ্চলের প্রবাসীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বলে সংগঠনটির অন্যান্য বক্তারা উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের নিউপোট শাখার কনভেনর সাবেক ছাত্রনেতা ফয়ছল রহমান বলেন বাংলাদেশ বিমানের মোট যাত্রীর বড় অংশ সিলেট অঞ্চলের হলেও সিলেট রুটে টিকিটের ভাড়া তুলনামূলক বেশি নির্ধারণ করা হয়। একই আন্তর্জাতিক রুটে ঢাকা ও সিলেটগামী যাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাড়ার পার্থক্য রয়েছে, যা অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক।

এছাড়া বিমানবন্দরের চেক-ইন, ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস প্রক্রিয়ায় নিয়মিত যাত্রী হয়রানির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে নতুন প্রজন্মের প্রবাসীরা দেশে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতি ও প্রবাসী সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করা হয়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন , ইতোমধ্যে ওসমানী বিমানবন্দরে আধুনিক টার্মিনাল ভবন, আন্তর্জাতিক মানের ফুয়েলিং সিস্টেম, কার্গো হ্যান্ডলিং সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে। তবে প্রধান বাধা হলো বিদেশি এয়ারলাইন্স পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ওপেন স্কাই লাইসেন্স এখনো ইস্যু না হওয়া। এই লাইসেন্স প্রদান করা হলে বিদেশি এয়ারলাইন্স পরিচালনায় আর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

উল্লেখ্য উপরোক্ত দাবী না মানা হলে দেশ - বিদেশে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারি দেন বক্তারা।

আলহাজ্ব বশির আহমেদ এর মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির গভীর শোক

যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা ও মিডিলসেক্স বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব বশির আহমেদ এর মৃত্যুতে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

শোকবার্তায় যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ ও সদস্য সচিব খসরুজ্জামান খসরু বলেন, "আলহাজ্ব বশির আহমেদ এর মৃত্যুতে মরহুমের পরিবারের মতো যুক্তরাজ্য বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের একজন লড়াকু সৈনিক এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে তার অবদান ছিল অপরিসীম।"

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, "মরহুম আলহাজ্ব বশির আহমেদ সকলের কাছে একজম সজ্জন, বিনয়ী ও দলের নিবেদিত নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তার নেতৃত্বের গুণাবলী সকলের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুতে দেশবাসী একজন খাটি দেশপ্রেমিক নেতাকে হারালো। মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর হাতেগড়া সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দর্শন, নীতি ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা এবং যুক্তরাজ্য বিএনপিকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিনত করতে মরহুম আলহাজ্ব বশির আহমেদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তা নেতাকর্মীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ।"

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরকালে জান্নাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় যুক্তরাজ্য বিএনপির অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় দলের চেয়ারম্যান সহ নবনির্বাচিত সকল সংসদ সদসকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে যুক্তরাজ্য বিএনপি। আজ বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ ও সদস্য সচিব খসরুজ্জামান খসরু বলেন, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দূরদর্শী চিন্তাধারা ও পরিকল্পনায় দেশের জনগণ আশান্বিত হয়ে সারা দেশে ধানের শীষকে বিজয়ী করেছে। বিএনপি হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে "সবার আগে বাংলাদেশ" নীতিতে আগামীর বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ ।

বিবৃতিতে নেতৃদয় আরও বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সালের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে দেশে নবজাগরন সৃষ্টি হয়েছে। দেশবাসী বিএনপিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যক আসনে বিজয়ী করে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে সকলের সহযোগিতায় বিএনপি সেই গুরু দায়িত্ব দৃঢ়ভাবে পালনে সক্ষম হবে। জাতী

গনতন্ত্রের অতন্ত্র প্রহরী। বিএনপির রাজনীতি হচ্ছে উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতি। দেশের প্রতিটি সংকটকালীন সময়ে বিএনপি বাংলাদেশর নেতৃত্ব দিয়েছে।যে ভাবে অতীতে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাদার অফ দেমোক্রেসী মরহুমা দেশেনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। আজ আবারও বাংলেদেশকে গণতান্ত্রিক পদযাত্রায় উত্তরণের দায়িত্বও বিএনপির চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের কাঁধে এসে পড়েছে। ১৮ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিক বিএনপি চেয়ারম্যান ফিরে পাবে তার হারানো আত্মমর্যাদা, আগামীর বাংলাদেশ হয়ে উঠবে স্বনির্ভর ও দূর্নীতিমুক্ত । যেখানে থাকবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায় বিচার। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে সমাজের সর্বস্তরে ।বিবৃতিতে নেতৃদয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ এবং ২৪ শের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের তরুন সমাজের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ও প্রবীণদের অভিজ্ঞতার আলোকে দলের গ্রহীত ৩১ দফা রাস্ট্র বিনির্মাণের পরিকল্পনা সফল ভাবে বাস্তবায়ন করতে দলের সকল নেতাকর্মীদের পাশাপাশি দেশের আপামর জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

'কৌতূহল' থিমে 'এ সিজন অব বাংলা ড্রামা'-এ অংশগ্রহণের আহ্বান, আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি

বাংলা নাট্যচর্চার বহুল প্রতীক্ষিত আয়োজন টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের বার্ষিক বাংলা নাট্যউৎসব 'এ সিজন অব বাংলা ড্রামা'-এ অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী নাট্যদল, শিল্পী ও সৃজনশীল সংগঠনগুলোর কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৬ সালের এই আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "কিউরিওসিটি" (কৌতূহল)। নতুন ভাবনা, সৃজনশীল অনুসন্ধান এবং অভিনব উপস্থাপনার মাধ্যমে থিমটিকে মঞ্চে রূপ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে আয়োজকদের পক্ষ থেকে।

থিয়েটার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হলে থিয়েটার এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট ফরম (complete the THEATRE Expression of Interest form) এবং ফ্রিঞ্জ প্রোগ্রামে অংশ নিতে হলে ফ্রিঞ্জ এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট ফরম (complete the FRINGE Expression of Interest Form) পূরণ করতে হবে। শুধুমাত্র অনলাইনে জমা দেওয়া আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। আবেদন জমা দেওয়ার শেষ সময় মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টা। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। তবে বিদেশভিত্তিক নাট্যদলের কাছ থেকে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট ফর্ম ফরম গ্রহণ করা হবে না বলে জানানো হয়েছে।

বাংলা নাট্যচর্চাকে আরও গতিশীল ও সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই আহ্বানটি নিজ নিজ নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন আয়োজকরা।

আনন্দঘন পরিবেশে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির অভিষেক সম্পন্ন

আব্দুল বাছির : ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ২০২৬, আনন্দঘন পরিবেশে সেমিনার, শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ, অ্যাওয়ার্ড প্রদান, ম্যাগাজিন প্রকাশ, কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতায়োজনের মধ্য দিয়ে কমিউনিটির বিশিষ্টজন, এমপি, ডেপুটি মেয়র, সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ঝাঁকজমকপূর্নভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পূর্বলন্ডনে একটি হলরুমে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির বিদায়ী প্রেসিডেন্ট, জগন্নাথপুর টাইমস এর সম্পাদক সাজিদুর রহমান, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন ইসি কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং গ্রুফ ফটোসেশন করে অভিষিক্ত করেন।

পরে অভিষেক অনুষ্ঠানে রিপোর্টার্স ইউনিটির নতুন প্রেসিডেন্ট, বাংলা মিররের বিশেষ প্রতিনিধি ও ঢাকা পোষ্টের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি মুহাম্মদ শাহেদ রাহমানের সভাপতিত্বে ঝাঁকজমকপূর্ন অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অভিষেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত সেক্রেটারী জেনারেল, এবিসি বাংলা নিউজের সম্পাদক ও ব্রিজবাংলা২৪ এর সাব-এডিটর আব্দুল বাছির।

অনুষ্ঠানে একটি পর্বে “ বিশ্বব্যাপী ঝুঁকিপূর্ণ সাংবাদিকতা ও এআই ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে কীনোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন - এনজেলা রাসকিন ইউনিভার্সিটি, ক্যামব্রিজের সিনিয়র লেকচারার ডক্টর অসীম চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিশেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন- ফয়ছল হোসেন চৌধুরী, এমবিই, এমএসপি (মেম্বার অব দ্য স্কটিশ পার্লামেন্ট)।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- লন্ডন বারা অব লুটন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর সাহানারা নাসের এবং লন্ডন বারা অব ক্রয়ডন কাউন্সিলের ডেপুটি সিভিক মেয়র কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসলাম।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ অভিষেক ম্যাগাজিন “ অভিযাত্রা” মোড়ক উন্মোচন করেন।

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি শিক্ষাবৃত্তি ২০২৬, বাংলাদেশের সাংবাদিক শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক পরিবারের শিক্ষার্থীদের মাঝে আনুষ্ঠানিক বৃত্তি বিতরণ করেন।

অতিথিবৃন্দ রিপোর্টার্স ইউনিটির ২ জন সদস্যের সারা বছর সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য ইউকেবিআরইউ অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ তুলে দেন।

সংগঠনের সদস্যদের নিজ নিজ পত্রিকায় প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য - ইউকেবিআরইউ বেস্ট ইনবেস্টিগেটিভ রিপোর্টার অব দ্যা ইয়ার ২০২৫ ক্রেস্ট পেয়েয়েছেন, দৈনিক একাত্তরের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি ও ইউকে বাংলা গার্ডিয়ানের কন্টিভিউটিং রিপোর্টার বেলাল আহমদ বকুল। ইউকেবিআরইউ বেস্ট ফিচার রাইটিং অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ পেয়েছেন সংগঠনের সদস্য, সিলেট মিরর এর ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি শাহ মনসুর আলী নোমান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সৈয়দ নাহাশ পাশা, গবেষক ফারুক আহমেদ, সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, সত্যবাণীর সম্পাদক সৈয়দ আনাস পাশা, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, জনমতের সহকারী সম্পাদক মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, সাবেক স্পিকার খালিস উদ্দিন আহমদ, স্বদেশ বিদেশের সম্পাদক বাতিরুল হক সরদার, সাংবাদিক কামাল মেহেদী, পলিটিকা নিউজের সম্পাদক তানভীর আহমেদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি আহাদ চৌধুরী বাবু, এসিসটেন্ট সেক্রেটারী আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, সাবেক ট্রেজারার সালেহ আহমেদ, অর্গানাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারি আলাউর রহমান শাহীন, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউকের সভাপতি শাকির হোসেন, শিক্ষক শাহ আবু নাসের সাজন, কবি মাশুক ইবনে আনিস, সংস্কৃতিকর্মী নুরুল ইসলাম, আলোকচিত্রশিল্পী জি আর সোহেল, কমিউনিটি একিটিভিস্ট পারভেজ কোরেশী বিইএম, গীতিকার জাহাঙ্গীর রানা, শহীদুর রহমান, সুরমা সেন্টারের জালাল আহমেদ, ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইমদাদুন খানম, এস কে এম আশরাফুল হুদা, সহ-সভাপতি সাহেদা রহমান, ট্রেজারার মির্জা আবুল কাসেম, এসিসটেন্ট ট্রেজারার আনোয়ারুল হক শাহীন, সাবেক সেক্রেটারী মিজানুর রহমান মিরু, জুবায়ের আহমদ, সাবেক সহসভাপতি জামাল আহমদ খান, সদস্য শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, দিলু চৌধুরী প্রমুখ।

অভিষেক অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ড বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ ও সেমিনারে প্রশ্ন-উত্তর পর্বসহ বিভিন্ন প্রজেক্টে বিতরণে অংশ গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত ছিলেন - ডক্টর আনসার আহমেদ উল্লাহ, সত্যবাণীর ম্যানেজিং এডিটর সৈয়দা ফেরদৌসি পাশা কলি, কাউন্সিলর সৈয়দ শেকুল ইসলাম, ব্রিটিশ বাংলা নিউজের সম্পাদক এ টি এম মনিরুজ্জামান, সংস্কৃতিকর্মী হেলেন ইসলাম, এনএল২৪ সম্পাদক নুরুন নবী আলী, নমস্তে গ্রুপের সিইও সাব্বির করিম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আঙ্গুর আলী, চ্যানেল এনআরবি ইউকের সম্পাদক এ রহমান অলি, আসমা মতিন, বাংলাভিউ এর জান্নাতুল ফেরদৌস ডলি, বাংলা সংলাপের ইমরান তালুকদার, এনএল২৪ হেফাজুল করিম রাকিব, ইউকেটিভি বিডির চেয়ারম্যান আব্দুল মোমিন, দিপা হক, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কদর উদ্দিন, লন্ডন মটরস এর জাকির হোসেন, মনুজ সম্পাদক কবি ফয়জুর রহমান ফয়েজ, আলোকচিত্র শিল্পী নাহিদ জায়গীরদার, ভয়েস অব টাওয়ার হ্যামেলেটস এর সম্পাদক এমডি সুয়েজ মিয়া, ডায়াল সিলেটের সম্পাদক সোহেল আহমেদ, তৌহিদুল করিম মোজাহিদ, সাংবাদিক শিপন মিয়া, জগন্নাথপুর টাইমস এর মিজানুর রহমান খালেদ, লন্ডন এন্টারপ্রাইজের মুহি মিকদাদ, কেয়ারার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি লিটন আহমদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সৈয়দ আশফাক আহমেদ, বাংলা সংলাপের মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, সাংবাদিক শাহ শরীফ উদ্দিন, হাফসা ইসলাম, টিএস চ্যানেলের সম্পাদক শাখাওয়াত ইসলাম ফরাজী এবং সাংবাদিক মুন্না মিয়া, সজীব আহমদ প্রমুখ।

শাহ ফারুক রচিত যোদ্ধা কবিতার প্রচারনা অনুষ্টান

মোঃ বাবুল হোসেনঃ স্টাফ রিপোর্টার, সমসাময়িক ঘটনাবলীর উপর লেখক গবেষক ও রাজনীতিবিদ এডভোকেট শাহ ফারুক আহমদের লেখা কবিতা 'যোদ্ধা'-এর ব্যতিক্রমি এক প্রচারনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় ইষ্ট লন্ডনের একটি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে

বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ছিলো।
বাংলাদেশের বর্তমান ক্রান্তিকালের উপর ভিত্তি করে লেখা এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন কবি মরিয়ম লিপি ও কবিতার ভিডিও প্রযোজনা করেন আলীমুজ্জামান। লেখকের লেখা কবিতায় যেমন মুক্তিযুদ্ধের বাংলার বর্তমান ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে তেমনি প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালের ঘটনাবলীর খন্ডচিত্র তুলে ধরেছেন।

বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা,লেখক ও রাজনীতিবিদ হরমুজ আলীর সভাপতিত্ত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক দেওয়ান গৌস সুলতান।

অনুষ্ঠানে কবিতার ভিডিও প্রদর্শন ছাড়াও শাহ ফারুক আহমেদর লেখা দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুজিবুল হক মনি ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোস্তফা কামাল মিলন।

'যোদ্ধা'কবিতার উপর আলোচনায় অংশ নেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, এম সি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক ভিপি খসরুজ্জামান খসরু, শাহ মনির আহমদ, তারিফ আহমদ, ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব হোসেন, কিটন সিকদার, সমিরুন চৌধুরী মোবারক আলী, আ ফ ম কামাল, বাবুল হোসেন, মিজান রহমান, গোলাম রাসুল, ছাদেক কোরাইশী, জলিল চৌধুরী, মস্তাব মিয়া প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, কবি শাহ ফারুক আহমদের কবিতা "যোদ্ধা"- আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের প্রতিহত করে বাঙালির লালিত স্বাধীনতা সার্বভৌম রক্ষা করতে হবে। ৩০ লক্ষ শহীদ ও দু'লক্ষ মা, বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের এ লাল সবুজের পতাকা চিরকাল বাংলার আকাশে উড়বে। আমারা বাংলাদেশকে ছেড়ে দিতে পারি না স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের হাতে। আন্দোলন-সংগ্রাম-যুদ্ধ করে যে কোন মূল্যে এসব শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে।তারা বলেন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আমরা যে কোনোভাবে রক্ষা করবোই।

বক্তারা আরো বলেন, কলম যোদ্ধা হিসেবে শাহ ফারুক আহমদ স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিদিনই কলাম এবং কবিতা লিখে যাচ্ছেন। তাদের ঘৃণিত কর্মকাণ্ড তুলে ধরে এ সব স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাওয়ার জন্য স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী লোকদের অনুপ্রাণিত করছেন।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন "যোদ্ধা" কবিতার কবি শাহ ফারুক।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট কমিনিটি নেতা ও রাজনীতি বিদ আলীমুজামান।

লন্ডনে কলামিস্ট ও গবেষক শাহ মনসুর আলী নোমান এর 'বেস্ট ফিচার রাইটার' অ্যাওয়ার্ড লাভ

মতিয়ার চৌধুরীঃ লন্ডনে প্রাবন্ধিক, গবেষক ও শিক্ষা প্রশাসক শাহ মনসুর আলী নোমান 'বেস্ট ফিচার রাইটার' অব দ্যা ইয়ার-২০২৫' সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ইউকেবিআরইউ) উদ্যোগে অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও অভিষেক অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সেরা ফিচার, কলাম ও প্রবন্ধের মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাঁকে এ সম্মাননার জন্য নির্বাচিত করা হয়। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় লন্ডন একাডেমিতে ইউকেবিআরইউ সভাপতি মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান এর সভাপতিত্বে ও সেরক্রেটারী আব্দুল বাছির এর প্রাঞ্জল উপস্থাপনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষী সাংবাদিক, কলামিস্ট, গবেষক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশ ও এক আনন্দঘন সমাবেশে রূপ নেয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ফয়সল চৌধুরী এমবিই,সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লুটন কন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর শাহানারা নাসের এবং ক্রয়ডন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসলাম। সমাজসেবা, লেখালেখি, গবেষণা ও আলোকচিত্র এই চার ধারার সম্মিলনে শাহ মনসুর আলী নোমান সমাজকে দেখেন গভীর মানবিক দৃষ্টিতে, যা তাঁকে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সমাজকর্মী, জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষানুরাগী মানুষ। মানবসেবা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার আদর্শ শৈশবেই তাঁর মানসগঠনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। মনসুর নোমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৯ সালে এমজিএস (দ্বিতীয় মাস্টার্স) সম্পন্ন করে মেধাক্রমে ব্যাচে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (এমসি কলেজ, সিলেট) ১৯৯৮ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর (এমএসএস) ডিগ্রি এবং ২০১৬ সালে (মেট্রোপলিটন ল' কলেজ, সিলেট) এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) এর 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম' (২০২০- ২১) প্রোগ্রামে অধ্যয়নকালে যুক্তরাজ্যে গমন করেন। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অব পোর্টসমাউথে এলএলএম প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত। পেশাগত জীবনে নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে সহকারী রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নোমান ছাত্রজীবন থেকেই গণমাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর কলাম, প্রতিবেদন ও আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে বাংলাবাজার পত্রিকা, আজকের সূর্যোদয়, ইত্তেফাক, লাল সবুজ, মানবজমিন, রূপালী বাংলাদেশ, বাংলাদেশের খবর, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, খবর বাংলাদেশ, দৈনিক কালবেলা (অনলাইন) এবং সিলেট বিভাগ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া সম্পাদিত মৃদুভাষণ পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বিবিসি বাংলার প্রবাহ অনুষ্ঠানের কয়েকটি পর্বে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর ধারণ করা ছবি সম্প্রচারিত হয়েছে। ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'Burnley Express' পত্রিকায় তাঁর ধারণকৃত আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সমসাময়িক সমাজ, পরিবেশ দূষণ, নদীভাঙন, পাহাড় কাটা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্থানীয় রাস্তাঘাটের সমস্যা, যোগাযোগ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মানবাধিকার এই বিষয়গুলো তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য। তাঁর একাধিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাস্তব উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণে ভূমিকা রেখেছে, যা একজন লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'ভোরের কাগজ' ও 'এই সময়' পত্রিকা কর্তৃক পুরস্কৃত ও অভিনন্দিত হন। তিনি যুক্তরাজ্যের মর্যাদাপূর্ণ সংগঠন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্য। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সিলেট ইউনিট; কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট এবং বাংলাদেশ ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন (এফপিএবি), সিলেট ইউনিট এর আজীবন সদস্য।এফপিএবি সিলেট শাখার ২০১৮-২০২১ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে তিনি নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাক্তন ছাত্র সমিতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর আজীবন সদস্য। মানবিক সহায়তার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালে তিনি সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্যা প্যারালাইজড (CRP), বাংলাদেশ এর সিলভার মেম্বার হিসেবে সম্মানিত হন। সমাজসেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে উদার দিগন্ত সাহিত্য সংসদ ও পাঠাগার (কুলাউড়া, মৌলভীবাজার) কর্তৃক তিনি 'রেডিয়েন্ট অ্যাওয়ার্ড' এ ভূষিত হন। জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব শান্তি দিবস (২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬) উপলক্ষে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সিলেট জেলা ও মহানগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি সম্মাননা লাভ করেন।

আলহাজ্ব বশির উদ্দিন আহমদ এর ইন্তেকালে দারুল হাদীস লাতিফিয়ার গভীর শোক প্রকাশ

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)-এর প্রিয় ভাজন ও মুরিদ, লন্ডনস্থ দারুল হাদিস লতিফিয়া-এর সম্মানিত ট্রাস্টি এবং আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে-এর সাবেক সেক্রেটারি, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব বশির উদ্দিন আহমদ আজ শনিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় (বাংলাদেশ সময়) সিলেটের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

মরহুম আলহাজ্ব বশির উদ্দিন আহমদ আজীবন দ্বীনি খেদমত, শিক্ষা প্রসার এবং কমিউনিটির কল্যাণে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। তিনি প্রবাসে বসবাস করেও দ্বীন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের কাছে গভীরভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শোক প্রকাশ ও দোয়া কামনা

দারুল হাদিস লতিফিয়া (লন্ডন), আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে, লাতিফিয়া উলামা সোসাইটি ইউকে, লাতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকে ও আল ইসলাহ ইয়ূথ মরহুমের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমরা দোয়া করি-আল্লাহ পাক যেন মরহুম আলহাজ্ব বশির উদ্দিন আহমদ সাহেব-এর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করেন, তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সকল নিয়ামত দান করেন।

আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর পরিবারবর্গকে এই শোক সইবার তাওফিক ও সবরে জামিল দান করেন।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

on NTV Sky 780

Ramadan 2026 Live Appeals

06, 09, 24 and 28 Ramadan

From 5pm till Farj
(বিকাল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত)

DONATION HOTLINE
0208 090 1224

STUDIO HOTLINE
0203 515 5838

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা
আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building. May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

Please donate generously to our other projects this Ramadan through NTV appeals:

13 Ramadan - Darul Hadis Gulbahar Mohila Title Madrasha
21 Ramadan - Muslim Sadaqah

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

সিলেট বিভাগে ১৮ আসনে বিএনপি'র নিরঙ্কুশ জয়, একটি পেলো খেলাফত মজলিস

সিলেট অফিস : সিলেট বিভাগে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। বিভাগের ১৯ আসনের মধ্যে ১৮টি আসনেই জয় পেয়েছেন ধানের শীষের প্রার্থীরা। একটি আসনে বিএনপি জোটের শরীক জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রার্থী মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক খেজুর গাছ প্রতীকে নির্বাচন করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কাছে হেরে গেছেন। ওই আসনে বিজয়ী হয়েছেন ১১ দলীয় জোট মনোনীত খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মুফতি মাওলানা আবুল হাসান। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সবগুলো আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির প্রার্থীরা। সিলেট জেলার ৬টি আসনের মধ্যে ৫টিতে বিজয়ী হয়েছে ধানের শীষ। একটিতে দেওয়াল ঘড়ি।

বিজয়ীদের মধ্যে তিনজন সাবেক এমপি:
সিলেট বিভাগে বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন সাবেক এমপি রয়েছেন। তারা হলেন-সুনামগঞ্জ-২ আসনে নাছির উদ্দিন চৌধুরী, সুনামগঞ্জ-৫ আসনে কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন ও মৌলভীবাজার-৩ আসনে এম নাসের রহমান। নাছির উদ্দিন চৌধুরী ও এম নাসের রহমান একবার করে এবং কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন আগে তিনবার এমপি ছিলেন।

দুইজন সাবেক মেয়র:

নির্বাচিত এমপিদের মধ্যে দুইজন সাবেক মেয়র রয়েছেন। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভোটে লড়ে দুই বার বিজয়ী হয়। এছাড়া, জি কে গৌছ তিন বার হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ছিলেন। এর মধ্যে একবার তিনি কারাগারে থেকে মেয়র নির্বাচিত হন।

নতুন মুখ ১৬ ॥
সিলেট বিভাগে নির্বাচিত এমপিদের মধ্যে ১৬ জনই নতুন মুখ। তারা হলেন-সিলেট-১ আসনে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, সিলেট-২ আসনে তাহসিনা রুশদীর লুনা, সিলেট-৩ এম এ মালিক, সিলেট-৪ আরিফুল হক চৌধুরী, সিলেট-৫ মুফতি মাওলানা আবুল হাসান, সিলেট -৬ এমরান আহমদ চৌধুরী, মৌলভীবাজার-১ নাসির উদ্দিন আহমদ, মৌলভীবাজার-২ শওকতুল ইসলাম , মৌলভীবাজার-৩ এম নাসের রহমান ও মৌলভীবাজার-৪ মজিবুর রহমান চৌধুরী, সুনামগঞ্জ-১ কামরুজ্জামান কামরুল, সুনামগঞ্জ-২ নাছির উদ্দিন চৌধুরী, সুনামগঞ্জ-৩ কয়ছর এম আহমদ, সুনামগঞ্জ-৪ নুরুল ইসলাম ও সুনামগঞ্জ-৫ কলিম উদ্দিন আহমদ, হবিগঞ্জ-১ ড. রেজা কিবরিয়া, হবিগঞ্জ-২ ডা:আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান, হবিগঞ্জ-৩ জি কে গউস ও হবিগঞ্জ-৪ সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়সল।

তিনজন প্রবাসী:
সিলেট বিভাগে বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন প্রবাসী প্রার্থী রয়েছেন। তারা হলেন-যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ মালেক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা শওকতুল ইসলাম। তারা প্রবাসে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে সরব ছিলেন।

প্রথম নির্বাচিত নারী এমপি: সিলেট বিভাগে প্রথম নির্বাচিত নারী প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন 'নিখোঁজ' বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদীর লুনা। বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলী 'নিখোঁজ' হবার পর মাঠে সরব ছিলেন লুনা। এবারই প্রথম তিনি নির্বাচনে অংশ নিয়ে এমপি নির্বাচিত হলেন।

বিভাগে এবারই প্রথম বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা:
সিলেট বিভাগে বিএনপি এবারই প্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ১৯৯১ সালে সিলেট বিভাগে একটিমাত্র আসনে জয়লাভ করে বিএনপি। সে সময় দলটি সরকার গঠন করে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি ৩টি, ২০০১ সালে ৭টি আসনে জয়ী হয় বিএনপি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে কোন আসনেই জয়লাভ করতে পারেননি বিএনপি প্রার্থীরা। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিলেও সে নির্বাচনটি ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

জেলা সভাপতি যা বলেন:
সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ সংগ্রাম আন্দোলন করেছেন। এ সংগ্রামে আমাদের অনেক নেতা-কর্মীআত্মাহুতি দিয়েছেন। তাদের ত্যাগের ফল এই নির্বাচনী ফলাফল। তিনি আরো বলেন, "জনগণের হৃদয়ের মনিকোঠায় তারেক রহমান এরই মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। আগামীর বাংলাদেশ গড়তে তারেক রহমানই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে জানান তিনি।

রিটার্নিং অফিসারের কৃতজ্ঞতা :
সিলেটের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মো: সারওয়ার আলম সিলেট জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, ভোটার, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকার কথা তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

বিয়ানীবাজারে পদধারী নেতাদের ষড়যন্ত্র আটকাতে পারেনি ধানের শীষের বিজয়

সিলেট অফিস : নিজ দলের প্রার্থীর ভরাডুবি দেখতে মাঠে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও ধানের শীষের বিজয় ঠেকাতে পারেনি সিলেট ৬ আসনের (গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার) সিলেট জেলা ও বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির পদধারী কয়েকজন নেতা। নির্বাচন পরবর্তী কারো বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীকে সহযোগিতা করা, আবার কারো বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে তাকে সহযোগিতা করাসহ নানা অভিযোগ উঠে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে চলছে রীতিমতো যুদ্ধ। তবে বিষয়টি নিয়ে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অভিযুক্তরা মুখ খুলছেন না।

জেলা বিএনপির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির পদধারী কয়েকজন নেতার আচরণ মূল থেকেই তাদের সন্দেহ হয়েছিল তাদের। এসব নেতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বিএনপির কাছে নালিশ করার প্রক্রিয়া চলছে। কেন্দ্রের আদেশক্রমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ওই নেতা।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানিয়েছে, সিলেট-৬ আসনের বিয়ানীবাজার উপজেলার ৮৯টি কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী ধানের শীষের প্রার্থী এডভোকেট ইমরান আহমদ চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ৩৭৮১৮ এবং দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের প্রাপ্ত ভোট ৪১৮২৫। এই উপজেলায় ধানের শীষের চেয়ে দাঁড়িপাল্লা ৪০০৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়।

তবে গোলাপগঞ্জ উপজেলার ১০৩টি ভোট কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী ধানের শীষের প্রার্থী এডভোকেট ইমরান আহমদ চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ৬০১১৮ এবং দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের প্রাপ্ত ভোট ৪৭৩৮৩। এখানে দাঁড়িপাল্লার চেয়ে ধানের শীষের প্রার্থী ১২৭৩৫ ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হন।

বিভিন্ন সূত্রে জানাযায়, সিলেট-৬ আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইমরান আহমদ চৌধুরী ও জেলা বিএনপি নেতা ফয়সল আহমদ চৌধুরী। কিন্তু দলটি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইমরান আহমদ চৌধুরীকে সিলেট-৬ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করে। এরপর থেকে বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী ফয়সল আহমদ চৌধুরীর পক্ষ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন ভাবে প্রচারণা শুরু করেন। এ নিয়ে দলীয় ভাবে আলোচনা সমালোচনা শুরু হলেও সরোয়ার ও তার অনুসারিরা থেমে থাকেন নি। এর এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় বিএনপি তাদের মুল প্রার্থী এডভোকেট ইমরান আহমদ চৌধুরীকে তাদের প্রার্থী রেখে বিকল্প প্রার্থী হিসেবে ফয়সল আহমদ চৌধুরীর হাতে একখানা পত্র ধরিয়ে দেয়। এরপর ফয়সল আহমদ চৌধুরীর পক্ষ নেন বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট আহমদ রেজাসহ দলের অসংখ্য নেতাকর্মী। তারা ফয়সল আহমদ চৌধুরীর সাথে প্রকাশ্যে মাঠে নামেন। পরবর্তীতে আবার দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক এডভোকেট ইমরান আহমদ চৌধুরীকে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করলে মনোক্ষুন্ন হন ফয়সল চৌধুরী অনুসারিরা।

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্দেশনা পালনে লোক দেখানো প্রচারণায় অংশ নেন ফয়সল আহমদ চৌধুরীসহ তার অনুসারিরা। অভিযোগ রয়েছে, মনোনয়ন না পাওয়ার ক্ষোভে দু:খে তারা বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পরাজয় দেখতে গোপণে কাজ শুরু করেন। মাঝে মধ্যে প্রার্থীর পক্ষে মাঠে এসব নেতাদের দেখা গেলেও তাদের মিশন ছিল ভিন্ন এ অভিযোগ খোঁদ বিজয়ী প্রার্থী এডভোকেট ইমরান আহমদ চৌধুরীর। নির্বাচনী প্রচারণাকালে তিনি বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহমদ রেজা, সাধারন সম্পাদক সরোয়ার হোসেনকে বিষয়টি নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সিলেট জেলা যুবদলের সভাপতি আব্দুল মন্নানের ভোট কেন্দ্র, বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহমদ রেজা, সাধারন সম্পাদক সরোয়ার হোসেনের ইউনিয়নসহ বিএনপির পদদারী অনেক নেতার ভোট কেন্দ্রে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন।

বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির একাধিক নেতা অভিযোগ করে বলেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতিসহ একটি বলয় জামায়াতের প্রার্থীর পক্ষে গোপণে কাজ করলেও সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে একটি বলয় একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে গোপণে কাজ করেন। সরোয়ার হোসেন জেলা বিএনপি নেতা ফয়সল চৌধুরীর অনুসারি। তাই ফয়সল আহমদকে তার কর্তৃত্ব দেখাতে বিএনপি প্রার্থীকে ফেল করানোর মিশন তিনি হাতে নেন বলে সূত্রটি দাবী করে।

মন্ত্রী হলেন সিলেটের আরিফ-মুক্তাদির

সিলেট অফিস : অবশেষে শপথ নিলেন নতুন সরকারের মন্ত্রিসভা। ৪৯ সদস্যের এ মন্ত্রিসভায় সিলেট থেকে ঠাঁই পেয়েছেন দু'জন। তারা হলেন সিলেট-১ (সদর-নগর) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ও সিলেট-৪ (জৈন্তাপুর-গোয়াইনঘাট-কোম্পানীগঞ্জ) আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ ও সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকাল সোয়া ৪টার দিকে রাষ্ট্রপতি সাহাব উদ্দিনের কাছে তারা শপথ নিয়েছেন।

তারা কে কোন মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পাচ্ছেন তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানা না গেলেও বিভিন্ন সূত্রের ধারনা, বাণিজ্য শিল্প এবং পাট ও বস্ত্র মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরকে।

আর আরিফুল হক চৌধুরীকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং শ্রমমন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাবের কমিটি গঠন

সিলেট অফিস : ২০২৬-২৭ মৌসুমের জন্য সিলেটের বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাবের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়াবি) রাতে পৌর শহরের নতুন বাজার এলাকাস্থ প্রেসক্লাব কার্যালয়ে

সংগঠনের আহবায়ক জাহাঙ্গীর আলম খায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ওই কমিটি গঠন করা হয়।

নাগরিক টিভির সিলেট ব্যুরো প্রধান এমআর টুনু তালুকদারকে সভাপতি, দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশের বিশ্বনাথ উপজেলা প্রতিনিধি সালেহ আহমদ সাকীকে সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ইনকিলাববের বিশ্বনাথ উপজেলা প্রতিনিধি আব্দুস সালামকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট নতুন ওই কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাবের নব-গঠিত ওই কমিটির অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন- সহ সভাপতি রুহেল উদ্দিন (দৈনিক গণমুক্তি), যুগ্ম সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিন (দৈনিক ডেসটিনির সিলেট ব্যুরো চীফ), দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক বদরুল ইসলাম মহসিন (দৈনিক ভোরের কাগজ), নির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর আলম খায়ের (দৈনিক সমকাল), আশিক আলী (দৈনিক যুগান্তর), কামাল মুন্না (দৈনিক যায়যায়দিন), নবীন সোহেল (দৈনিক কালবেলা), আক্তার আহমদ শাহেদ (দৈনিক মানবজমিন), শুকরান আহমদ রানা (দৈনিক সকালের সময়), মশাহিদ আলী (বার্তা২৪) ও আফজল হোসেন (ক্যামেরাপার্সন, এনটিভি ইউরোপ)।

সভায় বক্তারা বলেন, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, পেশাগত মানোন্নয়ন ও বিশ্বনাথের গণমাধ্যমকর্মীদের ঐক্য সুদৃঢ় করতে বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাবের নব-গঠিত ওই কমিটি সর্বদা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে। নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত অধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

যে কারণে আইনি লড়াই করবেন তাহেরী

সিলেট অফিস : হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) সংসদীয় আসনের নির্বাচনি ফল নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে নানা অভিযোগ তুলে ধরছেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট মনোনীত সুন্নী জোটের আলোচিত প্রার্থী মুফতি গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। এসময় আইনি লড়াইয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন মোমবাতি প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়া আলোচিত এই প্রার্থী।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে মুফতি গিয়াস উদ্দিন তাহেরী বলেন, 'হবিগঞ্জ ০৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) ভোট কারচুপি, জালিয়াতি, প্রহসনমূলক নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়া হবে না। পুনরায় নির্বাচনের দাবীতে আইনি লড়াই হবে। মামলার উপাদান প্রমাণসহ

নথিভুক্ত। ইনশাআল্লাহ।'

ভিডিও বার্তায় তাহেরি আরো অভিযোগ করেন, জালভোট, ভোট কারচুপি জবরদখলের পাশাপাশি মোমবাতি প্রতীকের এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। হবিগঞ্জ-৪ আসনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরিতে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তাহেরির অভিযোগ, তার নির্বাচনি আসনে আধিপত্য, দখলদারিত্ব ও পেশিশক্তি ব্যবহার করে ইচ্ছে মতো ফল তৈরি করা হয়েছে। অনেক কেন্দ্রের রেজাল্ট শিটে মোমবাতির এজেন্টদের কোন স্বাক্ষর নেই বলেও জানান তিনি।

তাহেরি প্রশ্ন তুলে বলেন, 'আমার প্রতিপক্ষ যারা আছেন তারা কি বুকে হাত দিয়ে, কোরআন শরীফে হাত দিয়ে বলতে পারবেন এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে? তারা কি কেন্দ্র দখল করে নাই? এরকম নির্বাচন কি চুনারুঘাট-মাধবপুরবাসী চেয়েছিল?'

সবশেষে তাহেরী জানান, তার দল সব ধরণের কারচুপির বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে।

বিশ্বনাথে দুই যুক্তরাজ্য প্রবাসীর প্রীতি নৈশভোজ

সিলেট অফিস : সিলেটের বিশ্বনাথে কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিঙ মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের সম্মানে দুই যুক্তরাজ্য প্রবাসীর উদ্যোগে নির্বাচন পরবর্তি প্রীতি নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাতে পৌর শহরের পুরাণ বাজার এলাকাস্থ একটি পার্টি সেন্টারে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের ট্রাস্টি শাহাবুদ্দিন ও রুহেল মিয়া'র সৌজন্যে ওই প্রীতি নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

বিশ্বনাথ প্রেসক্লাব, বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাব ও বিশ্বনাথ সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ওই প্রীতি নৈশভোজে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে যুক্তরাজ্য প্রবাসী শাহাবুদ্দিন ও রুহেল মিয়া বিশ্বনাথে কর্মরত সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এবং জনকল্যাণে সাহসী ভূমিকা রাখার প্রশংসা করে বলেন, প্রবাসে থাকলেও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সাংবাদিকদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যেই এই ক্ষুদ্র আয়োজন। সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ ও তাদের সম্মানে এমন আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমরা সাংবাদিকদের পাশে থেকে এলাকার উন্নয়নে কাজ করে যেতে চাই।

উপস্থিত সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এমন আয়োজনের জন্য প্রবাসী শাহাবুদ্দিন ও রুহেল মিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বিশ্বনাথ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কাজী জামাল উদ্দিন।

এসময় অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথ প্রেসক্লাব, বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাব ও বিশ্বনাথ সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

সিলেট অফিস : সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে গোলাম ইয়াহ-ইয়া চৌধুরী (সুহেল) সভাপতি ও মোঃ জোবায়ের বখ্‌ত জুবের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সমিতির ২ নম্বর হলের ২য় ও ৩য় তলায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির ১৬৬৫ জন ভোটারের মধ্যে ১৩৩৪ জন আইনজীবী ভোটার এই নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এবারের বার্ষিক নির্বাচনে ২৪টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৫৮ জন আইনজীবী প্রার্থী। রোববার দিবাগত রাত ৩ টায় এ ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ ছয়ফুল আলম এডভোকেট। ফলাফল ঘোষণায় সহযোগিতা করেন সহকারী নির্বাচন কমিশনার মোঃ আব্দুল্লাহ আল-হেলাল এডভোকেট ও মোঃ কাওছার জুবায়ের এডভোকেট।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী গোলাম ইয়াহ-ইয়া চৌধুরী (সুহেল) এডভোকেট ৫৭৪ ভোট পেয়ে সভাপতি, পান্না লাল দাশ এডভোকেট ৪৩৮ ভোট পেয়ে সিনিয়র সহ সভাপতি, আব্দুস সোয়েব আহমদ এডভোকেট ৫১০ ভোট পেয়ে সহ-সভাপতি, মোঃ জোবায়ের বখ্‌ত জুবের এডভোকেট ৩৪৮ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক পদে, মোঃ আব্দুল মুকিত (অপি) এডভোকেট ৩১৩ ভোট পেয়ে যুগ্ম সম্পাদক-১ পদে, মোঃ হেদায়েত হোসেন তানবীর এডভোকেট ৪৮৮ ভোট পেয়ে যুগ্ম সম্পাদক-২ পদে, মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম এডভোকেট ৫৮১ ভোট পেয়ে ক্রীড়া ও সমাজ বিষয়ক সম্পাদক পদে, দেবব্রত চৌধুরী লিটন এডভোকেট ৬৮৯ ভোট পেয়ে সহ-ক্রীড়া ও সমাজ বিষয়ক সম্পাদক পদে, ঝুমকি পুরকায়স্থ এডভোকেট ৬৭৮ ভোট পেয়ে লাইব্রেরি সম্পাদক পদে, সৈয়দ ফেরদৌস আহমদ এডভোকেট ৭২৮ ভোট পেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে, আবুল কালাম আজাদ রিপন এডভোকেট ৫৯৭ ভোট পেয়ে ও মোঃ নাজমুল ইসলাম এডভোকেট ৫৭৮ ভোট পেয়ে সহকারী নির্বাচন কমিশনার পদে, সোনিয়া জেরীন চৌধুরী এডভোকেট ৬৬২ ভোট পেয়ে মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে, সৈয়দা হেলেন বেগম এডভোকেট মহিলা বিষয়ক সহ-সম্পাদক পদে (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়), মোঃ জাহিদুল হক জাবেদ এডভোকেট ৯২০ ভোট, মোঃ ওয়ায়েছ কুরুণী উজ্জ্বল এডভোকেট ৬৯৪ ভোট, জিয়াউল হক মোস্তাক এডভোকেট ৬৭২ ভোট পেয়ে সহ-সম্পাদক পদে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়াও সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের ৭টি পদে মোঃ ইরফানুজ্জামান চৌধুরী এডভোকেট ৮৯৯ ভোট, মোঃ আতিকুর রহমান এডভোকেট ৮৯৫ ভোট, এ.এস.এম আব্দুল গফুর এডভোকেট ৮৭২ ভোট, মোঃ আনোয়ার হোসেন এডভোকেট ৮৬৯ ভোট, এ.কে.এম. ফখরুল ইসলাম এডভোকেট ৮৫৭ ভোট, মোহাম্মদ জুয়েল এডভোকেট ৮৪০ ভোট, মোঃ ওবায়দুর রহমান এডভোকেট ৮২২ ভোট পেয়ে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

HOME TUITION

Are you worried about Maths, Science and English?

No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.

- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.

Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .

Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

সিলেট বিভাগের যে আসনে ৫৫ বছরের রেকর্ড ভাঙল বিএনপি

সিলেট অফিস : দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গলুকমলগঞ্জ) আসনে ৫৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে ভূমিধস জয় পেয়েছে বিএনপি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী মুজিবুর রহমান চৌধুরী (হাজী মুজিব) বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, পোস্টাল ভোটসহ বিএনপি প্রার্থী মোট ১ লাখ ৭০ হাজার ৮৭৭ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর প্রার্থী মাওলানা নূরে আলম হামিদী পেয়েছেন ৫০ হাজার ২০৪ ভোট। ফলে ১ লাখ ২০ হাজার ৬৭৩ ভোটের ব্যবধানে ধানের শীষের প্রার্থী জয়ী হন। সিলেট বিভাগের ১৯টি সংসদীয় আসনের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ ব্যবধানের বিজয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না থাকায় দলমত নির্বিশেষে বহু ভোটার ধানের শীষের প্রার্থীকে সমর্থন দিয়েছেন। অনেকের ভাষ্য, 'দল নয়ড় মানুষ দেখে ভোট দিয়েছি।'

ভোটারদের মতে, হাজী মুজিবের দীর্ঘদিনের মাঠপর্যায়ের উপস্থিতি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং সামাজিক সংকটে পাশে থাকার অভিজ্ঞতা ভোটের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয় হাজী মুজিব ২০০১ সাল থেকে এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন। অতীতে তার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগের সাতবারের সংসদ সদস্য ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ। এবারের নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ও দলীয় নেতাকর্মীরা দুই উপজেলায় সমন্বিতভাবে জোরালো প্রচারণা চালান, যা ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

এ আসনে মোট ১৮টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভা রয়েছে। নির্বাচনে ২ হাজার ৫০০ পোস্টালসহ মোট ভোটার ছিলেন ৪ লাখ ৮৫ হাজার ৫৫৮ জন। মোট ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দুই উপজেলায় বাতিলসহ মোট ভোট পড়েছে ২ লাখ ৭২ হাজার ২৯৪টি, যা শতকরা হিসেবে প্রায় ৫৫ শতাংশ।

ভোটাররা জানান, প্রার্থীর জনপ্রিয়তা, বিএনপির সুসংগঠিত কর্মীবাহিনীর টানা মাঠপর্যায়ের কাজ এবং বিএনপি ঘোষিত ৯ দফা নাগরিক সুবিধা কর্মসূচিড়বিশেষ করে কৃষি সহায়তা ও ফ্যামিলি কার্ড বিষয়ক প্রতিশ্রুতির প্রচারড়এই বিজয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষিখাতের আধুনিকায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

সিলেটে ৩৩ প্রার্থীর ২০ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত

সিলেট অফিস : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেটের ৬ টি সংসদীয় আসনে ৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোট না পাওয়ায় নিজেদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ২০ প্রার্থীর। বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত ফলাফল থেকে এ তথ্য জানা যায়।

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পরিপত্রে বলা আছে, কোনো প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় প্রদত্ত ভোটের আট ভাগের এক ভাগ ভোট পেতে হবে। অন্যথায় জামানত বাবদ জমা দেওয়া ৫০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

সিলেট-১ আসনে মোট ভোট পড়েছে ৩ লাখ ২৫ হাজার ৫৩৯ টি। এরমধ্যে ৪০ হাজার ৬৯২ ভোট না পেয়ে জামায়াত হারিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের আকমল হোসেন (৩১৪), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদের প্রণব জ্যোতি পাল (১১৩৪), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাহমুদুল হাসান (২৭০১), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন (৯০৮), ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মো. শামীম মিয়া (২৩৯), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-মার্কসবাদীর সঞ্জয় কান্ত দাস (৮০১)।

আর এখানে বিএনপির খন্দকার আবদুল মুক্তাদির ১ লাখ ৭৬ হাজার ৯৩৬ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা হাবিবুর রহমান পেয়েছেন ১ লাখ ৩৪ হাজার ৯৮৩ ভোট।

সিলেট-২ আসনে মোট ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫০৭ টি। যার ২০ হাজার ৫৬৩ ভোট না পাওয়ায় জামানত হারিয়েছেন জাতীয় পার্টির মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (১৪২০), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আমির উদ্দিন (১৪০৮) ও গণফোরামের মো. মুজিবুল হক (৬৩৭)।

এখানে বিএনপির প্রার্থী তাহসিনা রুশদীর ১ লাখ ১৭ হাজার ৯৫৬ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত মজলিসের মুহা. মুনতাসির আলী ৩৮ হাজার ৬৩৫ ভোট পাওয়ায় জামানত রক্ষা হয়েছে।

সিলেট-৩ আসনে মোট ভোট পড়েছে ২ লাখ ৪ হাজার ৬৪৭ টি। যার মধ্যে ২৫ হাজার ৫৮৫ ভোট না পাওয়ায় জামানত হারিয়েছেন জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (২৬৩০), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রেদওয়ানুল হক চৌধুরী (১৩৯১), স্বতন্ত্র প্রার্থী মইনুল বাকের (২৯৭) ও মেস্তাকিম রাজা চৌধুরী (৪১৯৯)।

এখানে বিএনপির মোহাম্মদ আব্দুল মালিক ১ লাখ ১৫ হাজার ৪৫০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন।তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুসলেহ উদ্দীন রাজু (রিকশা) প্রতীকে পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৬৭৪ ভোট।

সিলেট-৪ আসনে মোট ভোট পড়েছে ২ লখ ৭০ হাজার ৫৬৫ টি। যার ৩৩ হাজার ৮২০ ভোট না পেয়ে জামানত হারিয়েছেন ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা সাঈদ আহমদ (২৭২৪), জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (১৯৬৬) ও গণঅধিকার পরিষদের জহিরুল ইসলাম (৫৬১)।

এখানে বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরী ১ লাখ ৮৬ হাজার ৮৪৬ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর জয়নাল আবেদীন পেয়েছেন ৭১ হাজার ৩৯১ ভোট।

সিলেট-৫ আসনে মোট ভোট পড়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৫১৮ টি। যার মধ্যে ২৬ হাজার ৪৩৯ ভোট না পেয়ে জামানত হারিয়েছেন বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মো. বিলাল উদ্দিন (৩৭২)। এখানে খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আবুল হাসান ৭৯ হাজার ৩৫৫ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। অন্য দুই প্রার্থী যথাক্রমে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক ৬৯ হাজার ৭৭৪ ভোট ও বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র মামুনুর রশিদ (চাকসু মামুন) পেয়েছেন ৫৭ হাজার ২৫১ ভোট।

সিলেট-৬ আসনে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৬৯৬ টি ভোট পড়েছে। এর মধ্যে ৩০ হাজার ৪৬২ টি ভোট না পেয়ে জামানত হারিয়েছেন জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ আবদুন নূর (১১৭০), গণঅধিকার পরিষদের জাহিদুর রহমান (১৩৮৬) ও স্বতন্ত্র মো. ফখরুল ইসলাম (২৩৮৪৬)।

এখানে বিএনপির এমরান আহমদ চৌধুরী ১ লাখ ৯ হাজী ৯১৭ টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মো. সেলিম উদ্দিন পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৫৬৯ ভোট।

বঙ্গবীর ওসমানীর ৪১তম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

সিলেট অফিস : বাঙালি জাতির অহংকার, প্রখ্যাত সমরবিদ, মহান মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সিইনসি, সংসদীয় গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা, জাতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক মন্ত্রী, জাতীয় নেতা বঙ্গবীর জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবীর ওসমানী স্মৃতি সংসদ সিলেটের উদ্যোগে পালিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে হযরত শাহজালাল মজররদে ইয়ামনি রাহিমাহুল্লাহ আলাইহির মাজার প্রাঙ্গণে এবং শাহপরান (রহঃ) লতিফিয়া মাদ্রাসায় মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনান্তে খতমে কোরআন অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ যোহর হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর দরগাহ জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে পর বঙ্গবীর এম.এ.জি ওসমানীর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মরহুমের কবর জিয়ারত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন শাহপরান (রহঃ) লতিফিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা শামছুল হক ভাদেশ্বরী।

কর্মসূচিগুলোতে উপস্থিত ছিলেন- মোঃ ছদরুল আলম চৌধুরী, মাওলানা আব্দুস সালাম, হাপিজ মাওলানা আবু ইউসুফ চৌধুরী, মাওলানা আব্দুস সোবহান, বঙ্গবীর ওসমানী স্মৃতি সংসদ সিলেটের সহ সভাপতি এডভোকেট আব্দুল মালিক, দুর্নীতি মুক্তকরণ বাংলাদেশ ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মকসুদ হোসেন, অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সংগঠক শামসুল বাসিত শেরো, সাংবাদিক চৌধুরী দেলওয়ার হোসেন জিলন, শাহ মোশাহিদুর রহমান, মানবাধিকার কর্মী ইউসুফ সেলু, হাফিজ জাহেদ আহমদ, যুব সংগঠক কয়েছ আহমদ সাগর, সংগঠক শফিকুর রহমান, শাহবাজ আলী প্রমুখ।

হবিগঞ্জে ফের ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২৫

সিলেট অফিস : হবিগঞ্জে শিশুদের ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধের জের ধরে ফের দু'পক্ষের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইউনুছ মিয়া (৫৫) সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত শনিবার বিকেলে ফুটবল খেলা নিয়ে যশের আব্দা গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে জয় এর সাথে একই গ্রামের মৃত আব্দুল করিমের ছেলে বাক প্রতিবন্দি স্বপন মিয়ার হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরই জের ধরে জয় স্বপন মিয়াকে মারধর করলে গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিষয়টির জের ধরে রবিবার দুপুরে দু'পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে হবিগঞ্জ সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

আহতদের মধ্যে আজেদা (৪৫), আমিনা (৫০), আলতাই (৫০), আলফু মিয়া (৪৫), ইয়াছিন (৩০) আহাদ (৫৫), হৃদয় (১৯), ইউনুছ মিয়া (৫৫) সাদত (৩০), কাছুম আলী (৬৫), রুচেনা (৫০), ইছাক (৪৫), সুজন (৩৬)কে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক ইউনুছ মিয়াকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন জানান, দু' পক্ষের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

দিরাইয়ে বিয়ের দাওয়াত নিয়ে সংঘর্ষে প্রাণ গেল প্রবাসির

সিলেট অফিস : সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় বিয়ের দাওয়াত না দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত আঞ্জুর মিয়া (৪৫) উপজেলার তাড়ল ইউনিয়নের ধল পূর্ব আশ্রম গ্রামের মৃত সাদুল্লাহর ছেলে। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে ধল পূর্ব আশ্রম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিয়ের দাওয়াত দেওয়ুানা দেওয়াকে কেন্দ্র করে নিকটাত্মীয় আনহার মিয়া ও আঞ্জুর মিয়ার লোকজনের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। শনিবার আনহার মিয়ার পাশের কনের বাড়িতে বিয়ের মালামাল আনতে গেলে এর জের ধরে আঞ্জুর মিয়া প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হন।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনরা তাকে দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ধল পূর্ব আশ্রম গ্রামে মৃত ছাদ্দিক মিয়ার ছেলে বর সৌমিক এর সাথে একই গ্রামের আজিজুল হকের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয় ।বিয়েতে আজিজুল হকের নিকট আত্মীয় আনহার মিয়ার লোকজনের অমত ছিল এনিয়ে তাদের মধ্যে বিরুধ সৃষ্টি হয় ।এর রেশ ধরে একপক্ষকে দাওয়াত দেওয়া হয় না।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মনি রানী তালুকদার জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

তাড়ল ইউপি চেয়ারম্যান আলী আহমদ বলেন, তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে।

দিরাই থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এনামুল হক চৌধুরী জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নির্বাসিত জীবন থেকে প্রধানমন্ত্রী, তারেক রহমানের রাষ্ট্রনায়ক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির রাত। টেলিভিশনের পর্দায় লাখ লাখ মানুষের চোখ। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল জানতে উন্মুখ দেশের মানুষ। সারাদেশের বিভিন্ন আসনের ফলাফল একের পর এক প্রকাশিত হচ্ছে, আর মানুষের হৃদস্পন্দন বাড়ছে। পছন্দের প্রার্থী জয়ী হলে এক পক্ষের উল্লাস, আরেক পক্ষের হতাশা। তবে সবকিছু ছাপিয়ে যে বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তা হলো গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশের মানুষ এবার অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উৎসবমুখর নির্বাচনের স্বপ্ন দেখেছিল। অবশেষে এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হলো এবং তারা সত্যিকারের নির্বাচিত সরকার পেলেন। আর সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

তারেক রহমানের ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বে বিএনপি এবারের নির্বাচনে এককভাবে ২১১ আসনে ভূমিধস বিজয় পেয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) পর্যবেক্ষক দলসহ বিশ্বব্যাপী এ নির্বাচন স্বীকৃতি পেয়েছে। ইইউ পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনকে অবাধ ও বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন। তারা জানিয়েছেন, কোনো ধরনের জালিয়াতি বা ভোট কারচুপির ঘটনা পাওয়া যায়নি।

পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পরপর তিনটি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পেরে দেশের মানুষ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল।

২০১৪ সালের ভোটারবিহীন নির্বাচন, ২০১৮ সালের রাতের নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানে তাদের পতনের পর এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা ফিরে এসেছে।

মহান স্বাধীনতার ঘোষক ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সত্যিকারের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তবে তার রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠার পথ মোটেও সহজ ছিল না। দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন এবং কণ্টকাকীর্ণ রাজনৈতিক পথ পাড়ি দিয়ে তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নির্বাসনে থেকেও তিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তিনি বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে ২০২৪ সালে জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং সম্প্রতি দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

তারেক রহমানের জন্ম ১৯৬৫ সালের ২০ নভেম্বর। তিনি এমন এক পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়েছেন, যেখানে সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা করা হত, যা এখনো তার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়।

তিনি ১৯৮৮ সালে গাবতলী উপজেলা বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন। গাবতলী উপজেলা হলো তার পিতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক জন্মস্থান, যা উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় অবস্থিত।

তারেক রহমান ১৯৯৩ সালে বগুড়া জেলা বিএনপির সদস্য হন। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি তার দলের পক্ষে জনমত গঠনের সুযোগ পান। বেগম খালেদা জিয়া যে পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, দলের 'ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন স্ট্র্যাটেজি কমিটি'র সদস্য হিসেবে তারেক রহমান সেসব আসনের নির্বাচনী প্রচারণা সমন্বয় করেন। ওই পাঁচ আসনে তার মায়ের নিরঙ্কুশ বিজয় প্রমাণ করে, তিনি একজন দক্ষ সংগঠক এবং ভবিষ্যতে দলের নেতৃত্বে আসার যোগ্য।

তারেক রহমান তার শৈশব থেকেই দেশ ও জনগণের কল্যাণে রাজনীতি শিখেছেন। তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, তার মমতাময়ী মা বেগম খালেদা জিয়া মানুষের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কত উদার ছিলেন এবং স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য তিনি কীভাবে সংগ্রাম করেছেন। তিনি তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আদর্শ রাজনৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করেছেন।

তারেক রহমান ২০০১ সালের নির্বাচনেও প্রচারণার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আবারও তার দক্ষ নেতৃত্বের প্রমাণ দেন। সারা দেশে 'ধানের শীষ' প্রতীকের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে তার কৌশল সফল হয়। বিএনপি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সেই নির্বাচনে জয়লাভ করে। বিজয়ের পর ২০০২ সালে বিএনপির স্থায়ী কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে মনোনীত করেন। রাজনীতিতে তারেক রহমান যখন বিকশিত হচ্ছিলেন, তখন তাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এরপর আসে কুখ্যাত সেনা-সমর্থিত অবৈধ ১/১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আওয়ামী লীগ এবং তাদের দেশি-বিদেশি দোসরদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন তারেক রহমান। ১/১১ সরকার নিষ্ঠুর, কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

রাজনীতি থেকে তারেক রহমানকে নিবৃত্ত রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। এক পর্যায়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয় এবং দেশের আইনকে উপেক্ষা করে মাসের পর মাস অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়।

নির্মম নির্যাতনে মেরুদণ্ডের গুরুতর আঘাত নিয়ে তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডনে চলে যান এবং বাধ্য হয়ে নির্বাসনে থাকার পথ বেছে নেন। কিন্তু তার অদম্য মনোবল এবং জনগণের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি তাঁকে থামতে দেয়নি; বরং তিনি যুক্তরাজ্য থেকে অনলাইনে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দেশের মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

তারেক রহমান তার দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের মনোবল চাঙা রেখেছেন এবং স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনকালে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে ১৭টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল- তাঁকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা।

তিনি ছিলেন ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। এমনকি শেখ হাসিনার সরকার জিয়া পরিবারকে হয়রানির উদ্দেশ্যে তাদের সেনানিবাসের বাড়ি ভেঙে ফেলে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও অপপ্রচারের পরও তারেক রহমানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

তারেক রহমান জনগণের নেতা হিসেবে রাজনৈতিক ময়দানে অবিচল ছিলেন। তিনি তার পিতার উত্তরাধিকারীর প্রকৃত দাবিদার। তিনি তার বাবার প্রতিষ্ঠিত দলকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছেন এবং তার নেতৃত্বে জনসমর্থনের মাধ্যমে দলের তৃণমূলভিত্তি ক্রমাগত বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হয়েছে।

২০১৮ সালে যখন তার মা বেগম খালেদা জিয়া মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে বন্দী হন, তখন তাঁকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়। কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, বরং তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের উৎকর্ষতার কারণে এ পদে তাঁকে মনোনীত করা হয়। তখন থেকেই তিনি স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

নির্বাসনে থাকলেও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তারেক রহমান থেমে থাকেননি। তার দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও আহ্বান অবশেষে জাতিকে জাগিয়ে তোলে। জনগণ ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। এর মাধ্যমে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তাদের প্রায় ১৬ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন দিনের সূচনা করে।

ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তারেক রহমানের প্রিয় মাতৃভূমিতে ফেরার পথ সুগম হয়। এরপর আসে ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক দিন, যেদিন তিনি বীরের বেশে দেশের মাটিতে পা রাখেন, খালি পায়ে হেঁটে দেশের মাটি ছুঁয়ে দেখেন এবং হৃদয়ের গভীরে বাংলাদেশকে অনুভব করেন। এরপর বিশাল জনসমুদ্রে তার প্রাণবন্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান ফর দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য কান্ট্রি।'

প্রায় ১৭ বছর পর তাকে ফিরে পেয়ে পুরো জাতি যখন বিজয়ের আনন্দে ভাসছিল, তখন বাংলাদেশ আরেকটি দুঃসংবাদ পেল- দেশে ফেরার মাত্র পাঁচ দিন পর তার মমতাময়ী মা বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ২০২৬ সালের ৯ জানুয়ারি তারেক রহমান দলের চেয়ারম্যান হন, যা অনেক বিশ্লেষকের মতে তার অনিবার্য উত্থান।

তারেক রহমানের রাজনৈতিক উত্থান উত্তরাধিকার সূত্রে হয়নি, বরং তিনি তার নেতৃত্বগুণ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অন্তর্দৃষ্টি, নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষে ওঠে এসেছেন। কঠোর পরিশ্রম, দক্ষতা ও ধৈর্যের সমন্বয়ে তিনি কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাতিকে অপশাসন, অরাজকতা, নিপীড়ন, জোর-জবরদস্তি ও দমন-পীড়নের অচলাবস্থা থেকে বের করে আনবেন। তিনি জনগণকে সেই অধিকার ফিরিয়ে দেবেন, যা তারা দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে বঞ্চিত হয়েছে। তার প্রতিশ্রুতি মানুষের হৃদয় জয় করেছে এবং এর ফলেই জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি বিশাল জয় পেয়েছে।

বাংলাদেশ আজ আবারো একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং তারেক রহমানের হাত ধরে পুনরায় গণতান্ত্রিক পথচলা শুরু হয়েছে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন ও আমাদের প্রত্যাশা

নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন। ১২ই ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে তার দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্পষ্ট ও নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) আন্তরিক অভিনন্দন। এটি নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বৈধতা নিয়ে বিতর্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক চাপের পর ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ছিল আস্থা পুনর্গঠনের এক সুযোগ। ভোটাররা জানিয়েছেন যে ক্ষমতার উৎস জনগণ এবং শাসনের বৈধতা আসে সম্মতি থেকে।

তবে একটি বড় ম্যান্ডেট নিজে থেকেই গভীর কাঠামোগত সমস্যার সমাধান করে না; বরং এটি দায়িত্ব বাড়ায়। সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন, মন্ত্রিসভাও গঠিত হয়েছে। বিএনপি সরকারের সামনে প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার।

প্রবৃদ্ধি মন্থর, মূল্যস্ফীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্বস্তিদায়ক নয় এবং সরকারি অর্থভান্ডার সংকুচিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে, অথচ কর-জিডিপি অনুপাত ঐতিহাসিকভাবে নিম্নপর্যায়ে নেমে গেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকিং খাত কাঠামোগত দুর্বলতায় ভুগছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা এখনো পুরোপুরি ফিরে আসেনি।

এ প্রেক্ষাপটে সরকারের প্রথম কাজ হওয়া উচিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বয় অপরিহার্য। মুদ্রানীতি যেন রাজনৈতিক চাপমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে জনপ্রিয়তার চাপে ব্যয় বাড়ানোর পরিবর্তে আর্থিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে মনোযোগ দিতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা, দুর্নীতি বন্ধ করা এবং ব্যাংকিং খাতে আস্থা ফেরানো ছাড়া বেসরকারি বিনিয়োগ ঘুরে দাঁড়াবে না। ব্যাংকের সম্পদের গুণগত মান পর্যালোচনা, শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক তদারকি এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার অবসান অপরিহার্য। রপ্তানি বহুমুখীকরণও জরুরি-তৈরি পোশাকের বাইরে নতুন খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে এবং আঞ্চলিক মূল্যশৃঙ্খলে সংযুক্তি গভীর করতে হবে।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হলে নীতিগত পূর্বানুমানযোগ্যতা, উন্নত অবকাঠামো ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অবশ্যই বাস্তবায়ন সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

অর্থনীতির পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিবেশও চ্যালেঞ্জিং। দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস জনমনে প্রভাব ফেলেছে। সমর্থকদের পক্ষ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার চাপ থাকবে, কিন্তু সুশাসনের জন্য সংযম অপরিহার্য। প্রতিশোধমূলক রাজনীতি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না; বরং চক্রকে দীর্ঘায়িত করে। একটি বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনো কখনো আত্মতুষ্টি বা অভ্যন্তরীণ বিভাজনের ঝুঁকি তৈরি করে। তাই দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ মতবিনিময়ের সুযোগ রাখা জরুরি। এই নির্বাচনের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। তাই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখতে হবে; নিয়োগ ও পদোন্নতিতে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। সংসদীয় কমিটিগুলো কার্যকরভাবে কাজ করবে-এমন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। বিরোধী দলের কণ্ঠস্বর সংসদে সুরক্ষিত থাকতে হবে।এই সরকারের সময় বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকশিত হবে। বিরোধী দলকে নিগৃহীত করা হবে না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় থাকবে। জনগণ প্রাণ খোলে সরকারের সমালোচনা করতে পারবে। ভোটাররা যে আশা নিয়ে নির্বাচনে বিএনপি ও তার রাজনৈতিক জোটকে ভোট দিয়েছে ,সরকারের কর্মকান্ডে তার প্রতিফলন ঘটবে এই প্রত্যাশা রাখি।

এম হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ভিত্তি হোক সমতা ও মর্যাদা

ভারত বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ভৌগোলিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং ঐতিহাসিক কারণে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমরা লক্ষ করি, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে সংঘটিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বহুপক্ষীয় যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের সর্বত্রই একটা বরফ শীতল অবস্থা বিরাজমান রয়েছে, যা মোটেই কাম্য নয়। আমরা এটাও লক্ষ করেছি, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ভারতের নেওয়া কিছু পদক্ষেপের কারণে দুদেশের সম্পর্কে কিছুটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মরত বেশ কজন ভারতীয় নাগরিকের হঠাৎ দেশত্যাগ-অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে ভারতে গমন-এ ধরনের আরও কিছু বিষয় সম্প্রতি বারবার আলোচনায় এসেছে। এমন প্রেক্ষাপটে ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বিজয়ের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে যে শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করেছেন, তা ইতিবাচক বার্তাই বহন করছে। নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী আগে থেকে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে তিনি বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে নাও আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে লোকসভার স্পিকার বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, এমনটিই জানা গেছে। দুদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে একটি প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে আমরা দেখতে পারি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে বলা হয়েছে, ভারতের সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যেহেতু দুদেশের মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়নে পারস্পরিক আস্থার ঘাটতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, তাই আস্থার ঘাটতি মেটানোর জন্য দুদেশের নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার পরিধি বাড়াতে হবে; যোগাযোগ বাড়াতে হবে। বস্তুত দুদেশের মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়নে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ভিজিট অব্যাহত থাকা দরকার। ভারত ভিসা দেওয়া বন্ধ রেখেছে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে কড়াকড়ি করা হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ভিসা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ বা স্বাভাবিকীকরণের বিষয়ে অতি দ্রুত গুরুত্ব বাড়ানো দরকার। দুদেশের মধ্যকার রেল যোগাযোগ, বাস যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। সেগুলোকে আবারও চালু করার উদ্যাগ নেওয়া যেতে পারে। আমাদের গঙ্গার পানিবণ্টন বিষয়ে যে চুক্তি আছে, সেটিও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সেটি নিয়ে দুদেশের মধ্যে টেকনিক্যাল পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। এখন দুদেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন।

বিএনপি তাদের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতে বলেছে, সীমান্তহত্যা, পুশইন-এগুলো বন্ধ করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে। মানুষ আশা করে, ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিকীকরণের জন্য ভারতের দিক থেকে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে, সেগুলো দূর করতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে নতুন সরকার। আমরাও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার উদ্যোগ নিতে পারি। দুদেশের পারস্পরিক নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা উভয় দেশ উভয় দেশকে একসঙ্গে কাজ করার একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি এবং অন্য যেসব বিষয় এখনো অমীমাংসিত রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হওয়া দরকার। বস্তুত দুদেশের দিক থেকে সমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতেই দেওয়া-নেওয়ার একটা জায়গা তৈরি করা যেতে পারে এবং এ প্রক্রিয়া ঠিকমতো চললে তবেই সম্পর্কটা স্বাভাবিক জায়গায় যেতে পারে। বস্তুত সমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতেই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে বিষয়গুলো আছে, দ্বিপক্ষীয় যেসব বিষয় আছে, ত্রিপক্ষীয় বিষয়ও হতে পারে, আঞ্চলিক বিষয়ও হতে পারে-সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে।

> **আমরা ভারতের সঙ্গে সমমর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে চাই; আমরা যদি এ নীতিগত অবস্থানে দৃঢ়তা প্রকাশ করতে পারি- ভারতের কাছে সেই বার্তাটা পৌঁছালে তখন সেই ভিত্তিতেই ভারত বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় উদ্যোগী হবে**

বলা বাহুল্য, দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে আছে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করা হবে। আমরা জানি, এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান আছে।

বস্তুত সীমান্ত হত্যা, পানিবণ্টনবিষয়ক জটিলতা, বাণিজ্য, ভিসা সহজীকরণ, ট্রেন-বাস চলাচল এবং অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় ইস্যুতে আলোচনা-এসব রুটিন ওয়ার্কের মধ্যে সীমিত থাকলে দুদেশেরই ক্ষতি। এসব সমস্যার কোনো-কোনোটির সমাধানের সঙ্গে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়টিও জড়িত। দুদেশের সরকার চাইলে অনেক সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব।

দুদেশের মধ্যকার বিদ্যমান দূরত্ব কমাতে চাইলে জাতীয় স্বার্থে মৌলিক কিছু বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহমত পোষণ অত্যন্ত জরুরি। এসব ক্ষেত্রে সব রাজনৈতিক দল দায়িত্বশীল আচরণ করবে, এটাই প্রত্যাশিত। আমরা ভারতের সঙ্গে সমমর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে চাই; আমরা যদি এ নীতিগত অবস্থানে দৃঢ়তা প্রকাশ করতে পারি-ভারতের কাছে সেই বার্তাটা পৌঁছালে তখন সেই ভিত্তিতেই ভারত বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় উদ্যোগী হবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে যদি অভ্যন্তরীণ সহমত না থাকে, বিভিন্ন ইস্যুতে যদি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন বৃদ্ধি পায়, তাহলে বাইরের শক্তি প্রবেশের একটা সুযোগ তৈরি হয়। কাজেই আমার ধারণা, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ যে রায় দিয়েছে, তার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বার্তা রয়েছে। দেশের জনগণ চায়, বাংলাদেশ আগামী দিনে কোনো দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চালু করলে তা যেন সমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতেই চালু হয় এবং সেই ভিত্তিতেই তা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের জনগণ চায় না অন্য দেশ আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক। এ বার্তাটিও জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে স্পষ্ট হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী দিনে এ বার্তার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASAH & ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

UK CHARITY REGISTRATION NUMBER: 1126168
This Project is run by our charity which is regulated by the People's Republic of Bangladesh NGO Affairs Bureau, (Registration Number 3052).
The Orphanage is registered and regulated by the Ministry of Social Welfare People's Republic of Bangladesh (Registration Number 1117/10).

RAMADAN 2026

LIVE FUNDRAISING APPEAL

26 Ramadan (15th March) Laylatul Qadr Night & 27 Ramadan (16th March)

বিকাল ৫:০০টা থেকে ফজর পর্যন্ত From 5.00PM till Fajr

on NTV Sky 780

Studio Hotline 0203 515 5838
Donation Hotline 0208 090 1224

জরুরী সাহায্যের আবেদন

Donation Number: 0798 335 7324

You can participate:

SEHRI AND IFTAR
1day: £1 per person
30 days £30 per person
1day for 2000 person: £2000
30 day £60,000 for 2000 person

HAFIZ SPONSOR
1year £250, 3years £750
Per **STUDENT** annual cost £ 250

MEAL for 1 student per month £30
1 COW £500, **1 GOAT** £100

FIDYA £150pp FITRAH £5

1 Set CLOTHES for Orphan £20
1set KITAB £100

Your donations and support can bring smiles to the faces of these helpless poor orphan students at Shahbag orphanage

www.shahbagjamia.net

SUPPORT PROJECT TO GENERATE PERMANENT INCOME FOR ORPHANAGE

Catel Farm £300,000
1 Cow £500, 1 Goat £100
Build 20 Shops £3000 per shop

UK Bank Details:
Shahbagh Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

Donate Generously Lillah Zakat, Sadaqah, Fidya Fitra & Mannat
এছাড়াও লিল্লাহ, জাকাত, সাদাক্বাহ, ফিদিয়া ও মান্নত সাধ্য মোতাবেক দান করতে পারেন।
You can donate monthly by Direct Debt

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com

MUHAMMAD BILAL WELFARE FOUNDATION
LIA Relief Trust "Helping those in need"
Peoples Needs

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে আজ যাত্রা শুরু করলেন তারেক রহমান। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান। ১৯৬৮ সালের ২০ নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর একমাত্র ছোটোভাই ছিলেন আরাফাত রহমান কোকো।

ফ্যাসিবাদের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে তিনি ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি মালয়েশিয়ায় নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। ১৯৯৪ সালে তিনি সাবেক নৌবাহিনী প্রধান এবং সাবেক মন্ত্রী, রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের কন্যা ডা. জুবাইদা রহমানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারেক রহমানের সহধর্মিণী একজন কার্ডিওলজিস্ট।

তারেক রহমান দম্পতি এক কন্যা সন্তানের জনক-জননী। তাদের একমাত্র কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা জারনাজ রহমান। তারেক রহমান এমন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেই পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের পরিচয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। তারেক রহমানের পিতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীরোত্তম ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে সম্মুখ সমরে অস্ত্রহাতে লড়াই করেছেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান। ছিলেন দেশের জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক। তারেক রহমানের মা বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের তিনবারের নির্বাচিত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী।

দেশ এবং জনগণের জন্য স্বৈরাচার এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তার আপসহীন নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব বেগম খালেদা জিয়াকে দেশের জনগণের কাছে অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত করেছে।

দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতীকে পরিণত হওয়া জিয়া পরিবারের সন্তান তারেক রহমান রাষ্ট্রীয় আচার আর রাজনৈতিক আবহের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন ছোট বেলা থেকেই। পরিবারটিই ছিল তারেক রহমানের প্রথম রাজনৈতিক পাঠশালা। একটি সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে উঠলেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে সেই শৈশব-কৈশোর থেকেই তাকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে।

শৈশবে মহান মুক্তিযুদ্ধ, কৈশোরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক জীবনে নানা আঘাত প্রতিঘাত পার করতে হয়েছে তারেক রহমানকে। সকল রকমের অপপ্রচার আর প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বিনয়, সততা আর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি জনগণের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

তারেক রহমান একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। স্কুলে ছাত্র থাকা অবস্থায়ই নির্বিঘ্ন চলার পথে জীবনের প্রথম ছন্দপতন ঘটে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে পিতার মৃত্যু দেখেছেন। পিতার শাহাদাতের পর ওই সময়টিতে মা'-ই হয়ে ওঠেন তাদের দুই ভাইয়ের কাছে প্রধান আশ্রয়। মা খালেদা জিয়া তাদের দুই সন্তানকে মমতা দিয়ে আগলে রাখেন, যেমন আমৃত্যু আগলে রেখেছিলেন বাংলাদেশকে।

রাজনৈতিক বাস্তবতা আর নানা পথ পরিক্রমায় বেগম খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্র এবং রাজনীতির হাল ধরতে হয়েছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর গণতন্ত্রকামী জনগণের ইচ্ছায় বিএনপির হাল ধরেন বেগম খালেদা জিয়া। খালেদা জিয়া যখন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিএনপির হাল ধরেন, তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গণআকাঙ্খাবিরোধী স্বৈরাচারী অপশক্তি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়া রাজপথের তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

দলের দায়িত্ব নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন। খালেদা জিয়া সারা দেশে যখন স্বৈরাচার বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন, তারেক রহমান তখন স্কুল-কলেজ পর্ব পার হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারেক রহমান প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে বিভাগ পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়াশুনা করেন। তারেক রহমান যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী তখন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল সারাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ক্যাম্পাসগুলোতেও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী।

পরিস্থিতিতে সামাল দিতে তৎকালীন ক্ষমতাসীন স্বৈরাচার বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আপস করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। ফলে স্বৈরাচারের রোষানলে পড়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তারেক রহমান। দেশের সকল শিক্ষার্থীকে স্বৈরাচারের রোষানলে রেখে খালেদা জিয়া নিজ সন্তানকে নিরাপদে বিদেশ পাঠিয়ে দিতে চাননি। খালেদা জিয়াকে ভয় দেখাতে স্বৈরাচারী সরকার তারেক রহমানের পেছনে গোয়েন্দা লেলিয়ে দেয়, এমনকি তাঁর উপর শারীরিক আক্রমণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে তারেক রহমানের জন্য অনিরাপদ করে তোলা হয়। এক পর্যায়ে ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হলেও দেশ ছাড়েননি তারেক রহমান।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় স্বৈরাচারী সরকার প্রায়শ: খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দী করে রাখতো। সেই উত্তাল দিনগুলোতে আন্দোলনকারী ছাত্র নেতাদের সঙ্গে খালেদা জিয়ার যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন তারেক রহমান। শেষ পর্যন্ত ৯০ সালে স্বৈরাচারের পতন ঘটে। দেশে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দেশে মা খালেদা জিয়ার সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন তারেক রহমান। এর আগে, ১৯৮৮ সালে নিজের পৈতৃক নিবাস বগুড়ার গাবতলী থানা বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তারেক রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির রাজনীতিতে নাম খেলান। ৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি বিজয় লাভ করে। খালেদা জিয়া ৫টি আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনে তারেক রহমান মায়ের সঙ্গে পাঁচটি নির্বাচনী আসনেই প্রচার প্রচারণায় সক্রিয় অংশ নেন। সেই সময় থেকেই মাঠের রাজনীতিতে তারেক রহমানের হাতেখড়ি। ৯১ সালে বিপুল ভোটে বিজয়ের পর খালেদা জিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। রাষ্ট্র পরিচালনায় জননন্দিত পিতাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখার পর ৯১ সালে মাকেও দেখলেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে।

এরপর ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবেও মাকে দেখেছেন। সেই সময় ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি অনাচারের বিরুদ্ধে তারেক রহমান রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তাঁর দক্ষতা, পরিকল্পনা এবং কৌশলী পরিচালনায় ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। দল পরিচালনায় সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০২ সালে তিনি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব নির্বাচিত হন। একই ধারাবাহিকতায় দলের কাউন্সিল অধিবেশনের মধ্য দিয়ে ২০০৯ সালে তিনি দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। দলের এইসব পদ-পদবি লাভের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন ধীরস্থির, শান্ত এবং দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি বিশ্বস্ত। তারেক রহমানের রাজনৈতিক দক্ষতা এবং কৌশল তাকে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের টার্গেটে পরিণত করে। তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে চলতে থাকে সীমাহীন মিথ্যাচার এবং অপপ্রচার।

২০০১ সালে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলেও তারেক রহমান নিজে ব্যক্তিগতভাবে সরকারের অংশ হননি। তিনি বরং দলের একজন হয়ে সারা দেশের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তিনি মনে করেন, তৃণমূল পর্যায়ে কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয়, সচেতন এবং প্রশিক্ষিত নেতা থাকলে ওই দলকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। একুশ শতকের গোড়ার দিকে 'একটি উদ্যোগ একটু চেষ্টা, এনে দেবে সচ্ছলতা- দেশে আসবে স্বনির্ভরতা'- এই স্লোগান নিয়েই তিনি সারা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তৃণমূল জনগণের ক্ষমতায়ন এবং তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করার পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে ২০০৪ সালে তারেক রহমান দলের নেতা কর্মীদের অংশগ্রহণে শুরু করেন তৃণমূল সম্মেলন। দেশের ৬৪ জেলাকে সমন্বয়ের মাধ্যমে সারা দেশে ২০টি তৃণমূল সম্মেলন করেন। তাঁর এই উদ্যোগ রাজনীতিতে তাঁকে তৃণমূলের মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তারেক রহমান বিশ্বাস করেন, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক সংস্কারই টেকসই হবে না। তিনি মনে করেন, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও নীতি-কৌশলে জনগণের মতামতের প্রতিফলন জরুরি। এ জন্য প্রয়োজন জনগণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। মা-বাবার মতোই তারেক রহমান মিতব্যয়ী, মিতভাষী। তিনি কথার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী। পিতার মতোই তিনি গ্রামবাংলার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে, মিশতে কিংবা তাদের সমস্যা সমাধানের সাথি হতে বেশী পছন্দ করেন।

রাজনৈতিক ঘটনা পরিক্রমায় বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এরপর থেকেই বিএনপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অপশক্তির তৎপরতা আরও জোরদার হয়। এরই অংশ হিসেবে অনিয়মতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক কথিত ওয়ান ইলেভেন সরকার ২০০৭ সালের ৭ মার্চ তারেক রহমানকে গ্রেফতার করে। তারেক রহমান চাইলে তথাকথিত ওয়ান ইলেভেনের আগে পরে দেশত্যাগ করতে পারতেন। তাঁর সামনে সেই প্রস্তাবও ছিল। দেশত্যাগের সুযোগ গ্রহণ না করে তিনি পরিস্থিতিকে আইনিভাবে মোকাবিলা করার পদক্ষেপকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি কারাবরণ করেছিলেন। ২০০৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাতে কারাবন্দি অবস্থায়ই তারেক রহমানকে হত্যার অপচেষ্টা চালানো হয়। প্রায় ১৮ মাস কারাবরণের পর ২০০৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর কারাগার থেকে মুক্তি পান তারেক রহমান। কারামুক্তির পর উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান। এরপর লন্ডনে তাকে দীর্ঘ ১৮ বছর নির্বাসিত জীবন পার করতে হয়েছে। পরিস্থিতির কারণে দেশ থেকে দূর প্রবাসে থাকলেও নিত্য, নিয়মিত তিনি দেশের জনগণের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছেন। সঠিক নির্দেশনা দিয়ে সারা দেশে দলের নেতা-কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় থেকেছেন।

বিএনপির আন্দোলন দমন করতে ফ্যাসিবাদী সরকার নির্যাতন নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছিল। আন্দোলন দমন করতে 'মাদার অফ ডেমোক্রেসি' বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মিথ্যা অভিযোগে কারাবন্দি করা হয়। ফলে দলীয় সংবিধান অনুসারে তারেক রহমান একই দিন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দলের দায়িত্ব নেন। রাজনীতিকে নিয়েছেন জনসেবা ব্রত হিসেবে। শত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে তিনি রাজনীতিতে একজন দক্ষ এবং কৌশলীই নয়, বরং দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অসংখ্য শহীদি প্রাণের বিনিময়ে যেই কোটা সংস্কার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে, সেই আন্দোলনেরও বীজ বপন করেছিলেন তারেক রহমান।

২০১৮ সালে প্রথম দফায় সারা দেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তারেক রহমানের হাত ধরেই কোটা সংস্কার ইস্যুটির বীজ রোপিত হয়েছিল। ২০১৪ সালের ১৫ জুলাই লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের একটি অডিটোরিয়ামে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক সমাবেশে তারেক রহমান বলেছিলেন, বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে সরকারি চাকরিতে কোটার হার ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা হবে। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে এই কোটা সংস্কার ইস্যু ঘিরে শুরু হওয়া আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে।

কোটা সংস্কার ইস্যুতে ২০১৪ সালেই তারেক রহমানের বক্তব্য তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতাই প্রমাণ। তারেক রহমানকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে ফ্যাসিবাদী সরকার সকল প্রকার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তিনি কখনোই চুপ থাকেননি। ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি ফ্যাসিবাদী সরকারের আদালত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভাষণ, বক্তব্য, বিবৃতি বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের আগে পর্যন্ত দেশের গণমাধ্যমে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচার হয়নি। তবে তারেক রহমান কখনোই থেমে ছিলেন না। দেশ এবং জনগণের স্বার্থে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই তিনি আন্দোলনে সক্রিয় থেকেছেন। সারা দেশের নেতাকর্মী, সমর্থকদের আন্দোলনে সক্রিয় রেখেছেন।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলন যখন তুঙ্গে, ১৮ জুলাই আবু সাঈদ, ওয়াসিম, মুগ্ধদেরকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে ফ্যাসিবাদী চক্র যখন আন্দোলন দমন করতে মরিয়া, তখন তারেক রহমান দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ এবং দলের নেতাকর্মী, সর্মথকদের উদ্দেশ্যে আওয়াজ তুলেছিলেন, দফা এক, দাবি এক শেখ হাসিনার পদত্যাগ। প্রায় সাড়ে নয় বছর পর ২০২৪ সালের ২২ আগস্ট আদালত তারেক রহমানের বক্তৃতা বিবৃতির উপর তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়। তবে তার আগেই ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট চক্র দেশ ছেড়ে পালানোর পরই ফ্যাসিবাদী সরকারের আদালতের রায় জনগণের আদালতে অকার্যকর হয়ে পড়ে। দেশের গণমাধ্যমে তারেক রহমানের বক্তব্য বিবৃতি প্রচারিত হতে শুরু করে। বাধামুক্ত পরিবেশে দেশের গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় তাঁর ঐতিহাসিক উক্তি, 'বিজয়ীর কাছে পরাজিতরা নিরাপদ থাকলে বিজয়ের আনন্দ মহিমান্বিত হয়'। তার এই উদার এবং সাহসী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দেশ একটি অরাজক পরিস্থিতিতে থেকে বেঁচে যায়।

আদালতকে ব্যবহার করে কিংবা মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে তারেক রহমানকে দেশের জনগণ এবং দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের কাছ থেকে দূরে রাখা যায়নি। বিদেশে ১৭ বছর ৩ মাস ১৩ দিন নির্বাসিত জীবন শেষে তারেক রহমান যখন ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন, দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেদিন এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছিল। লাখো, কোটি মানুষ তাকে হৃদয়ের সকল ভালোবাসা দিয়ে মাতৃভূমিতে বরণ করে নিয়েছিলেন। জানিয়েছে উষ্ণ অভিনন্দন।

দেশে ফিরেই তারেক রহমানও নগ্ন পায়ে গভীর আবেগে মাতৃভূমির মাটি স্পর্শ করেন। আল্লাহর দরবারে গভীর শুকরিয়া আদায় করেন। জনগণের মুখোমুখি হয়ে স্বাধীনতাপ্রিয়, গণতন্ত্রপ্রিয় দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'।

জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সারাদেশে জনগণের সামনে তারেক রহমান নিজের গৃহীত প্ল্যান উপস্থাপন করেছেন।

জনগণ তাঁর পরিকল্পনায় সাড়া দিয়েছে, বিশ্বাস করেছে। দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসানের পর, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিএনপিসহ ৫১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে তারেক রহমান ২টি সংসদীয় আসনেই জয়লাভ করেন। তবে বর্তমানে তিনি বগুড়ার আসনটি ছেড়ে দিয়ে জাতীয় সংসদে ঢাকা-১৭ আসনের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে তারেক রহমান ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বঙ্গভবনের চার দেয়াল পেরিয়ে, জাতীয় সংসদের সাউথ প্লাজায় জনগণের সামনে উন্মুক্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার শপথ নিয়েছেন। সরকার গঠন করেছেন।

শপথগ্রহণ করেই বাবা-মায়ের কবর জিয়ারতে নতুন প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের পর বাবা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও মা বেগম খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন তারেক রহমান। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে কবর জিয়ারত করেন তিনি।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটে বিজয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিএনপি। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকাল সোয়া ৪টার দিকে দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

তাকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

এর আগে আজ সকালে সব সংসদ সদস্যের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিকাল সোয়া ৪টার দিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। পর্যায়ক্রমে সব মন্ত্রীদেরও শপথ অনুষ্ঠিত হয়। পরে সদ্যগঠিত নতুন সরকারের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় ১০ জনকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

রমজানকে মুনাফা লাভের মাসে পরিণত করবেন না : প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পবিত্র রমজানকে মুনাফা লাভের মাসে পরিণত না করতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকেই সারা দেশে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র মাহে রমজান। আমি দেশবাসীকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানাই।

রমজান আত্মশুদ্ধির মাস। আমরা যদি আত্মশুদ্ধি শব্দটির মর্মার্থ উপলব্ধি করি, তাহলে এই মাসে মানুষের ভোগান্তি বাড়ার কথা নয়। যদিও আমাদের অনেকের মধ্যেই এই মাসটিকে ঘিরে ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভের প্রবণতা লক্ষণীয়। আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান, রমজানের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে এই মাসটিকে আপনারা ব্যবসায় মুনাফা লাভের মাস হিসেবে গণ্য করবেন না।

দ্রব্যমূল্য যাতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না যায়, সে ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'হাজারো প্রাণের বিনিময়ে একটি মাফিয়া সিন্ডিকেটের পতন ঘটিয়ে রাষ্ট্র এবং সরকারে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়েই আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। বিএনপি সরকার সব ক্ষেত্রেই অনাচার-অনিয়মের সব সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ক্ষুদ্র, মাঝারি কিংবা বড়-সব ব্যবসায়ীর প্রতি বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সহজ ও স্পষ্ট। বর্তমান সরকার ব্যবসায়ী ও ক্রেতাসাধারণ উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায়।

সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে কিংবা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ রক্ষা হবে, সে ব্যাপারে আপনাদের যেকোনো ধরনের পরামর্শ কিংবা অভিযোগ শুনতে সরকার প্রস্তুত। এই সরকার আপনাদেরই সরকার। আপনারাই ভোটের মাধ্যমে এই সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। আপনারাই এই সরকারের শক্তি।'

রমজানে ইফতার, তারাবি ও সাহরির সময়ে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অপচয় রোধ করে কৃচ্ছ্রসাধন প্রতিটি মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। অফিস-আদালতে বিনা প্রয়োজনে কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি খরচের ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করাও ইবাদতের অংশ বলে আমি মনে করি।'

তারেক রহমান বলেন, 'দেশের সব সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনসাধারণের প্রতি কৃচ্ছ্রসাধনের আহ্বান জানানোর আগে আমি সরকারের মন্ত্রী ও বিএনপির এমপিদের দিয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছি।

বিএনপির সংসদীয় দলের প্রথম সভাতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিএনপি থেকে নির্বাচিত কোনো এমপি সরকারি সুবিধা নিয়ে ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি আমদানি করবেন না এবং প্লট সুবিধা নেবেন না। আমি আপনাদের সামনে বলেছিলাম, রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে বিএনপি সরকার মহানবীর ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ অনুসরণ করবে। আমি মনে করি, বিএনপির সংসদীয় দলের এসব সিদ্ধান্ত সেই আদর্শেরই প্রতিফলন।'

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মন্ত্রিসভায় কায়কোবাদ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : যাবজ্জীবনের কারাদণ্ড পেরিয়ে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ। তাকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ছয়বারের এই সংসদ সদস্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ায় কুমিল্লা-৩ মুরাদনগরসহ জেলাজুড়ে খুশির আমেজ বিরাজ করছে। সূত্র জানায়, গ্রেনেড হামলা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হন কায়কোবাদ।

এতে এক যুগেরও বেশি সময় তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করেন। ৫ আগস্টের পর তিনি দেশে আসেন। অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুরাদনগর আসনে ধানের শীষ প্রতীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

মুরাদনগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, কায়কোবাদ মুরাদনগরে মাটি ও মানুষের নেতা।

তিনি মুরাদনগরবাসীর কাছে দাদা ভাই হিসেবে পরিচিত। তাকে ধর্মমন্ত্রী করায় মুরাদনগরজুড়ে খুশির জোয়ার বইছে। উপজেলা সদর থেকে গ্রাম পর্যন্ত গণহারে মিষ্টি বিতরণ চলছে।

প্রসঙ্গত, কায়কোবাদ অর্ধ লাখেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন।

তিনি এক লাখ ৫৯ হাজার ২৫১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে কায়কোবাদ ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০০৮ সালে সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তিনি সংসদে হুইপের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর ১৯৮৮ সালে তিনি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তারেক রহমানের শপথ

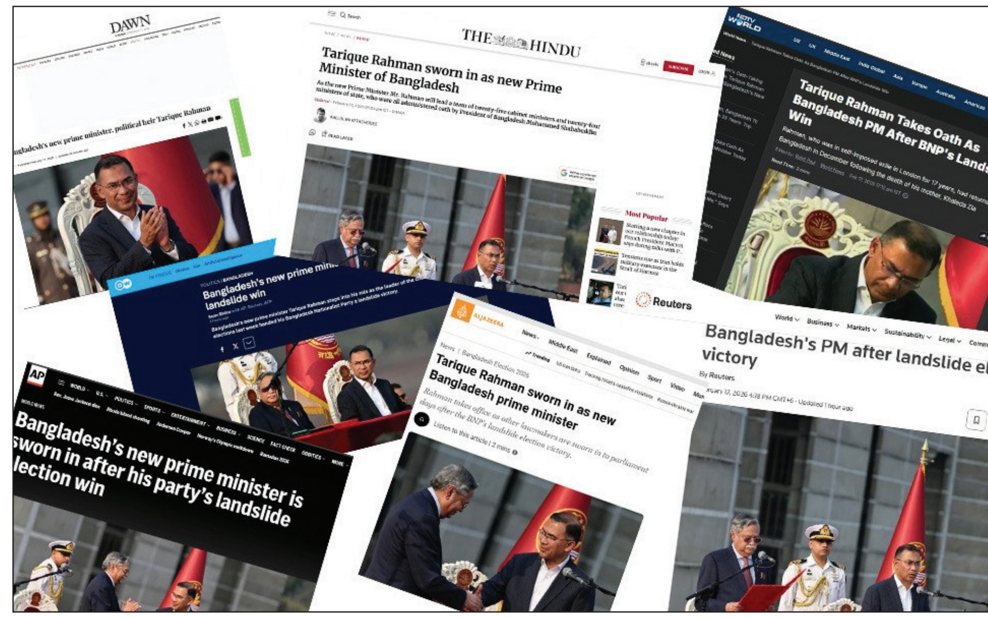

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রায় ১৭ মাস পরে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১২ ফেব্রুয়ারি। এ নির্বাচনে বিশাল জয় পেয়েছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি। আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) শপথ নিয়েছেন তারেক রহমান ও তার মন্ত্রীসভার সদস্যরা। শপথগ্রহণের এ খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স তাদের সংবাদের শিরোনাম দিয়েছে, 'নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান'। রয়টার্স প্রতিবেদনটিতে এ ঘটনাকে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নির্ণায়ক রাজনৈতিক পরিবর্তনের চিহ্ন বলে উল্লেখ করেছে।

'নির্বাচনে তার দলের নিরঙ্কুশ জয়ের পর শপথ গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী', বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) তাদের প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছে এটি।

এপি লিখেছে, 'পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পুত্র।

তিনি গত ৩৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম পুরুষ প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে তারেক রহমানের মা অথবা তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।'

ডয়েচে ভেলের শিরোনাম ছিল, 'নিরঙ্কুশ জয়ের পর শপথ নিলেন বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী'।

ডয়েচে ভেলে বিএনপির বিজয়কে 'সহজ জয়' বলে উল্লেখ করেছে।

আলজাজিরার শিরোনাম ছিল, 'বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তারেক রহমান'।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডন শিরোনামে লিখেছে, 'বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী, রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী তারেক রহমান'।

তারা লিখেছে, 'দীর্ঘদিন ধরে মা-বাবার প্রভাবের আড়ালে থাকা এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিচিত নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অবশেষে সরাসরি রাজনৈতিক অঙ্গনে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।'

ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য হিন্দুর শিরোনাম ছিল, 'বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান'।

এনডিটিভির শিরোনাম ছিল, 'বিএনপির ভূমিধস জয়ের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান'।

তারা এটিকে 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা' হিসেবে উল্লেখ করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ সরকারে যাওয়া ফেয়ার নয় : জামায়াত আমির

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ এই সরকারে যাওয়া ফেয়ার নয় বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, দসরকার দেশ ও জনগণের স্বার্থের পক্ষে উদ্যোগ নিলে আমাদের সহযোগিতা পাবে। জনস্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তুলব।'

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) শপথের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন জামায়াত আমির।

তিনি বলেন, দআমরা জুলাই শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে পারিনি। সরকারি দল হতে পারিনি, আফসোস নেই। ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের উৎসব মিলিয়ে গেছে। দেশের মানুষ পরিপূর্ণভাবে তাদের আমানত পূরণ করতে পারেনি।

গভীর রাতে শপথের চিঠি দিয়েছে। এটি অস্বস্তিকর।'

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'জুলাইয়ের আকাঙ্‌ক্ষা, গণভোটের রায়কে সম্মান দেখিয়েছি। সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ না নেওয়া জনআকাঙ্‌ক্ষার বিপরীত।

এটা সংস্কারের বিরোধী। বিএনপি জনআকাঙ্‌ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নেবে। জুলাইকে অসম্মান করে সংসদ গৌরবের আসনে বসতে পারে না।'

তিনি আরো বলেন, 'গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাক এটা আমাদের চাওয়া। প্রত্যেক নাগরিক যেন নিরাপত্তা পায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হোক, এটি আমরা চাই।

নির্বাচনের রাত থেকে বিভিন্ন এলাকায় আমাদের ভোট দেওয়ার কারণে নারী-পুরুষের ওপর হামলা হচ্ছে। এটা বন্ধ হোক, এটা আমরা চাই। ইতিবাচক ভূমিকা হলে সহযোগিতা পাবে সরকার।'

ভারত থেকে ফিরল ২৮ শিশু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শেল্টার হোম থেকে বিভিন্ন বয়সের ২৮ শিশু দেশে ফিরেছে। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে শিশুদের তুলে দেন।

তাদের মধ্যে আটজন মেয়ে ও ২০ জন ছেলে শিশু। তাদের অধিকাংশের বাবা অথবা মা দেশটির জেলখানায় সাজাভোগ করছেন।

বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ওসি অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে অভিভাবকদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হলে শিশুদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হোমে রাখা হয়। তিন থেকে সাত বছর পর বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তারা দেশে ফিরে আসে। শিশুদের রাইটস যশোর ১০ জন, মহিলা আইনজীবী সমিতি ৮ জন ও জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার তাদের গ্রহণ করে।

রাইটস যশোর এনজিও'র কো-অর্ডিনেটর তৌফিকুর রহমান জানান, আইনি প্রক্রিয়ায় অভিভাবকদের সাজা হলে ভারতীয় একটি মানবাধিকার সংস্থা

এসএম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ভালো কাজের আশায় দালালদের মাধ্যমে শিশুদের বাবা অথবা মা ভারতে যান। বাবা-মার সঙ্গে তারাও ভারতের পুলিশের হাতে আটক হয়ে জেলহাজতে যায়। শিশুদের নিজেদের হেফাজতে নেয়। ফেরত আসা ২৮ শিশুকে যশোরে শেল্টার হোমে রাখা হবে। এরপর অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের হস্তান্তর করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ মোদির

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) মোদির পাঠানো এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি তারেকের হাতে তুলে দিয়েছেন ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার স্পিকার ওম বিরলা।

ওম বিরলা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর তার ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডলে এ তথ্য জানান। পোস্টে তিনি বৈঠকের কয়েকটি ছবিও দিয়েছেন।

চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি সুবিধাজনক দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভারত সফরেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।

এক্স পোস্টে ওম বিরলা লিখেছেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি গঠনমূলক বৈঠক এইমাত্র শেষ করেছি। আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে পাঠানো একটি ব্যক্তিগত চিঠি তার কাছে হস্তান্তর করেছি। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সুবিধাজনক দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

ভারতের লোকসভার স্পিকার পোস্টে আরও লিখেছেন, 'ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারত্ব আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি।'

কারাগারে ইমরান খানের চিকিৎসা নিয়ে নাটক

পোস্ট ডেস্ক : কারাগারে বন্দি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের চোখের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে দেশটির সরকার ও তার পরিবারের মধ্যে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ইমরান খানের ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে বলে সরকারি মেডিকেল বোর্ড যে দাবি করেছে, তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন তার বোন আলিমা খান। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি সরকারের এই দাবিকে ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেন।

আলিমা খান অভিযোগ করেছেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ইমরানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা পরিবারের কোনো প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, এটি কেবল অবহেলা নয়, বরং একটি সুপরিকল্পিত অপরাধ। পরিবারের পক্ষ থেকে ইমরান খানকে অবিলম্বে ইসলামাবাদের শিফা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে স্থানান্তরের দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে পিটিআই নেতারা অভিযোগ করেছেন যে সরকার ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে লুকোচুরি করছে। দলের

গত সপ্তাহে আদালতের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ইমরান খান তার এক চোখের দৃষ্টিশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ হারিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে দুই সদস্যের একটি সরকারি মেডিকেল বোর্ড রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে ইমরান খানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। বোর্ডের রিপোর্টে দাবি করা হয়, চিকিৎসার ফলে ইমরান খানের ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি ৬/৩৬ থেকে উন্নত হয়ে এখন ৬/৯ এ দাঁড়িয়েছে (অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ৯ মিটার দূর থেকে যা দেখে, তিনি তা ৬ মিটার দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন)।

ইমরানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ড. আসিম ইউসুফ জানিয়েছেন, সরকারি চিকিৎসকরা তাকে উন্নতির কথা বললেও তিনি নিজে ইমরান খানকে দেখার সুযোগ না পাওয়ায় এই দাবির সত্যতা নিশ্চিত করতে পারছেন না।

ইমরান খানের পরিবার ও তার দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এই মেডিকেল রিপোর্টের ওপর আস্থা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক সালমান আকরাম রাজা জানান, চিকিৎসকরা দাবি করেছেন ইমরান এখন দেয়ালের ঘড়ি দেখতে পাচ্ছেন, যা আগে পারতেন না।

কিন্তু আলিমা খান পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, যদি পরিস্থিতি সত্যিই ভালো হয় তবে কেন পরিবার ও ব্যক্তিগত ডাক্তারকে তার সাথে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না? অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার ও আইনমন্ত্রী আজম নাজির তারার দাবি করেছেন, যথাযথ স্বচ্ছতা বজায় রেখেই চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে এবং ইমরান খানের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

এই চিকিৎসা সংক্রান্ত অচলাবস্থার মধ্যেই পিটিআই সমর্থকরা পার্লামেন্টের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন। আলিমা খান জানিয়েছেন, তিনি আজ আদিয়ালা কারাগারের সামনে সংবাদ সম্মেলন করবেন।

একই সঙ্গে তিনি জানান, লন্ডনে অবস্থানরত ইমরান খানের দুই ছেলের ভিসার আবেদনও ঝুলে আছে, যা তাদের বাবার সঙ্গে দেখা করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হরমুজ প্রণালীতে ইরানের সামরিক মহড়া শুরু

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) সোমবার হরমুজ প্রণালীতে ব্যাপক

সামরিক মহড়া শুরু করেছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। হরমুজ প্রণালী (পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরকে সংযুক্ত করে) বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহন পথে অন্যতম।

এই মহড়া 'স্ট্রেটেজিক কন্ট্রোল অফ দ্য হরমুজ স্ট্রেইট' নামে পরিচিত এবং এতে আইআরজিসি নৌবাহিনীর জাহাজ ও টিমগুলো অংশগ্রহণ করছে প্রস্তুতি যাচাই, নিরাপত্তা পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং সম্ভাব্য সামরিক হুমকি মোকাবিলার অনুশীলন চালানোর জন্য।

মহড়াটি আইআরজিসির প্রধান কর্মকর্তা মহানীয়ার জেনারেল মোহাম্মদ পাকপৌর এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

এই মহড়া শুরু হয়েছে এমন এক সময়ে যখন ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জেনেভায় ইরান-যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষ পরমাণু আলোচনা দ্বিতীয় দফা শুরু হতে চলেছে এবং অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বাড়ছে। দুই দেশের প্রতিনিধিদলটি ওমানের মধ্যস্থতায় আলোচনায় অংশ নিচ্ছে, যেখানে ইরান তার পারবেনীয় কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

হরমুজ প্রণালী বিশ্বের জ্বালানি রুটের অন্যতম প্রধান রুট, তাই এখানে সামরিক মহড়া ও আঞ্চলিক উত্তেজনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ নজর কাড়ছে।

ইউক্রেনে এক রাতেই ৪০০ ড্রোন ও ২৯ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল রাশিয়া

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা অনেকটা অগ্রসর হয়েছে-এমন আভাস মিললেও ইউক্রেনের ওপর হামলা থামায়নি রাশিয়া। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাতভর প্রায় ৪০০টি ড্রোন এবং বিভিন্ন ধরনের ২৯টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ২৫টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩৬৭টি রুশ ড্রোন (ইউএভি) ধ্বংস করেছে। বিমানবাহিনীর বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে ইউক্রেনীয় সংবাদ সংস্থা Ukrinform।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট ৩৯২টি আক্রমণ নস্যাৎ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-২০টি বি-১০১ এয়ার-লঞ্চড ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, চারটি ইস্কান্দার-কে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, একটি বি-৫৯/৬৯ গাইডেড এয়ার-লঞ্চড ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩৬৭টি বিভিন্ন ধরনের ড্রোন। এসব ড্রোনের মধ্যে শাহেদ, গেরবেরা ও ইতালমাসসহ অন্যান্য ইউএভি ছিল।

তবে সব হামলা প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। চারটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১৮টি হামলাকারী ড্রোন ১৩টি স্থানে আঘাত হেনেছে বলে জানানো হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট Volodymyr Zelenskyy এ হামলাকে "সমন্বিত আক্রমণ" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্য, পরিকল্পিতভাবে ইউক্রেনের জ্বালানি খাতে সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যেই এ হামলা চালানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জীবনের বিরুদ্ধে পরিচালিত এসব হামলার জবাব দিতে হবে এবং রাশিয়ার আগ্রাসনের জন্য মস্কোকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

তার মতে, ন্যায়বিচার ও কঠোর অবস্থান নিশ্চিত হলে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আরও কার্যকর হবে। এজন্য রাশিয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি দ্রুত ও ধারাবাহিক সহায়তা অব্যাহত রাখা জরুরি।

অন্যদিকে, আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এবহবাধ-তে মার্কিন প্রতিনিধিদল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও পৃথক বৈঠক করবে বলে জানা গেছে।

এর আগে ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় বৈঠকে যুদ্ধ বন্ধের জন্য ইউক্রেনকে চূড়ান্ত শর্ত দেয় রাশিয়া। শর্ত অনুযায়ী, ইউক্রেনকে পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। পরে অনঁ উযধনর-তেও আরেক দফা ত্রিদেশীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট Donald Trump-এর প্রস্তাবিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, ইউক্রেনের ক্রিমিয়া, লুহান্সক ও দোনেৎস্ক অঞ্চলকে 'কার্যত রুশ ভূখণ্ড' হিসেবে স্বীকৃতি দেবে যুক্তরাষ্ট্রসহ একাধিক পক্ষ। পরিকল্পনায় ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর আকার সীমিত করা এবং ধাপে ধাপে মস্কোর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাবও রয়েছে।

যুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যে জেনেভায় আলোচনায় বসতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান তাদের দীর্ঘদিনের পারমাণবিক বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে মঙ্গলবার জেনেভায় পরোক্ষ বৈঠকে বসছে। তবে ওয়াশিংটন অঞ্চলটিতে সামরিক শক্তি জড়ো করায় সমঝোতার স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত এখনো পাওয়া যায়নি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ওমানের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় অংশ নেবেন মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার। ইরানের পক্ষে আলোচনায় থাকবেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি।

তবে একই সময়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হামলার নির্দেশ দিলে ইরানের বিরুদ্ধে কয়েক সপ্তাহব্যাপী সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতিও নিচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনী-রয়টার্সকে এমনটাই জানিয়েছেন দুই মার্কিন কর্মকর্তা।

এদিকে ইরান সোমবার হরমুজ প্রণালিতে সামরিক মহড়া শুরু করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক নৌপথটি উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর তেল রপ্তানির প্রধান রুট। বিরোধের অবসানে কূটনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানিয়ে আসছে এসব দেশ।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, তিনি জেনেভার আলোচনায় 'পরোক্ষভাবে' যুক্ত থাকবেন এবং তার বিশ্বাস, তেহরান একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চায়। সোমবার এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি না তারা চুক্তি না করার পরিণতি চায়। তাদের পারমাণবিক সক্ষমতা ধ্বংস করতে বি-২ বোমারু বিমান পাঠানোর বদলে আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারতাম। কিন্তু আমাদের বি-২ পাঠাতে হয়েছিল।

' প্রতিবাদ ও যুদ্ধের ছায়ায় ইরান-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক আলোচনা চলছে।

তেহরান ও ওয়াশিংটন তাদের কয়েক দশক ধরে চলা বিরোধ নিয়ে গত ৬ ফেব্রুয়ারি আবারও আলোচনা শুরু করে। ওয়াশিংটন ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েল মনে করে, ইরান এমন একটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে যা ইসরায়েলের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হতে পারে।

অন্যদিকে ইরান দাবি করে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরিচালিত। যদিও দেশটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি এবং বোমা তৈরির উপযোগী মাত্রার কাছাকাছি পর্যায়ে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে।

তেহরান ভালোভাবেই জানে, গত বছরের জুনে আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করার একটি উদ্যোগ চলাকালে ওয়াশিংটনের মিত্র ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে বোমা হামলা শুরু করেছিল। পরে মার্কিন বোমারু বিমানও এতে যোগ দিয়ে পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালায়। এরপর থেকে তেহরান জানিয়েছে, তারা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম স্থগিত করেছে।

এর পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের তেল আয় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে সৃষ্ট জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। হাজারো মানুষের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে সেই বিক্ষোভ দমন করা হয় এবং এতে ইরানের ইসলামী শাসকগোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ে।

আগেরবারের তুলনায় এবার যুক্তরাষ্ট্র অঞ্চলটিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যাকে 'বৃহৎ নৌবহর' বলে উল্লেখ করেছেন, তা মোতায়েন করেছে। ওয়াশিংটন পারমাণবিক ইস্যুর পাশাপাশি ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডারের বিষয়ও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

তবে তেহরান বলেছে, তারা কেবল পারমাণবিক কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধতা আরোপের বিষয়-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিনিময়ে আলোচনা করতে রাজি। তারা সম্পূর্ণভাবে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করবে না এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করবে না বলে জানিয়েছে।

সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বুদাপেস্টে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ইরানের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছানো কঠিন, তবে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করতে প্রস্তুত। একই দিন জেনেভায় ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) প্রধান রাফায়েল গ্রোসি-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে আইএইএর সঙ্গে সহযোগিতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আসন্ন আলোচনার কারিগরি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সূত্র জানায়, মঙ্গলবার বিকেলে মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকেও অংশ নেবেন। ইউক্রেনে মস্কোর চার বছর ধরে চলা আগ্রাসন বন্ধে ইউক্রেন ও রাশিয়াকে একটি সমঝোতায় আনতে ওয়াশিংটন চেষ্টা চালাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান তাদের দীর্ঘদিনের পারমাণবিক বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে মঙ্গলবার জেনেভায় পরোক্ষ বৈঠকে বসছে। তবে ওয়াশিংটন অঞ্চলটিতে সামরিক শক্তি জড়ো করায় সমঝোতার স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত এখনো পাওয়া যায়নি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ওমানের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় অংশ নেবেন মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার।

ইরানের পক্ষে আলোচনায় থাকবেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। তবে একই সময়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হামলার নির্দেশ দিলে ইরানের বিরুদ্ধে কয়েক সপ্তাহব্যাপী সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতিও নিচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনী-রয়টার্সকে এমনটাই জানিয়েছেন দুই মার্কিন কর্মকর্তা।

এদিকে ইরান সোমবার হরমুজ প্রণালিতে সামরিক মহড়া শুরু করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক নৌপথটি উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর তেল রপ্তানির প্রধান রুট। বিরোধের অবসানে কূটনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানিয়ে আসছে এসব দেশ।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, তিনি জেনেভার আলোচনায় 'পরোক্ষভাবে' যুক্ত থাকবেন এবং তার বিশ্বাস, তেহরান একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চায়। সোমবার এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি না তারা চুক্তি না করার পরিণতি চায়। তাদের পারমাণবিক সক্ষমতা ধ্বংস করতে বি-২ বোমারু বিমান পাঠানোর বদলে আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারতাম। কিন্তু আমাদের বি-২ পাঠাতে হয়েছিল।' প্রতিবাদ ও যুদ্ধের ছায়ায় ইরান-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক আলোচনা চলছে।

তেহরান ও ওয়াশিংটন তাদের কয়েক দশক ধরে চলা বিরোধ নিয়ে গত ৬ ফেব্রুয়ারি আবারও আলোচনা শুরু করে। ওয়াশিংটন ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েল মনে করে, ইরান এমন একটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে যা ইসরায়েলের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হতে পারে।

অন্যদিকে ইরান দাবি করে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরিচালিত। যদিও দেশটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি এবং বোমা তৈরির উপযোগী মাত্রার কাছাকাছি পর্যায়ে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে। তেহরান ভালোভাবেই জানে, গত বছরের জুনে আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করার একটি উদ্যোগ চলাকালে ওয়াশিংটনের মিত্র ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে বোমা হামলা শুরু করেছিল। পরে মার্কিন বোমারু বিমানও এতে যোগ দিয়ে পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালায়। এরপর থেকে তেহরান জানিয়েছে, তারা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম স্থগিত করেছে।

এর পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের তেল আয় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে সৃষ্ট জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। হাজারো মানুষের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে সেই বিক্ষোভ দমন করা হয় এবং এতে ইরানের ইসলামী শাসকগোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ে।

আহলান সাহলান মাহে রমজান

পোস্ট ডেস্ক : আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে আমাদের জীবনে আবারও আগমন করেছে পবিত্র মাহে রমজান ১৪৪৭ হিজরি। মুসলিম উম্মাহর জন্য এই মাস কেবল একটি সময়ের নাম নয়; বরং এটি আত্মার জাগরণ, নৈতিক সংশোধন এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক অনন্য সুযোগ। তাই গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় আমরা বলিড় আহলান সাহলান ইয়া শাহরা রমজান, হে বরকতময় রমজান! তুমি আমাদের জীবনে স্বাগত।

রমজানের প্রতিটি দিন রহমতে ভরপুর, প্রতিটি রাত মাগফিরাতে সিক্ত এবং প্রতিটি মুহূর্ত নাজাতের সম্ভাবনায় আলোকিত। এই মাসেই মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াতগ্রন্থ আল-কুরআন নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :- রমজান মাস, যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে:- মানুষের জন্য পথনির্দেশ, হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে। (সুরা আল-বাকারা: ১৮৫)

রোজা: তাকওয়া অর্জনের ফরজ বিধান

রমজানের মূল ফরজ ইবাদত হলো রোজা। তবে রোজার উদ্দেশ্য কেবল ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করা নয়; বরং তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" (সুরা আল-বাকারা: ১৮৩) তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা মানুষকে প্রকাশ্য ও গোপনে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য বানায়। মাহে রমজান ১৪৪৭ হিজরি আমাদের সেই তাকওয়ার পথে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করার আহ্বান জানায়।

রোজা শুধু উপবাস নয়, চরিত্র গঠনের ইবাদত

রোজা মানুষের ভেতরের পশুত্বকে দমন করে এবং মানবিক গুণাবলিকে বিকশিত করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:- রোজা একটি ঢাল।

তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া করতে চায়, তবে সে বলবেড়আমি রোজাদার।-(সহিহ বুখারি : ১৮৯৪; সহিহ মুসলিম : ১১৫১) এই হাদিস প্রমাণ করে, রোজার প্রকৃত শিক্ষা আচরণগত সংযমে নিহিত। যে রোজা মানুষকে মিথ্যা, পরনিন্দা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে না, সে রোজা তার পূর্ণ ফল দিতে ব্যর্থ হয়।

কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক নবায়নের মাস

রমজান হলো কুরআনের মাস। এ মাসে কুরআন তিলাওয়াত, অনুধাবন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগের এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাহাবায়ে কেরাম রমজানে কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতেন। কুরআন কেবল তিলাওয়াতের গ্রন্থ নয়; এটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। রমজান সেই সত্যকে নতুন করে উপলব্ধি করার সময়।

তারাবি ও কিয়ামুল লাইল: গুনাহ মাফের সুবর্ণ সুযোগ

রমজানের রাতগুলো ইবাদতের জন্য বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। তারাবির নামাজ মুসলিম সমাজে এক অনন্য ঈমানি আবহ সৃষ্টি করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:- যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ও সওয়াবের আশায় রমজানে রাতের নামাজ আদায় করবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(সহিহ বুখারি: ২০০৯; সহিহ মুসলিম: ৭৫৯) রাতের নীরবতায় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত শ্রবণ ও হৃদয়ে ধারণ করা ঈমানকে নবায়ন করে এবং আত্মাকে প্রশান্ত করে।

লাইলাতুল কদর: হাজার মাসের চেয়েও উত্তম

রমজানের সবচেয়ে মহিমান্বিত উপহার হলো লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তায়ালা বলেনড়লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।"

(সুরা আল-কদর: ৩) রাসুলুল্লাহ (সা.(আমাদেরকে এই রাত অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে বলেন:- তোমরা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো।(সহিহ বুখারি: ২০১৭; সহিহ মুসলিম : ১১৬৯)

এই এক রাতের ইবাদত ৮৩ বছরেরও বেশি সময়ের ইবাদতের সমানড়এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অসীম অনুগ্রহ।

দান-সদকা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

রমজান সহমর্মিতা ও মানবিকতার মাস। ক্ষুধার কষ্ট উপলব্ধি করে একজন রোজাদার দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে শেখে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন:- রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল; আর রমজানে তাঁর দানশীলতা আরও বেড়ে যেত।-(সহিহ বুখারি: ৬) জাকাত, ফিতরা ও নফল সদকার মাধ্যমে সমাজে ভারসাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তওবা ও মাগফিরাতের মাস

রমজান হলো তওবা কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেনড়যে ব্যক্তি রমজান পেল অথচ তার গুনাহ ক্ষমা করা হলো না, সে চরম দুর্ভাগা।"

(জামে তিরমিজি: ৩৫৪৫) এই হাদিস আমাদের সতর্ক করে:- রমজানকে অবহেলায় কাটানো মানে আল্লাহর রহমত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

রমজান ১৪৪৭ হিজরি: জীবন বদলের আহ্বান

রমজান কোনো আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম নয়; এটি জীবন বদলে দেওয়ার মাস। এই মাস আমাদের শেখায় সংযম, ইখলাস, সহমর্মিতা ও আল্লাহভীতি। যদি রমজান শেষে আমাদের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিকতায় পরিবর্তন না আসে, তবে সেই রমজান আমাদের জীবনে কাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলতে পারেনি।

পরিশেষে, আসুন, মাহে রমজান ১৪৪৭ হিজরিকে আমরা কেবল রোজা রাখার মাস হিসেবে নয়; বরং তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি ও মানবিকতার আলোয় জীবন পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সবাইকে এই বরকতময় মাসের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে ইবাদত করার তাওফিক দান করেন এবং রমজানকে আমাদের নাজাতের সোপান বানিয়ে দেনড়আমিন।

দীর্ঘ নির্বাসন অত:পর দেশের ১১তম

কাটিয়ে রাজধানীর পূর্বাচলের তিনশ ফিটের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি যখন বলেছিলেন- 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান' (আমার একটি পরিকল্পনা আছে), তখনই মানুষ বুঝে গিয়েছিল তারেক রহমানের ওপর আস্থা রাখা যায়। মানুষ তার দলকে উজাড় করে দিয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে। মঙ্গলবার তারই আনুষ্ঠানিকতা হলো এক ব্যতিক্রমী আয়োজনে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের একাদশ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। তার শপথের পর প্রথমে মন্ত্রী এবং পরে প্রতিমন্ত্রীরা শপথগ্রহণ করেন। রেওয়াজ ভেঙে বঙ্গভবনের বদলে এবারের শপথ অনুষ্ঠান হয় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায়। বিকালে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাদের শপথ পড়ান। নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন ২৫ জন ও প্রতিমন্ত্রী ২৪ জন। যার মধ্যে ৪০ জনই নতুন মুখ। এতে স্থান পেয়েছেন সাবেক ছাত্রনেতারাও। মিত্র দলের দুইজনকে প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে পাহাড়সম অভিপ্রায় নিয়ে নতুন সরকারের যাত্রা শুরু হলো।

মঙ্গলবার সকালে জাতীয় সংসদে সংসদ-সদস্যরা শপথ নেন। শপথ নেওয়ার পর সংসদীয় দলের সভায় তারেক রহমানকে সংসদনেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করেন বিএনপি দলীয় সংসদ-সদস্যরা।

এদিকে মঙ্গলবার রাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার সহধর্মিণী ডা. জোবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে শহীদ জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার মাজার জিয়ারত করেন।

সাদা জামা ও কোট-প্যান্ট পরিহিত তারেক রহমানকে এদিন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। তিনি স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমানকে সঙ্গে নিয়ে বিকাল ৩টা ৫৮ মিনিটে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করলে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানায়। এর কয়েক মিনিট পর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বিকাল ৪টা ৪ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করেন। জাতীয় সংগীত এবং এরপর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী পদে তারেক রহমানের নাম ঘোষণা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি। তারেক রহমান নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছ থেকে প্রথমে সরকারপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনের এবং তারপর গোপনীয়তার শপথ নেন। সবশেষে তিনি শপথের নথিতে স্বাক্ষর করেন। নতুন প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন জানানোর পর মন্ত্রিপরিষদে জায়গা পাওয়া নেতাদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং শপথগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। এরপর নতুন মন্ত্রীদের পর্যায়ক্রমে শপথ এবং গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। সবশেষে প্রতিমন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করে তাদের শপথগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে মঞ্চে ডাকেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। প্রতিমন্ত্রীদের শপথ এবং শপথপত্রে স্বাক্ষর শেষে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু, ভারতীয় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, পাকিস্তানের পরিকল্পনামন্ত্রী আহসান ইকবাল, শ্রীলংকার স্বাস্থ্য ও গণমাধ্যমবিষয়ক মন্ত্রী নালিন্দা জয়াসিতা, নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দ শর্মাসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (বিদায়ি) ড. মুহাম্মদ ইউনূস নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মেয়ে দীনা আফরোজকে সঙ্গে নিয়ে। ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা, প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, সংসদ-সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, তিন বাহিনীর প্রধান, কূটনৈতিক কোরের সদস্য, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান এবং তাদের মেয়ে জাইমা রহমান এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন-মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ (টুকু), মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম, এজেডএম জাহিদ হোসেন, খলিলুর রহমান (টেকনোক্র্যাট), আবদুল আউয়াল মিন্টু, কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, মিজানুর রহমান মিনু, নিতাই রায় চৌধুরী, খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর, আরিফুল হক চৌধুরী, জহির উদ্দিন স্বপন, মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ (টেকনোক্র্যাট), আফরোজা খানম, শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, আসাদুল হাবিব দুলু, মো. আসাদুজ্জামান, জাকারিয়া তাহের, দীপেন দেওয়ান, আ ন ম এহছানুল হক মিলন, সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, ফকির মাহবুব আনাম ও শেখ রবিউল আলম।

এরপর প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন-এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, মো. শরিফুল আলম, শামা ওবায়েদ ইসলাম, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, কায়সার কামাল, ফরহাদ হোসেন আজাদ, আমিনুল হক (টেকনোক্র্যাট), মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, হাবিবুর রশীদ, মো. রাজিব আহসান, মো. আব্দুল বারী, মীর শাহে আলম, জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি, ইশরাক হোসেন, ফারজানা শারমিন, শেখ ফরিদুল ইসলাম, নুরুল হক নুর, ইয়াসের খান চৌধুরী, এম ইকবাল হোসেইন, এমএ মুহিত, আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর, ববি হাজ্জাজ ও আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম। প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া ২৪ জনের কেউই এর আগে মন্ত্রিপরিষদে দায়িত্ব পালন করেননি।

মা খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভার ৯ জন ও বাকি ১৬ জন এবারই প্রথম মন্ত্রী : নতুন সরকারের ২৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৯ জন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হিসাবে খালেদা জিয়ার সরকারে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাকি ১৬ জন এবারই প্রথম মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন। পুরোনো মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন-দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও হাফিজ উদ্দিন আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ ও নিতাই রায় চৌধুরী, আসাদুল হাবিব দুলু এবং আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

টেকনোক্র্যাট কোটায় চমক : টেকনোক্র্যাট কোটায় দুজন পূর্ণমন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ পেয়েছেন। পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে রয়েছেন-হাজী আমিনুর রশীদ ইয়াছিন ও ড. খলিলুর রহমান। প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক। এর মধ্যে হাজী আমিনুর রশীদ ইয়াছিন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং কুমিল্লা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি কুমিল্লা-৬ সদর আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিলেও দলীয় মনোনয়ন পাননি। পরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিলেও দলীয় প্রধান তারেক রহমানের নির্দেশে পরে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। এর পুরস্কার হিসাবে তাকে মন্ত্রী করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। এর আগে ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৯ আসন থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। ড. খলিলুর রহমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২৪ সালের ১৯ নভেম্বর তিনি প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা সমস্যা ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়াবলি সংক্রান্ত হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে নিয়োগ পান। পরে তাকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগ দেন। এছাড়া আমিনুল হক জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক। তিনি ঢাকা-১৬ আসন থেকে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে পরাজিত হন। বাংলাদেশে কোনো সাবেক ক্রীড়াবিদ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বা টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রী হওয়ার নজির খুব কম। স্বাধীনতার পর সাবেক তারকা ফুটবলার মেজর হাফিজ উদ্দিন প্রথম মন্ত্রিত্ব পান। পরে সাবেক জাতীয় ফুটবলার আরিফ খান জয় ক্রীড়া উপমন্ত্রী হন। সেই ধারাবাহিকতায় আমিনুল হক তৃতীয় সাবেক জাতীয় ফুটবলার হিসাবে মন্ত্রিসভায় যুক্ত হয়েছেন বলে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা চলছে।

মিত্র দলের দুজনকে প্রতিমন্ত্রী : আন্দোলন-সংগ্রামে বিএনপির সঙ্গে থাকা মিত্রদেরও হতাশ করেননি তারেক রহমান। জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি ও নুরুল হক নুরকে প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসন থেকে নির্বাচিত হন সাকি ও পটুয়াখালী-৩ থেকে নির্বাচন করে জয়ী হন নুর। এ দুজনই তাদের নিজ দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন।

এক মন্ত্রী ও এক প্রতিমন্ত্রী পেল নারী : বিএনপি সরকারের এবারের মন্ত্রিসভায় আফরোজা খানমকে পূর্ণমন্ত্রী করা হয়েছে। তিনি মানিকগঞ্জ-৩ আসন থেকে নির্বাচিত হন। এছাড়া প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন ফারজানা শারমিন। তিনি সাবেক প্রতিমন্ত্রী মরহুম ফজলুর রহমান পটলের মেয়ে। ফারজানা নাটোর-১ আসন থেকে এবারের জাতীয় নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি ২০৯ আসনে জয়ী হয়। বিএনপি জোটের শরিকরা ৩টি আসন পায়।

সরকারের ১৮০ দিনের পরিকল্পনা

পরিস্থিতির উন্নতি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্রে গতকাল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় সকাল থেকেই।

সচিবালয়ে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আলোচনার বিষয়গুলো তুলে ধরেন নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রথামাফিক সরকারের প্রথম দিনে একটি মন্ত্রিসভার বৈঠক করতে হয়। বৈঠকে মন্ত্রিসভার সব সদস্য বসেছিলেন। বৈঠকে উপদেষ্টারাও ছিলেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের কিছু অনুশাসন দিয়েছেন। সরকার ১৮০ দিনের একটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করছে। সেটি পরে জানানো হবে। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকারের অগ্রাধিকার বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা ও সরবরাহ ঠিক রাখা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত করা এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে (গ্যাস-বিদ্যুৎ) যেন কোনো সমস্যা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা রয়েছে। এগুলো হলো অগ্রাধিকার।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে এ মুহূর্তে অগ্রাধিকার হচ্ছে পবিত্র রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে মানুষের সহনীয় রাখা এবং বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, বিশেষ করে তারাবি ও ইফতারের সময়। মূলত এই তিন বিষয় অগ্রাধিকারে এসেছে। এগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা কর্মপরিকল্পনা দু-এক দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরবেন এবং পরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সরকারের সব সচিবের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ জানান, প্রধানমন্ত্রী সচিবদের বলেছেন জনগণ বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী রায় দিয়েছেন। সুতরাং সংবিধান ও আইনবিধি অনুযায়ী ওই নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য সচিবরা আন্তরিক হবেন, সেই আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সবাইকে আমরা বলেছি, কে, কার কী অ্যাফিলিয়েশন (সম্পৃক্ততা) আছে, সেটি আমরা দেখবো না। আমরা মেধার ভিত্তিতে সবাইকে যাচাই করবো।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'শক্ত অবস্থানের' ওপর জোর দিয়ে রোজায় দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতেও ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়ার কথা জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক। মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের প্রতি জনগণের যে এত বিপুল জনসমর্থন, সেটার জায়গা থেকে প্রধানমন্ত্রী আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জনগণ আমাদের কাছ থেকে সুশাসন ও জবাবদিহিতা চায়। সেক্ষেত্রে আমরা স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের যারা দায়িত্বে আছি, তারা যেন যেকোনো ধরনের প্রভাব ও স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করি। বিশেষ করে দুর্নীতির প্রশ্নে যেন আমাদের একটা শক্ত অবস্থান থাকে।

এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, জনগণ রায় দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ইশতেহার দেখে। নিশ্চয় তারা ইশতেহারকে পছন্দ করেন। সেই ইশতেহার যেন জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী পূরণ হয়, সে জন্য সব সচিবের মেধাকে কাজে লাগিয়ে পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করা দেশের জন্য ভালো।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার পর থেকে সচিবালয়ে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা প্রবেশ করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। সকাল থেকেই সচিবালয় এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয় এবং প্রতিটি প্রবেশপথে কড়া তল্লাশির পর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সচিবালয়ের নতুন ১ নম্বর ভবনের তিনতলায় তার জন্য নির্ধারিত সুসজ্জিত কার্যালয়ে প্রথম দিন অফিস করেন। নতুন মন্ত্রিসভাকে বরণ করে নিতে সচিবালয়ের প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয় সকাল থেকেই।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তারেক রহমান। একইসঙ্গে তার ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভাও শপথ গ্রহণ করে এবং রাতে তাদের দপ্তর বণ্টন করে আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ ছাড়া মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয়। শপথ গ্রহণের পর গতকাল সকালে প্রধানমন্ত্রী সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সরাসরি সচিবালয়ে তার দপ্তরে যোগ দেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছিলেন না রিজভী: নতুন সরকারের দায়িত্ব নেয়ার প্রথম কার্যদিবসে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে যোগ দেননি মন্ত্রী মর্যাদায় উপদেষ্টা হওয়ায় বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বিকালে ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ওই মন্ত্রিসভার তালিকায় ঠাঁই হয়নি বিএনপি'র বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতার। বাদ পড়া কয়েকজনকে অবশ্য স্থান দেয়া হয়েছে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী মর্যাদার উপদেষ্টা পরিষদে। ওই তালিকায় রুহুল কবির রিজভীকে মন্ত্রী মর্যাদায় উপদেষ্টা করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত কয়েকদিন আগে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন রিজভী। হাসপাতালে তাকে দেখতে যান তারেক রহমান। হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার পর তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেয়ায় বাসায় ফিরেন তিনি। ১৭ই ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানেও দেখা যায়নি তাকে। গতকাল মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেও যোগ দেননি দীর্ঘ দেড় দশক ধরে বিএনপি'র দপ্তরের দায়িত্ব সামলানো এই নেতা। এ বিষয়ে জানতে রুহুল কবির রিজভীকে ফোন দিলে তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। তবে তার ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছেন, তিনি এখনো পুরোপুরি সুস্থ হননি। অসুস্থতার কারণেই গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ দেননি।

টিউলিপকে ফেরাতে যুক্তরাজ্যের কাছে

বাংলাদেশে ফেরত চাই। প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে আমরা চাই, যুক্তরাজ্য সরকার এই অপরাধীদের চিহ্নিত করুক।'

শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তায় এআই'র

যেখানে ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

নতুন এই নীতিমালার আওতায় এআই চ্যাটবট সরবরাহকারীদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে কারও সম্মতি ছাড়া এআই দিয়ে ঘনিষ্ঠ বা আপত্তিকর ছবি তৈরি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ইলন মাস্কের মালিকানাধীন এক্স প্ল্যাটফর্মের 'গ্রোক' চ্যাটবটের মাধ্যমে তৈরি বিতর্কিত কন্টেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিবার নতুন প্রাথমিক আইনের অপেক্ষায় না থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকার বিশেষ আইনি ক্ষমতা দাবি করবে। এই নিয়মগুলো বর্তমানে পার্লামেন্টে বিবেচনাধীন অপরাধ ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অস্ট্রেলিয়ার আদলে যুক্তরাজ্যও এই কঠোর পথে হাঁটছে। অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই ১৬ বছরের কম বয়সীদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছে, যার ফলে কয়েক মিলিয়ন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্যের এই পরিকল্পনায় ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির পাশাপাশি বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টিও সমর্থন জানিয়েছে।

তবে এ ধরনের বিধিনিষেধের ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের গোপনীয়তা রক্ষা এবং ইন্টারনেটে অবাধ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ইতিমধ্যে কিছু ওয়েবসাইট যুক্তরাজ্যে তাদের সেবা সীমিত করেছে। এছাড়া পর্নোগ্রাফিক সাইট এবং ভিপিএন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বয়স যাচাইয়ের কঠোর নিয়ম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের।

লন্ডনে সিভিক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত

কাউন্সিলার সুলুক আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম মিয়া তালুকদার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্টিফেন হেলসি।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বারার নাগরিকদের সিভিক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করে থাকে। এবার ৫ ক্যাটাগরিতে ১১জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য ক্যাটাগরিতে বিজয়ীরা হলেন মঞ্জু আরা খাতুন, মার্গি পিলিপস, লাবিবা খান, দাউদ মার্শ, মোহাম্মেদ এলমেশিয়া, লেখিকা নাদিরা চৌধুরী, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠি, আম্বার আগুনাশিয়া উইলিয়াম, জন এলেক্সজান্ডার ও মাইক মিশেল।

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির পর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ বলেন, যেকোনো প্রাপ্তিই আনন্দের। তবে এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য আমি গর্ববোধ করি কারণ আমি যে বারায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে বসবাস করছি সেই বারা আমার কাজের মূল্যায়ন করেছে। তিনি বলেন, অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির ফলে আজ থেকে কমিউনিটির প্রতি আমার দায় অনেকগুণ বেড়ে গেলো। বাকি জীবন নিজেকে কমিউনিটির জন্য উৎসর্গ করে দিতে চাই। তিনি বলেন, এই সম্মাননা শুধু আমার একার নয়। এটি আমাদের সাংবাদিক সমাজের। যাদের সাথে কাঁধে কাঁধ রেখে লন্ডনে ২২ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছি। তাই অ্যাওয়ার্ডটি সহকর্মী সাংবাদিকদের জন্য উৎসর্গ করছি।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার সুলুক আহমদ অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, স্পীকার হিসেবে ২৬তম সিভিক অ্যাওয়ার্ড আয়োজন ও ১১ নাগরিককে তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা জানাতে পেরে গর্ববোধ করছি। আশা করছি এই এওয়ার্ড তাদেরকে স্বস্বক্ষেত্রে আরো বেশি কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ডিসেম্বরে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সিভিক অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন আহবান করে। বারার নাগরিকদের অবদানকে সম্মাননা জানাতেই কাউন্সিলের এই বিশেষ আয়োজন। কেউ কাউকে সিভিক অ্যাওয়ার্ডের জন্য যোগ্য মনে করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্পীকারের কার্যালয়ে মনোনয়ন পাঠাতে হয়। কাউন্সিলের স্পীকারের নেতৃত্বে একটি বিচারক প্যানেল রয়েছে। এবারের প্যানেল সদস্যদের মধ্যে ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস বারার সাবেক কুইন্স ডেপুটি লেফটেন্যান্ট জন লাডগেট, ডেপুটি লেফটেন্যান্ট লেসলি মর্গান ওবিই, ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপের মেলানি গোল্ডস্টেইন এবং হোয়াইটচ্যাপেল মিশনের পরিচালক টনি মিলার।

এই কমিটি প্রথমে মনোনয়নগুলোর একটি শর্ট লিস্ট তৈরি করে এবং কোনো পদে একাধিক মনোনয়ন থাকলে ভোটাভুটির মাধ্যমে বিজয়ীর নাম ঘোষনা করা হয়। সাংবাদিক তাইসির মাহমুদের পক্ষে মনোনয়ন দাখিল করেন ব্যারিস্টার এমদাদুল হোসাইন ফরহাদ।

উল্লেখ্য, তাইসির মাহমুদ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশ-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি সবসময়ই কমিউনিটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর সংবাদপত্রে বারার মানুষের সুখ-দুখের কথা ফুটে ওঠে। বারার মানুষের যে কথাগুলো কেউ বলেনা তাদের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। দেশ- এর মাধ্যমে তিনি কমিউনিটির মানুষের সাথে একটি সেতুবন্ধন রচনা করতে পেরেছেন। তাছাড়া দুই মেয়াদে চার বছর লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে কমিউনিটির সাথে ক্লাবের একটি সেতুবন্ধন রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে দুই শতাধিক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিউনিটির মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়েছে। তিনি কমিউনিটি ও মিডিয়ার মধ্যে একটি ব্রিজ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া প্রেস ক্লাবকে বৃহত্তর পরিসরে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাই তাঁকে এই অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়।

তাইসির মাহমুদ ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে ও যুক্তরাজ্যে সাংবাদিকতা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। লন্ডনে প্রায় ১০ বছর সাপ্তাহিক নতুন দিন-এর নির্বাহী সম্পাদক এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সাল থেকে অদ্যাবধি সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বিলেতে বাংলা মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে ২০২২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত দুই মেয়াদে চার বছর সফলতার সাথে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন শেষে ২০২৬ সালের নির্বাচনে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পাশাপাশি তিনি ইকরা বাংলা টিভির সংবাদপত্র পর্যালোচনা বিষয়ক টক শো 'লীড নিউজ' এর উপস্থাপক। এর আগে তিনি টিভিওয়ান-এ নিউজরুম এবং এলবি২৪ টিভিতে 'ভিউজ অন টপ নিউজ' অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন। সাংবাদিকতায় তিনি বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হোন।

চার সন্তানের জনক তাইসির মাহমুদ সপরিবারে পূর্ব লন্ডন বসবাস করেন। তাঁর দেশের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের বাদে-ভাটাউছি গ্রামে।

জয়-পলকের বিচার শুরু, ২৫ ফেব্রুয়ারি

প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ আহমেদ পলকের বিচার শুরু হয়েছে।

এ মামলায় বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ট্রাইব্যুনাল-১-এ সূচনা বক্তব্য দেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। সূচনা বক্তব্যে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর যে ব্যাপক হারে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল, এর মাস্টারমাইন্ডদের মধ্যে অন্যতম হলেন সজীব ওয়াজেদ জয় ও জুনাইদ আহমেদ পলক। কারণ তারা দুজনই আইসিটির দায়িত্বে ছিলেন।

আন্দোলনের সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন তারা। জয় এবং পলকের বিরুদ্ধে জুলাই গণ-আন্দোলন চলার সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে আন্দোলনকারীদের হত্যার তথ্য আড়াল, হত্যাযজ্ঞে উসকানি, ষড়যন্ত্রসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

গত ৪ ডিসেম্বর এ মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হলে তা আমলে নিয়ে ওইদিনই জয় ও পলকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। আসামি জুনাইদ আহমেদ পলক আগে থেকেই গ্রেপ্তার আছেন।

জয়কে গ্রেপ্তার করতে না পারায় গত ১০ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল তাঁকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও হাজির না হওয়ায় জয়কে পলাতক দেখিয়ে গত ১৭ ডিসেম্বর তাঁর পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে শুরু হয় অভিযোগ গঠনের শুনানি।

অভিযোগ গঠন করে জয়-পলককে বিচারের মুখোমুখি করার আরজি জানিয়ে গত ১১ জানুয়ারি শুনানি শেষ করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

এরপর গত ১৫ জানুয়ারি মামলা থেকে দুই আসামির অব্যাহতির আবেদনে শুনানি হয়। পরে গত ২১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। সেই ধারাবাহিকতায় আজ সূচনা বক্তব্য দেন চিফ প্রসিকিউটর। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি এ মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করা হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইইউর ধন্যবাদ

বৃহত্তম রপ্তানি বাজার এবং ২০২৫ সালে এফডিআইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা ও সম্পৃক্ততা নিয়ে আমরা আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও নিবিড় করার অপেক্ষায় রয়েছি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব হলেন ছালেহ

কার্যালয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মো. মেহেদুল ইসলামকে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২ (পিএস-২) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব পদে আতিকুর রহমান রুমন এবং সহকারী একান্ত সচিব-২ (এপিএস-২) পদে আব্দুর রহমান সানিকে নিয়োগ দিয়ে আলাদা প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সরকারি এই সিদ্ধান্তগুলো অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পণা

৩ শতাংশ লক্ষ্যে পৌছনোর উপায় খুঁজছে।

যদিও এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, তবে বর্তমান পরিকল্পনা বাড়তে থাকা প্রতিরক্ষা ব্যয় সামাল দিতে যথেষ্ট নয়—এমন উপলব্ধি সরকারের রয়েছে।

২০২৯ সালের মধ্যে লক্ষ্য এগিয়ে আনা হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে স্টারমার মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। সেখানে তিনি বলেন, ইউক্রেনকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ এবং সামরিক প্রস্তুতি জোরদারে ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। স্টারমার সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের আরো এগোতে হবে।

প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দ্রুততর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে অঙ্গীকার করেছি, তবে বিষয়টি শুধু কত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।'

সর্বশেষ ন্যাটোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ব্রিটেন জিডিপির ২ দশমিক ৩ শতাংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয় করেছে, যা জোটের নির্ধারিত ২ শতাংশ নির্দেশিকার চেয়ে বেশি। তবে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মহাদেশের নিরাপত্তা জোরদারে আরো বেশি ব্যয়ের চাপের মুখে রয়েছে ব্রিটেন।

উচ্চ ঋণ এবং ব্যয়সংকটে থাকা সরকার গত বছর প্রতিরক্ষা ব্যয় ২ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করার অর্থ জোগাতে আন্তর্জাতিক সহায়তা বাজেট কমিয়েছে। তবে ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে এখনো কোনো পূর্ণাঙ্গ বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়নি, যা প্রতিরক্ষা শিল্পখাতের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

ব্রিটেনের বাজেট তদারকি সংস্থা অফিস ফর বাজেট রেস্পনসিবিলিটি গত বছর জানিয়েছিল, জিডিপির ৩ শতাংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয় করতে হলে ২০২৯-৩০ অর্থবছরে বছরে অতিরিক্ত ১৭ দশমিক ৩ বিলিয়ন পাউন্ড (২৪ বিলিয়ন ডলার) প্রয়োজন হবে।

অর্থমন্ত্রী রাচেল রীভিস সরকারি অর্থব্যবস্থা পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যে স্থির থাকতে হিমশিম খাচ্ছেন। বিবিসি জানিয়েছে, নতুন প্রতিরক্ষা ব্যয় প্রস্তাব নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সরকারের এক মুখপাত্র সংশোধিত কোনো পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, 'শীতল যুদ্ধের পর থেকে প্রতিরক্ষা ব্যয়ে সর্ববৃহৎ ধারাবাহিক বৃদ্ধি বাস্তবায়ন করছে ব্রিটেন।'

দ্বৈত নাগরিকদের জন্য নতুন নিয়ম করল

করতে হবে।

এতদিন অনেক দ্বৈত নাগরিক বিদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করেই ব্রিটিশ পাসপোর্ট ছাড়াই দেশে ফিরতে পারতেন। বিদেশে বসবাসকারী অনেকে নিয়মিতভাবে ব্রিটিশ পাসপোর্ট নবায়ন করতেন না, এমনকি কেউ কেউ কখনো আবেদনও করেননি।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে হলে বৈধ ব্রিটিশ পাসপোর্ট, বৈধ আইরিশ পাসপোর্ট অথবা বিদেশি পাসপোর্টে যুক্ত 'রাইট অব অ্যাবোড' সনদ দেখাতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমা ঘনিয়ে আসায় এবং অনেকের এ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহে এখন ব্যাপক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে।

প্রথমবার ব্রিটিশ পাসপোর্ট পেতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে এবং এর ফি প্রায় ৯৪.৫০ পাউন্ড। অন্যদিকে 'রাইট অব অ্যাবোড' সনদ নিতে খরচ পড়বে প্রায় ৫৮৯ পাউন্ড। এটি বিদেশি পাসপোর্টে সংযুক্ত করা হয়, তবে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হলে সনদও পুনরায় নিতে হয়।

সমালোচকদের মতে, নতুন নিয়ম সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার না থাকায় অনেকেই বিপাকে পড়েছেন। বিশেষ করে বিদেশে জন্ম নেওয়া এবং কখনো ব্রিটিশ পাসপোর্ট না রাখা শিশুদের পরিবারগুলো আর্থিক ও প্রশাসনিক চাপের মুখে পড়েছে।

সরকারের দাবি, সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, অভিবাসনসংক্রান্ত তথ্যের নির্ভুলতা বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো দেশের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কুইনমেরি ইউনিভারসিটির সেমিনার হলে 'বাংলাদেশ অন দ্য ব্রিংক' বইয়ের মোড়ক উম্মোচন

পূর্ব লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির সেমিনার হলে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, মঙ্গলবার লন্ডন সময় সন্ধ্যা সাতটায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মোড়ক উন্মোচন করা হয় আলোচিত গ্রন্থ 'বাংলাদেশ অন দ্য ব্রিংক'-এর। ব্রিজবাংলা২৪-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু:'বাংলাদেশ অন দ্য ব্রিংক' বইটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তন ও ক্ষমতার রদবদল নিয়ে স্বাধীন, অনুসন্ধানমূলক ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরে। এতে নির্বাচিত সরকারের পতন এবং নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন ছাত্র-উপদেষ্টা কাঠামোর উত্থানসহ সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলি আলোচিত হয়েছে।

বইটির লেখকরা হলেন-ক্রিস্টোফার ব্লাযকবার্ন (পরিচালক, সুইস-বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক ফোরাম),রবার্ট বব ল্যাসিয়া (মার্কিন নৌবাহিনীর চ্যাপেলিন ও ওয়াশিংটন রাজ্যের প্রতিনিধি) ও প্রিয়জিৎ দেবসরকার (লেখক, ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক, লন্ডন)।

লেখকদের মতে, বাংলাদেশ বর্তমানে একটি ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি, যেখানে মৌলবাদ, উগ্র অসহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙনের হুমকি বাড়ছে-যা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের পরিপন্থী।

মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সাবেক সদস্য এবং দক্ষিণ এশিয়া উন্নয়ন ফোরামের পরিচালক পাওলো কাসাকা। তিনি বলেন,"এই বইটি ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে থাকবে, কারণ বাংলাদেশ এখন অত্যন্ত সংকটময় এক মোড় অতিক্রম করছে।"

মানবাধিকার কর্মী ও ব্যারিস্টার তানিয়া আমির বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা, জামায়াত সংশ্লিষ্ট উগ্রবাদ, এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিস্তার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

গ্লোবাল সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স-কানাডার অধ্যাপক ড. হাবিউল মিল্লাত বলেন,"বাংলাদেশকে আরেকটি আফগানিস্তানে পরিণত করার যেসব প্রচেষ্টা চলছে, তা বাঙালি পরিচয়, সংবিধান ও রাষ্ট্রচিন্তার ওপর সরাসরি আঘাত।"

অনুষ্ঠানে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উগ্রবাদী গোষ্ঠীর উত্থান এবং সাম্প্রতিক মব-সহিংসতা নিয়ে একটি বিশেষ ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কফি মরনিং ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি রোজ মঙ্গলবার এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও কফি মরনিং আয়োজন করা হয় ওল্ডহামে। কিপ বৃটেন টাইডি এমবাসেডর ও গুড ডীড ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা সালেহ উদ্দিন তালুকদার সুমন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও কফি মরনিং অনুষ্ঠিত হয়। সালেহ উদ্দিন তালুকদার সুমন দীর্ঘদিন ধরেই নিজ এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কাজ করে আসছেন এবং তার এ কাজের মাধ্যমে তিনি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্য সচেতনতা ও এমন কাজে জড়িত হবার আগ্রহ তৈরি করে চলেছেন।

গত মঙ্গলবারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আয়োজনে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও দীর্ঘদিন ধরে এমন উদ্যোগের সাথে জড়িত এবং তারাও তাদের আশেপাশে ও এলাকাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান করে থাকেন। গত মঙ্গলবারের আয়োজনের ওল্ডহামের নর্থ মোর লাইব্রেরী এলাকার রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করে অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে সবার সচেতনতার জন্য আহবান জানান। উপস্থিত হয়েছিলেন মুকিত চৌধুরী সিতু, নুরুল ইসলাম সোহাগ, সাজ্জাদুর রহমান, সামিন আহমেদ, মনজুর আহমেদ, সাদিকুর রহমান ও মতব্বীর এম হোসাইন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান শেষে গুড ডীড ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করা সেচ্ছাসেবকদের কফি ও হালকা নাস্তাতে আপ্যায়ন করা হয়।

হাদিসের দৃষ্টিতে রমজান ও ওমরাহর সম্মিলিত মহিমা

শাব্বির আহমদ

মানুষের জীবনে কিছু সময় আসে, যখন আসমানি দরজা যেন দুনিয়ার আরো কাছে নেমে আসে, দোয়া যেন দ্রুত কবুল হয়, আর সামান্য আমলও হয়ে ওঠে অসীম সওয়াবের কারণ। মুসলিম উম্মাহর জন্য রমজান ঠিক এমনই এক মহিমান্বিত সময়। এটি রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। এই মাসে প্রতিটি ইবাদতের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

আর যদি সেই রমজান মাসে আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে ওমরার মতো জান ও মালের সমন্বিত মহৎ ইবাদত সম্পাদিত হয়, তাহলে তার মর্যাদা কতটা হতে পারে, তা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষায়ই সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এক আনসারি মহিলাকে বলেছিলেন, ‘রমজান মাসে একটি ওমরাহ আদায় করা একটি হজের সমতুল্য।’ অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘আমার সঙ্গে একটি হজ আদায় করার সমতুল্য।’ (বুখারি, হাদিস : ১৮৬৩)

এই হাদিসটি রমজানে ওমরাহর মর্যাদার ভিত্তি।

তবে আলেমরা একমত যে এখানে সওয়াবের দিক থেকে সমতার কথা বলা হয়েছে, ফরজ হওয়ার দিক থেকে নয়। অর্থাৎ রমজানের ওমরাহ ফরজ হজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় না। ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন, ‘এর অর্থ হলো সওয়াবের ক্ষেত্রে সমতা, ফরজ হজের বিকল্প নয়।’ (আন-নববি, শরহু সহিহ মুসলিম : ৯/২)

নিম্নে পবিত্র রমজানের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো-

সময়ের মর্যাদা আমলের মর্যাদা বাড়ায়

ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হলো সময় ও স্থানের মর্যাদা অনুযায়ী আমলের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

রমজান এমন এক মাস, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘রমজান মাস, যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।’ (সুরা : আল-বাকারাহ, আয়াত : ১৮৫)

মহানবী (সা.) বলেছেন, রমজান মাস এলে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। (বুখারি, হাদিস : ১৮৯৯)

যখন একটি সময় নিজেই বরকতপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই সময়ে সম্পাদিত ইবাদতও বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। আর ওমরাহ এমন একটি ইবাদত, যা শরীর, অর্থ, সময় ও হৃদয়ের একসঙ্গে নিবেদন দাবি করে। তাই রমজানের পবিত্র সময় এবং হারামাইনের পবিত্র স্থান-এই দুই মর্যাদা একত্র হলে তার সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

গুনাহ মাফের এক শক্তিশালী মাধ্যম

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘এক ওমরাহর পর আর এক ওমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা।’ (বুখারি, হাদিস : ১৭৭৩)

অর্থাৎ দুই ওমরাহর মধ্যবর্তী সময়ের ছোট গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়।

রমজান নিজেই গুনাহ মাফের মাস। নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমজানে রোজা রাখে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।’ (বুখারি, হাদিস : ৩৮)

অতএব, যখন রমজানের মাগফিরাত এবং ওমরাহর কাফফারার ফজিলত একত্র হয়, তখন এটি মুমিনের জন্য আত্মশুদ্ধির এক অনন্য সুযোগ হয়ে ওঠে।

অন্তরের পরিবর্তন ও তাকওয়ার বিকাশ

রমজানের মূল লক্ষ্য তাকওয়া অর্জন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।’ (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৩)

মক্কা ও মদিনার পবিত্র পরিবেশে রোজা, তারাবি, কোরআন তিলাওয়াত এবং কাবা শরিফের সামনে ইবাদত-এসব একজন মানুষের অন্তরে গভীর পরিবর্তন আনে। ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহ.) উল্লেখ করেছেন, ‘পবিত্র স্থান ও পবিত্র সময় একত্র হলে ইবাদতের প্রভাব অন্তরে অধিক গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়।’ (ইবনু রজব, লাতায়িফুল মা‘আরিফ, পৃষ্ঠা-২৮০)

নবীজির বিশেষ উৎসাহ

হাদিসে বর্ণিত উম্মে সিনান (রা.)-এর ঘটনা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তিনি সামর্থ্যের অভাবে হজে যেতে না পারায় নবীজি (সা.) তাঁকে রমজানে ওমরাহর সুসংবাদ দেন। আলেমরা বলেন, এটি উম্মতের জন্য একটি বড় সান্ত্বনা। যে ব্যক্তি কোনো কারণে হজে যেতে না পারেন, তিনি রমজানে ওমরাহর মাধ্যমে বিশাল সওয়াব অর্জনের সুযোগ পেতে পারেন। (ইবনে হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি, ৩/৬০৫)

এক সফরে বহু প্রাপ্তি

রমজানের ওমরাহ শুধু একটি ইবাদত নয়, এটি আত্মার পুনর্জাগরণের এক সফর। এটি মানুষকে দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে। সেখানে ইখলাস বাড়ে, দোয়া কবুলের আশা জাগে, গুনাহের জন্য অনুতাপ জন্মায় এবং নতুন জীবনের প্রেরণা তৈরি হয়।

কাজেই যাদের সামর্থ্য আছে, তাদের জন্য এটি জীবনের এক বিরল সুযোগ। কারণ এমন সময়, এমন স্থান এবং এমন ইবাদতের সমন্বয় সারা বছর থাকে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র মাসে এই মহান সওয়াবের অংশীদার হওয়ার তাওফিক দান করুন।

জাতির ভবিষ্যৎ ও মুসলিম যুবসমাজের নেতৃত্ব

আবুল হাসান আলী নদভি (রহ.)

বিশ্বাসী মুসলিম তরুণদের প্রতি আমার আহ্বান-আপনারা নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হোন। কবি বলেন, ‘নিজের ভেতর খুঁজে নাও জীবনের পথ, যদি তুমি আমার না হও, অন্তত নিজের তো হও।’ নিজের প্রতি তো সুবিচার করুন। আপনারা জাতির নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হোন।

কেননা বিশ্বাসী মানুষের নেতৃত্বের সঙ্গে পুরো জাতির ভবিষ্যৎ জড়িত। বিষয়টি শুধু একটি মাদরাসা, কোনো জামিয়া, কোনো মক্তবের নয়; বিষয়টি কোনো পদ-পদবি বা ভবন রক্ষার নয় অথবা শুধু ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও ব্যক্তিত্ব রক্ষার নয়। আপনাদের অন্যের পেছনে পেছনে চলার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, অন্যের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকার এবং অন্যের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনাদের পাঠানো হয়নি। আপনাদের জাতির গতিপথ ঠিক করার জন্য, বরং পুরো মানবজাতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

সমাজ ও রাষ্ট্র এখন বারবার আত্মহত্যার কসম করছে, জাতি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তারা অনৈতিকতা ও মনুষ্যত্বহীনতার ফেনার ভেতর হাবুডুবু খাচ্ছে। আপনারাই এমন এক সম্প্রদায়, যারা শুধু ভারতবর্ষ নয়, বরং সমগ্র মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে। এ জন্য আপনাদের অনেক প্রস্তুতি ও পাথেয় প্রয়োজন নেই। আপনারা শুধু আল্লাহ ও তার রাসুলের কথা বলবেন। অসুস্থ কোনো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়ে আপনারা পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করে এগিয়ে যাবেন। আল্লাহই আপনাদের সাফল্যের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। ইনশাআল্লাহ, বিজয় আপনাদেরই হবে। কেননা আপনারা নিষ্কলুষ একত্ববাদের বিশ্বাস, মানবীয় সাম্যের নীতি, সামাজিক সুবিচারের ঐতিহ্য রক্ষায় বিদ্যমান। আপনারা সেই অদম্য জাতি, যাদের অন্তরে ঈমান আছে এবং যারা বিশ্বাস করে ‘শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য’। আপনারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নন, যাদের দৃষ্টি বাহ্যিক শক্তি ও সামর্থ্যে আবদ্ধ, যাদের দৃষ্টিতে সম্পদ, প্রাচুর্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সব এবং যারা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়াকে সাফল্যের মাপকাঠি মনে করে। যারা সম্পদের দর্শনে বিশ্বাস করে, অস্তগামী সূর্যের ব্যাপারে ধারণা করে তা কখনো উদিত হবে না, তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আমি এই দৃশ্যই দেখছি। তাদের দেখে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হুঁশিয়ারির কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে তোমাদের ওপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের বিনাশ করবে, যেমন তাদের বিনাশ করেছে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩১৫৮)

মুসলমান যদি আল্লাহর অঙ্গীকারের প্রতি তাদের বিশ্বাস পূর্ণ করে নেয় এবং ঈমানি স্তম্ভগুলো মজবুত করে নেয়, তবে তারা এখনো নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে ফুল বাগান সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে চাই, আল্লামা কাসেম নানুতবি (রহ.), শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.), হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভি (রহ.), আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.)-সহ আমাদের পূর্বসূরি সব আলেম এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করেছেন যে ভারতবর্ষের মুসলমানরা যেন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকে, কোরআন ও সুন্নাহ বুকে ধারণ করে রাখে। নিজেদের দ্বিন, ধর্ম ও ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো হীনম্মন্যতা না থাকে।

আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনারা নিজেদের জন্য নেতৃত্বের জায়গাটি নির্বাচন করুন। জাতীয় নেতৃত্বই আপনাদের উপযুক্ত স্থান। আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহকে ধারণ করে যদি আপনারা অগ্রসর হতে পারেন, তবে আপনাদের প্রতিহত করার মতো কেউ নেই। ইনশাআল্লাহ! আপনারাই বিজয়ী হবেন। এটা আল্লাহর অঙ্গীকার। আল্লাহর অঙ্গীকার কখনো মিথ্যা হতে পারে না। তিনি বলেছেন, ‘তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৯)

‘তামিরে হায়াত’ থেকে মো. আবদুল মজিদ মোল্লার সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর

দুনিয়ার স্ত্রীরা কি আখিরাতেও স্বামীদের সঙ্গী হবে?

পোস্ট ডেস্ক : মানুষের জীবনে দাম্পত্য সম্পর্ক শুধু দুনিয়ার প্রয়োজন মেটানোর বন্ধন নয়; বরং এটি ইমান, ত্যাগ ও পারস্পরিক দায়িত্বের এক পবিত্র আমানত। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে-এই সম্পর্ক কি দুনিয়ার সীমানা পেরিয়ে আখিরাত পর্যন্ত বিস্তৃত? স্বামী-স্ত্রীর এই পার্থিব সঙ্গ কি জান্নাতেও অটুট থাকবে? কুরআন ও সুন্নাহ এই প্রশ্নের এমন এক সান্ত্বনাদায়ক উত্তর দেয়, যা মুমিন হৃদয়কে আশায় ভরিয়ে তোলে।

হ্যাঁ, দুনিয়ার স্ত্রীরাও আখিরাতে স্বামীদের সঙ্গী হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতে মুমিনদের সস্ত্রীক জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ

‘তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।’ (সুরা যুখরুফ: আয়াত ৭০)

আয়াতের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের এমন এক সৌভাগ্যের সংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে শুধু ব্যক্তিগত মুক্তিই নয়- বরং পরিবারসহ, জীবনসঙ্গীসহ চিরস্থায়ী সুখের জীবন নিশ্চিত করা হয়েছে।

> اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ - তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ

এটি প্রমাণ করে যে, ঈমান ও আমলে সঙ্গী হলে স্বামী-স্ত্রী আখিরাতেও একসঙ্গে থাকবে। ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে কেবল দুনিয়ার চুক্তি নয়, বরং আখিরাত পর্যন্ত বিস্তৃত এক পবিত্র বন্ধন হিসেবে দেখে।

> تُحْبَرُوْنَ- অত্যন্ত আনন্দিত, সম্মানিত ও আপ্যায়িত

আরবি ‘হাবর’ শব্দ থেকে এসেছে-যার অর্থ এমন আনন্দ, যা বাহ্যিক সৌন্দর্য, অন্তরের প্রশান্তি ও সম্মানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ হবে সম্মানের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে, কোনো ভয় বা দুঃখ ছাড়া।

কুরআনের অন্য আয়াতে পরিবারসহ জান্নাতের সুসংবাদ

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেন-

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ

‘তারা চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে-তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও (তাদের সঙ্গে থাকবে)।’ (সুরা রাদ: আয়াত ২৩)

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, জান্নাত কেবল একক অর্জন নয়; বরং পরিবারভিত্তিক পুরস্কার।

হাদিসের আলোকে জান্নাতে দাম্পত্য জীবন

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اُسْكِنَ هُوَ وَزَوْجُهُ قَصْرًا مِنَ اللُّؤْلُؤِ

‘মুমিন যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে ও তার স্ত্রীকে মুক্তার তৈরি প্রাসাদে বসবাস করানো হবে।’ (তিরমিজি ২৫২২)

ইসলামে দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য: জান্নাত

দুনিয়াতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি হয়-

> ঈমানভিত্তিক

> ধৈর্য ও দায়িত্বপূর্ণ

> আল্লাহভীরুতা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়া

তবে সেই সম্পর্কের পরিণতি হবে-‘তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো’।

আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়

> জান্নাতে একা যেতে নয়, পরিবারকে সঙ্গে নিতে প্রস্তুতি নিতে হবে

> দাম্পত্য জীবন শুধু সুখ-দুঃখের নয়, বরং আখিরাতের পথচলার সঙ্গী

> স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে জান্নাতের দিকে এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বহন করে

এই আয়াত আমাদের সামনে ইসলামের এক অপূর্ব সৌন্দর্য তুলে ধরে-যেখানে জান্নাত শুধু ব্যক্তিগত মুক্তির স্থান নয়, বরং পরিবারসহ সম্মানিত ও আনন্দঘন আবাসস্থল। দুনিয়ায় যারা আল্লাহর জন্য সম্পর্ক রক্ষা করে, ত্যাগ স্বীকার করে এবং ঈমানের পথে একসঙ্গে চলে-আখিরাতে আল্লাহ তাদের বলবেন-

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ

‘উদখুলুল জান্নাতা আন্তুম ওয়া আজওয়াঝুকুম তুহবারূন’

তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।

ইসলাম আমাদের জানিয়ে দেয়-আখিরাতের জান্নাত কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের প্রতীক নয়; বরং এটি পরিবারসহ সম্মানিত ও আনন্দঘন পুরস্কারের স্থান। দুনিয়ায় যারা ইমানের পথে একসঙ্গে চলেছে, সুখ-দুঃখে আল্লাহকে কেন্দ্র করে সম্পর্ক রক্ষা করেছে, তাদের জন্য জান্নাতে রয়েছে পুনর্মিলনের সৌভাগ্য। সুতরাং দাম্পত্য জীবন হোক জান্নাতমুখী পথচলার সঙ্গী-যাতে আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই পরম আহ্বান শোনা যায়- ‘তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।’ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২০.০২.২৬ শুক্রবার	5:45	7:02	01:00	3:34	5:43	7:45
২১.০২.২৬ শনিবার	5:43	7:00	12:45	3:36	5:45	7:45
২২.০২.২৬ রবিবার	5:41	6:58	12:45	3:38	5:46	7:45
২৩.০২.২৬ সোমবার	5:39	6:56	12:45	3:39	5:48	7:45
২৪.০২.২৬ মঙ্গলবার	5:37	6:54	12:45	3:41	5:50	7:45
২৫.০২.২৬ বুধবার	5:34	6:51	12:45	3:42	5:52	7:45
২৬.০২.২৬ বৃহস্পতিবার	5:32	6:49	12:45	3:44	5:54	7:45

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ইফতারের জন্য বিশেষ বিরতি ইংলিশ ফুটবলে

পোস্ট ডেস্ক : পবিত্র রমজান মাসে মুসলিম খেলোয়াড় ও ম্যাচ কর্মকর্তাদের রোজা ভাঙার সুযোগ দিতে চলতি মৌসুমেও বিশেষ ম্যাচডে প্রটোকল চালু রাখছে প্রিমিয়ার লিগ ও ইংলিশ ফুটবল লিগ।

এই সপ্তাহে রমজান শুরু হচ্ছে। এক মাসব্যাপী এই সময়ে মুসলমানরা ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। ফলে সন্ধ্যার ম্যাচগুলোর সময় অনেক মুসলিম ফুটবলার ইফতারের সময় মাঠেই থাকেন। তাদের সুবিধার্থে খেলার স্বাভাবিক বিরতির মুহূর্তে সংক্ষিপ্ত বিরতির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

ম্যাচ শুরুর আগে দুই দলের অধিনায়ক ও ম্যাচ কর্মকর্তারা আলোচনা করে ঠিক করবেন বিরতি প্রয়োজন কি না এবং হলে কখন নেওয়া হবে। খেলা চলমান অবস্থায় থামানো হবে না; বরং গোল-কিক, ফ্রি-কিক বা থ্রো-ইনের মতো স্বাভাবিক বিরতিতে সংক্ষিপ্ত সময় দেওয়া হবে। এই নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ২০২১ সালে।

আরও এক ইংল্যান্ড প্রবাসী ফুটবলার যাচ্ছেন বাংলাদেশে

পোস্ট ডেস্ক : সুইডেন প্রবাসী আনিকা রানিয়া সিদ্দিকীর পর এবার বাফুফের নজরে আরেক ব্রিটিশ-বাংলাদেশি প্রতিভা শায়লা মদিনা আহমেদ। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নারী ফুটবলে প্রবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তারই অংশ হিসাবে এবার বয়সভিত্তিক দলের জন্য এই ফরোয়ার্ডকে বিবেচনা করা হচ্ছে।

২০০৯ সালে জন্ম নেওয়া ১৬ বছর বয়সি শায়লা বর্তমানে ইংল্যান্ডে নিয়মিত ফুটবল খেলছেন। ২০১৫ সালের আগস্টে বড় এক মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি; পূর্ণ স্কলারশিপ নিয়ে যোগ দেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব অ্যাস্টন ভিলার মর্যাদাপূর্ণ 'ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে'। এলিট পর্যায়ের খেলোয়াড় তৈরির জন্য এ একাডেমি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত।

অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেওয়ার আগে শায়লা নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন নর্থহ্যাম্পটন টাউন এফসি গার্লস এলিট একাডেমিতে। ক্লাবটির অনূর্ধ্ব-১৩ দলের হয়ে দুই মৌসুমে ১৭ গোল এবং ২২টি অ্যাসিস্ট করেন তিনি। দুর্দান্ত এ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০-২১ মৌসুমে তিনি নর্থহ্যাম্পটনের 'প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হন।

বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিম শায়লার অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তাকে এখনই সিনিয়র দলে না খেলিয়ে বয়সভিত্তিক দলে সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ, শায়লা যুব দলের হয়ে বাংলাদেশে আসবে। আমরা নিয়মিত তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। সে বর্তমানে অ্যাস্টন ভিলায় স্কলারশিপে রয়েছে। গত বছর থেকেই তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছে।'

ফাহাদ করিম আরও জানান, আসন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলোর সময়সূচি অনুযায়ী শায়লাকে প্রস্তাব দেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'আমাদের সামনে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ বা ২০ টুর্নামেন্ট আছে। সব কিছু ঠিক থাকলে এ বছরই তাকে দলের সঙ্গে দেখা যেতে পারে।'

আইপিএলে কোচিংয়ের প্রস্তাব পেলেন গম্ভীর

পোস্ট ডেস্ক : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলাকালীনই ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে আইপিএলে কোচিংয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। খবর অনুযায়ী, রাজস্থান রয়্যালস তাকে এই প্রস্তাব দিয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে, গম্ভীর এই প্রস্তাবে রাজি নন।

'আজ তাক' জানিয়েছে, রাজস্থান রয়্যালসের নতুন মালিকরা গম্ভীরের সঙ্গে কথা বলেছেন। আইপিএলের নতুন মরশুমের আগে দলটির মালিকানা বদল হওয়ায়, অধিনায়ক থেকে কোচিং স্টাফ পর্যন্ত সবকিছুতেই পরিবর্তন এসেছে। রাজস্থান গম্ভীরকে দলের মেন্টর, সিইও বা পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ দিতে চায়।

তবে আপাতত গম্ভীর ভারতের হেড কোচ হিসেবে থাকতে চান। তার বর্তমান চুক্তি ২০২৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ আছে। ইতোমধ্যেই ভারতকে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়ে কোচ হিসেবে তিনি সাফল্য দেখিয়েছেন।

চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের এক ম্যাচ বাকি থাকতেই তারা সুপার এইটে পৌঁছেছে। এরপর ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। গম্ভীর ওই সময় পর্যন্ত ভারতীয় দলের কোচ হিসেবেই থাকতে চান।

গর্বের ৩৪ বছরের রেকর্ডে আর্সেনাল

পোস্ট ডেস্ক : এফএ কাপে ভক্তদের অনুমিত ফলই উপহার দিলো আর্সেনাল। রোববার চতুর্থ রাউন্ডে উইগান অ্যাথলেটিকের বিপক্ষে গানারদের জয় ৪-০ গোলে। ম্যাচের বয়স আধঘণ্টা হওয়ার আগেই স্রেফ ১৬ মিনিটের ব্যবধানে গোল চারটি করে আর্সেনাল। শেষ ৩৪ বছরে প্রিমিয়ার লীগের কোনো ক্লাব এতটা দাপট দেখাতে পারেনি। এ জয়ে ছয় বছর পর এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডে খেলবে জায়ান্টরা।

১৯৯২-৯৩ মৌসুমের পর এফএ কাপের কোনো ম্যাচে প্রথম ৩০ মিনিটের মধ্যে চার গোল করা প্রথম ক্লাব আর্সেনাল। গত বৃহস্পতিবার ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে হোঁচট খাওয়া (১-১) ম্যাচটি থেকে এদিন আটটি পরিবর্তন আনেন কোচ মিকেল আর্তেতা। তবুও আক্রমণভাগে ছিলেন বুকায়ো সাকা, এবেরেচি এজে, ননি মাদুয়েকে, গ্যাব্রিয়েল জেসুস, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি মতো তারকারা। তাদের মধ্যে জালের দেখা পান তিনজনই, অন্যটি আত্মঘাতী। ম্যাচের পর আর্সেনাল বস আর্তেতা বলেন, 'এটি (ফল) খুবই ভালো হয়েছে। আমরা অনেক (৮) পরিবর্তন করেছি। এমন খেলোয়াড়রা ছিল, যাদের কিছু মিনিট খেলা প্রয়োজন ছিল। তারা ম্যাচটি খুব ভালোভাবে শুরু করেছে। দারুণ গতি ছিল। এবং প্রথমার্ধই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।'

দলের স্প্যানিশ কোচ আরও বলেন, 'ম্যাচের প্রথম কয়েক মিনিটে আমরা যে তীব্রতা দেখিয়েছি, দল হিসেবে (আমাদের) যে অভিপ্রায় ছিল, আর যেসব খেলোয়াড় আগে একসঙ্গে ম্যাচ খেলেনি, তাদের মধ্যকার যে সমন্বয় ছিল, সবই খুব ইতিবাচক।' এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালের প্রথম দুটি গোলের কারিগর এবেরেচি এজে। একাদশ মিনিটে তার পাস থেকে মাদুয়েকের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। মিনিট সাতেকের মধ্যে ইংলিশ ফরোয়ার্ডের অ্যাসিস্টেই ব্যবধান বাড়ান মার্তিনেল্লি। এর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরেকটি গোল যোগ হয় স্কোরশিটে। মরগান ফক্সকে গতিতে পরাস্ত করে মাদুয়েকে পাস ঠেলে দেন সাকার দিকে। ইংলিশ উইঙ্গারের পুলব্যাক জেসুসের পায়ে লেগে দিক পাল্টায় এবং বিভ্রান্ত হয়ে আত্মঘাতী হেডে নিজেদের জালেই বল জড়ান উইগানের জ্যাক হান্ট।

আবারও পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গোল করে স্বাগতিকরা। ক্রিশ্চিয়ান নরগার্ডের ওপর দিয়ে বাড়ানো লম্বা বল নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন জেসুস। এগিয়ে আসা টিকলের মাথার ওপর দিয়ে দর্শনীয় এক চিপে দলের চতুর্থ ও শেষ গোলটি করেন তিনি।

বিরতির পর সাকার জায়গায় মাঠে আসেন ভিক্টর ইয়োকেরেস। সুইডিশ তারকা দলের পঞ্চম গোলটি প্রায় করেই ফেলেছিলেন। তবে তার প্রথম শটটি ফিরে আসে গোলপোস্টে লেগে। এরপর বেশ কিছু আক্রমণ চালালেও শেষ পর্যন্ত আর গোলের দেখা পায়নি আর্সেনাল।

এ জয়ে ২০২০-এর পর এবারই প্রথম এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডে খেলবে আর্সেনাল।

বার্সার স্বপ্নভঙ্গ

পোস্ট ডেস্ক : লা লিগার শীর্ষে ফেরার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করল বার্সেলোনা। ফ্রান বেলত্রানের শেষ মুহূর্তের গোলে জিরোনা ২-১ ব্যবধানে জয় তুলে নিলে কাতালান ডার্বি থেকে হতাশ মুখেই মাঠ ছাড়তে হয় বার্সাকে। জিরোনার মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় দুই দল। বার্সার হয়ে রাফিনিয়া ও লামিনে ইয়ামাল সুযোগ পেলেও গোলের দেখা পাননি।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি পেলেও ইয়ামালের স্পটকিক পোস্টে লেগে ফিরে আসে।

বিরতির পর ৫৯ মিনিটে পাউ কুবারসির হেডে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যেই থমাস লেমার গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান। এরপর একের পর এক আক্রমণে চাপ বাড়ায় জিরোনা।

ম্যাচের ৮৬ মিনিটে ফ্রান বেলত্রান নিচু শটে বল জালে জড়ালে উল্লাসে ফেটে পড়ে স্বাগতিক সমর্থকেরা। বার্সা শিবিরের আপত্তি সত্ত্বেও বহাল থাকে গোল। অতিরিক্ত সময়ে স্বাগতিক খেলোয়াড় জোয়েল রোকা লাল কার্ড দেখলেও ম্যাচের ফল বদলায়নি।

এই হারে ২৪ ম্যাচ শেষে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগা টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে আছে বার্সেলোনা।

সমান ম্যাচ খেলে দুই পয়েন্ট এগিয়ে থেকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ আছে শীর্ষে। অপরদিকে ২৪ ম্যাচ শেষে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে ১২তম স্থানে আছে জিরোনা।

এমবাপ্পের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন ভিনিসিয়ুস

পোস্ট ডেস্ক : গত দেড় বছর মাঠে সময়টা খুব একটা সুখকর ছিল না। ফর্মের ওঠানামা, সমালোচনা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা-সব মিলিয়ে কঠিন সময় পার করেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বলছে, তিনি আবারও নিজের সেরা ছন্দে ফিরছেন।

ভিনিসিউসের বর্তমান চুক্তি রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত। এখনো নতুন চুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত অগ্রগতি না হলেও ব্রাজিলিয়ান তারকা জানিয়েছেন, মাদ্রিদেই তিনি সুখী।

স্প্যানিশ কনটেন্ট ক্রিয়েটর ইবাই ইয়ানোসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভিনিসিউস বলেন, 'আমি খুবই খুশি। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলতে পারা, আমার জীবন ও পরিবার, সবকিছু আমাকে আনন্দ দেয়। মাঠে ও মাঠের বাইরে সুখী থাকাই সবচেয়ে বড় বিষয়।

২০২৪ সালের গ্রীষ্মে কিলিয়ান এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর শুরুতে ভিনিসিউসের পারফরম্যান্সে কিছুটা প্রভাব পড়ে। তবে দুজনের সম্পর্ক যে দারুণ, তা স্পষ্ট করেছেন ভিনি নিজেই।

তিনি জানান, "প্রতি গ্রীষ্মেই তাকে লিখতাম-'তুমি কবে আসছো?' আমি যেন এজেন্টের মতো কাজ করতাম। বেলিংহামের ক্ষেত্রেও তাই করেছি। আমি সেরাদের সঙ্গে খেলতে চাই, যাতে জয়ের সম্ভাবনা বাড়ে। আমরা পরিবারের চেয়েও একে অপরের সঙ্গে বেশি সময় কাটাই, তাই ভালো সম্পর্ক থাকা জরুরি।'

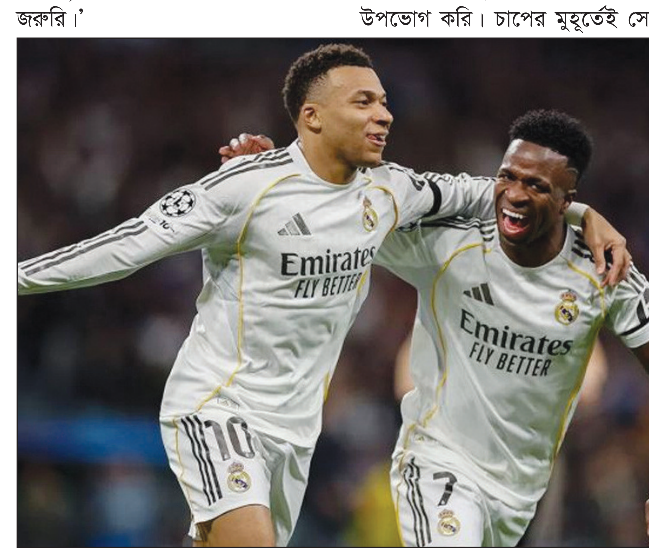

অল্প বয়সেই বিশ্ব ফুটবলে বড় তারকা হয়ে ওঠার চাপ নিয়েও খোলামেলা কথা বলেন ভিনিসিউস।

'ছোট বয়সে আমরা খ্যাতি সামলাতে শিখি না। হঠাৎ করেই বিখ্যাত হয়ে যাই।

তখন রাস্তায় বের হওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। ভালো দিক হলো মানুষ ভালোবাসে, খারাপ দিক হলো সংবাদমাধ্যম ও প্রতিপক্ষ সমর্থকদের চাপ। তবে প্রতিপক্ষের শিস আমি উপভোগ করি। চাপের মুহূর্তেই সেরা খেলোয়াড়রা নিজেদের প্রমাণ করে,' বলেন তিনি।

সম্প্রতি রোনাল্ড আরাউহোর সঙ্গে মানসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন বলেও জানান ভিনিসিউস। তার ভাষায়, 'সবকিছু শুনতে হয়, শুধু ভালো কথাই নয়।'

আন্দ্রে বেতেই: মানবিক সমাজবোধের অনন্য উত্তরাধিকারী

ড. মাহরুফ চৌধুরী

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে আন্দ্রে বেতেই (অহফৎব্ক ইব্কঃবরষষব) এক বিরল ও অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি কেবল তত্ত্ব ও মতাদর্শের বিমূর্ত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং সমাজকে তিনি দেখেছেন জীবন্ত বাস্তবতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং জটিল আন্তঃসম্পর্কের সমন্বিত পরিসর হিসেবে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখে ৯১ বছর বয়সে দিল্লিতে নিজের বাসভবনে তাঁর মৃত্যু ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান ঘটে। বেতেইর মৃত্যু কেবল এক ব্যক্তির নীরব সমাপ্তি নয়; এটি একটি বৌদ্ধিক ধারার অবসান, যেখানে যুক্তি, মানবিকতা ও ধারাবাহিক বিশ্লেষণ সম্মিলিতভাবে মানুষের জীবনের সামাজিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতো।

দ্বৈত কালচারাল উত্তরাধিকারের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও শিক্ষার বৌদ্ধিক ভিত্তি। ১৯৩৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এক ফরাসি পিতা ও বাঙালি মাতার ঘরে। এই দ্বৈত কালচারাল উত্তরাধিকারের পারিবারিক পরিবেশই তাঁকে শৈশব থেকেই বহুসাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত করে। পরবর্তী সময়ে তাঁর চিন্তায় বিশেষ করে সামাজিক বিশ্লেষণে যে বহুমাত্রিকতা, তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়, তার বীজ নিহিত ছিল এই অভিজ্ঞতায়। শিক্ষাজীবন শুরু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে তিনি মানবিক ও সামাজিক প্রশ্নগুলোর সঙ্গে পরিচিত হন। পরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি অর্জনের মাধ্যমে তিনি সমাজবিজ্ঞানের গভীর অন্বেষণে প্রবেশ করেন, বিশেষত ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ প্রথা, শ্রেণী বিভাজন ও ক্ষমতা কাঠামোর সম্পর্ক নিয়ে।

আন্দ্রে বেতেইয়ের (১৯৩৪-২০২৬) একাডেমিক জীবন ছিল বিস্তৃত ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিব্যাপ্ত। দীর্ঘ প্রায় চার দশক তিনি দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিক্সে শিক্ষকতা ও গবেষণার প্রতি নিবেদিত ছিলেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে ভারতের তুলনামূলক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের উপস্থিতিকে সুদৃঢ় করেন। তবু লক্ষণীয় যে, বহু আন্তর্জাতিক সুযোগ সত্ত্বেও তিনি গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে নিজের দেশ ভারতকেই বেছে নিয়েছিলেন। ভারতীয় সামাজিক বাস্তবতাকে দেশীয় প্রেক্ষাপটে, নিজস্ব বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুধাবন করাই ছিল তাঁর বৌদ্ধিক অঙ্গীকার।

ত্রিমাত্রিক প্রেক্ষাপট তথা জাতিভেদ প্রথা, শ্রেণি বিভাজন ও ক্ষমতার সমন্বিত প্রেক্ষাপট থেকে আন্দ্রে বেতেই সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা ও আন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথাগত ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ধর্মীয় বিশ্বাস-নির্ভর বিচার-বিশ্লেষণের বিপরীতে তথ্য-উপাত্ত-নির্ভর যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন এমন এক সমাজচিন্তাবিদ, যিনি সমাজের বিশ্লেষণে কুসংস্কারগত বা একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেননি। তিনি সুচারুভাবে তুলে ধরলেন যে, কেবল ধর্মীয় বিচার-বিশ্লেষণে আর বর্তমান ভারতের জাতিগত রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তিনি দেখিয়েছেন যে সমাজের স্তরায়ণকে বোঝা যায় জাতি (কাস্ট), শ্রেণী (ক্লাস) এবং ক্ষমতার (পাওয়ার) সমন্বিত কাঠামোর মাধ্যমে। সমাজ একাধিক মাত্রায় সংগঠিত; তাঁর এই ধারণা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে একটি নতুন বিশ্লেষণী দিগন্ত উন্মোচন করে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল বর্ণভিত্তিক বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আধুনিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক সম্পদ, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝার জন্য একটি নতুন ভাষা ও পদ্ধতির সূচনা করে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা ও শ্রেণিভিত্তিক বাস্তবতা উঠে এসেছে তাঁর

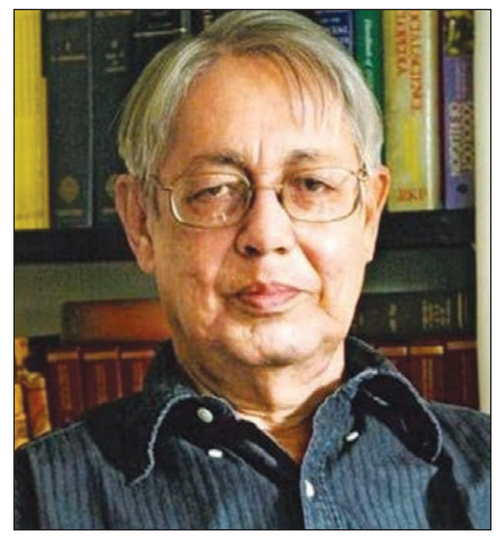

একাডেমিক কর্মে, যা তাঁর গবেষণার অন্যতম শক্তি। বেতেইয়ের গবেষণার অন্যতম ভিত্তি হলো তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুর জেলার শ্রীপুরম গ্রামে ষাটের দশকের গোড়ার দিতে তাঁর দীর্ঘ মাঠপর্যায়ের সমীক্ষা, যা পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে 'বর্ণ, শ্রেণি ও ক্ষমতা: তাঞ্জোরের একটি গ্রামে স্তরবিন্যাসের পরিবর্তনশীল ধরণ' (কাস্ট, ক্লাস অ্যান্ড পাওয়ার: চেইঞ্জিং প্যাটার্নস অব স্ট্র্যাটিফিকেশন ইন এ তাঞ্জোর ভিলেজ) নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে একটি যুগান্তকারী সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তথা ক্লাসিক কাজ হিসেবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন যে সমাজের স্তরায়ণ কেবল বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের ওপর স্থির নয়; বরং আধুনিক শিক্ষা, পেশাগত সুযোগ, ভূমির মালিকানা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে।।

আন্দ্রে বেতেই বিশ্লেষণ করেন যে, বিদ্যমান ঐতিহ্যগত ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহ্যগত প্রভাব সমাজে ধীরে ধীরে দুর্বল ও রূপান্তরিত হচ্ছে, এবং তার পাশাপাশি আবার নতুন সামাজিক শক্তি- যেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয় গোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ- এসব উঠে আসছে এক সমান্তরাল স্তরায়ণের অংশ হিসেবে। ফলে সমাজে এক সমান্তরাল স্তরায়ণ গড়ে উঠছে, যেখানে বর্ণ, শ্রেণি ও ক্ষমতা একযোগে কাজ করছে। বেতেই আরো দেখান যে, কাস্টের তথা বর্ণভেদ প্রথার ওপর ভিত্তি করে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করলে তা ভূগোলের মতো স্থির হয়ে যায়। ফলে সমাজকে স্থির ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে হতে পারে; কিন্তু বাস্তবে সমাজ গতিশীল এবং তার ভেতরে বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক টানাপোড়েন সক্রিয় থাকে। এই বইটিতে তিনি কেবল বর্ণ কাঠামো থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে অর্থনৈতিক শ্রেণী, সামাজিক তথা আচার-অনুষ্ঠানের মর্যাদা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরের দিকে নিয়ে যায়, যা প্রকাশ করে যে কীভাবে ঐতিহ্যবাহী বর্ণপ্রথার আধিপত্য হ্রাস পাচ্ছে।

সমাজ, ন্যায্যতা ও আধুনিকতা তাঁর কাজের পরিধিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। উপরে আলোচিত বইটি ছাড়াও বেতেই লিখেছেন বেশ কিছু বই ও প্রবন্ধ। তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো, 'ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি' (সোসাইটি এন্ড পলিটিক্স ইন ইনডিয়া), 'প্রাকৃতিক বৈষম্যের ধারণা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (দ্য আইডিয়া অব ন্যাচারাল ইনইকুয়ালিটি এন্ড আদার এসেজ), 'সমাজের বিরোধিতা' (এন্টিনোমিস অব সোসাইটি)। এসব লেখায় তিনি ভারতীয় সমাজ, বৈষম্য, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়ের জটিল প্রশ্নগুলোকে তুলনামূলক ও নৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, 'প্রাকৃতিক বৈষম্যের ধারণা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সমাজে অসমতার ধারণা কীভাবে 'স্বাভাবিক' বা 'প্রাকৃতিক' বলে প্রতিষ্ঠিত হয়? তিনি বিশ্লেষণ করেন, কীভাবে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, নিয়মনীতি এবং পেশাগত সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে বৈষম্য ধীরে ধীরে বৈধতা অর্জন করে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে বেতেই দেখিয়েছেন, সামাজিক অসমতা কেবল অর্থনৈতিক বাস্তবতা নয়; এটি এক গভীর নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশ্ন, যার সমাধানও বহুমাত্রিক চিন্তার দাবি রাখে।

আন্দ্রে বেতেই ছিলেন একজন মানবিক শিক্ষক ও যুক্তিবাদী পথপ্রদর্শক। তাই কেবল একাডেমিক গবেষণাই তাঁর মেধার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়; বরং শিক্ষাদান ছিল তাঁর বৌদ্ধিক সাধনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতপক্ষে, বেতেই ছিলেন এক ব্যতিক্রমী শিক্ষক, যিনি ছাত্রদের সঙ্গে সহজ ও সমমর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। তিনি মনে করতেন, তত্ত্বের আলোচনায় কেবল তথ্য বা জ্ঞান যথেষ্ট নয়; শিক্ষা এমন হতে হবে যা শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, প্রশ্ন তুলতে এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে উৎসাহিত করে। সহকর্মী ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণে উঠে আসে তাঁর অধ্যবসায় ও নিবেদনের কথা। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি পাঠদান, গবেষণা এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর ভাষণ ছিল সরল অথচ গভীর; জটিল তাত্ত্বিক বিষয়কেও তিনি বোধগম্য করে তুলতে পারতেন। তাঁর শিক্ষাদান-শৈলী বিমূর্ত তত্ত্বকে পাঠযোগ্য করে তুলতেন এবং শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সেই তত্ত্বের সংযোগ খুঁজে নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এই কারণেই তিনি কেবল একজন অধ্যাপক নন, বরং এক বিশেষ প্রজন্ম গড়ে তোলা এক অনন্য চিন্তার নির্মাতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ভারত সরকার জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৫ সালে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে। এটি ভারতের অন্যতম উচ্চ নাগরিক সম্মান এবং শিক্ষা ও সাহিত্যে অসাধারণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়। তবে বেতেইয়ের অবদান কেবল গবেষণা ও লেখালেখিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার কাজেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং উত্তর-পূর্ব হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে তিনি প্রান্তিক অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

আন্দ্রে বেতেই ছিলেন এমন এক চিন্তাবিদ, যিনি নৈতিক বোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে তাঁর বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার হিসেবে প্রচন্ডভাবে ধারণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের একাডেমিক ও সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হবে। ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ তাঁকে 'নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নোঙর' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি এমন এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি অনেকের জন্য বৌদ্ধিক উত্তরণ ও নৈতিক দিকনির্দেশনার দৃঢ় ভিত্তি হয়ে থাকবেন। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের একটি মৌলিক শিক্ষা দেয়, আর তা হলো সমাজকে বোঝা মানে কেবল তত্ত্বের অনুশীলন নয়; বরং অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক ন্যায়ের চেতনা এবং সংযমী পর্যবেক্ষণের সমন্বয়ে ব্যক্তি ও সমাজকে গভীরভাবে অনুধাবন করা। বেতেইর উত্তরাধিকার আমাদের সমাজবিজ্ঞানে সংযত, যুক্তিনিষ্ঠ ও সদর্থক আলোচনার ধারাকে অটলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আন্দ্রে বেতেই শুধু এক প্রতিভাধর সমাজবিজ্ঞানীই ছিলেন না; তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, সংযত ও গভীরভাবে মানবিক সমাজবোধের এক অনন্য উত্তরাধিকারী। তাঁর বৌদ্ধিক অবস্থান কখনো উচ্চকণ্ঠ ছিল না, কিন্তু ছিল দৃঢ়, সুসংহত ও নৈতিকভাবে স্বচ্ছ। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে, সমাজকে বোঝা মানে কেবল তত্ত্ব নির্মাণ নয়, বরং বাস্তবতার জটিল স্তরগুলোকে ধৈর্য ও সততার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা। তাঁর জীবনের পাঠ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে গতিশীল সমাজের অন্তর্নিহিত বৈষম্য, ক্ষমতার রূপান্তর ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নের সমাধান সম্ভব কেবল তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ, যৌক্তিকবোধ এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার সমন্বয়ে। বেতেইর চিন্তাশীল জীবন, বৌদ্ধিক স্বচ্ছতা এবং মানবিক সংবেদনশীলতা আমাদের সামনে এক দীপ্ত দিকনির্দেশ হয়ে থাকবে। মতাদর্শিক বিভাজন ও আবেগনির্ভর আলোচনার যুগে তাঁর সংযমী, প্রমাণনির্ভর এবং নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ সমাজপাঠ আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায় কীভাবে গণতন্ত্র, শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায় একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর উত্তরাধিকার কেবল গ্রন্থে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি বৌদ্ধিক সংস্কৃতি, যা দীর্ঘকাল ধরে সমাজবিজ্ঞানের পাঠ, বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তির নীতিকে প্রভাবিত করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সমালোচনামূলক ও মানবিক দৃষ্টিতে সমাজকে অনুধাবন করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

লিখেছেন: ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য। Email: mahruf@ymail.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Retrospective ‘earned settlement’ ILR changes to face legal challenge

Post Desk: As reported by The National yesterday, the new organisation Skill Migrants Alliance is preparing a legal challenge against plans by the Government to retrospectively extend the five-year qualifying period for Indefinite Leave to Remain (ILR) under its new "earned settlement" policy.

Skill Migrants Alliance launched its website this week, describing itself as a community-led initiative representing skilled migrants and their families across the UK. The group says it advocates on behalf of approximately 1.6 million workers, employers and individuals, including those employed in sectors such as healthcare, infrastructure and technology.

The alliance's stated aim is to challenge proposed retrospective changes to immigration policy that could extend the settlement route for skilled migrants from five years to ten or potentially fifteen years. It argues that migrants who entered the UK under existing rules did so with a legitimate expectation of settlement after five years, and that extending the qualifying period retrospectively would create significant financial and personal uncertainty for affected individuals and families.

The organisation says it has instructed immigration and public law specialists at Kingsley Napley LLP, alongside leading barrister Sonali Naik KC of Garden Court Chambers, to prepare a formal legal opinion, which will inform a pre-action letter to the Home Office.

"By securing the best legal counsel today, we are sending a clear message to the Home Office: we are prepared, we are professional, and we are united," the organisation stated.

In a January update posted on CrowdJustice, Skill Migrants Alliance said that an initial fundraising target of £25,000 to meet early legal costs has been reached through a crowdfunding campaign. The alliance said this funding would cover the first phase of legal advice and preparation, with further action dependent on the Government's final policy decision and any formal changes to the Immigration Rules.

It said it was prepared to seek judicial review and that its objective was to ensure the Government honours what it describes as the legitimate expectation of a five-year route to settlement for affected migrants.

The legal preparations follow the closure last week of a Home Office consultation on the proposed "earned settlement" reforms, which sought views on extending settlement qualification periods and introducing additional requirements for permanent residence. Ministers have said that transitional arrangements and final details of the earned settlement policy will be informed by responses to the consultation.

In her November policy statement, A Fairer Pathway to Settlement, Home Secretary Shabana Mahmood said the Government did intend the changes to apply to migrants already in the UK who had not yet obtained settlement. She stated: "Crucially ... we propose to apply these changes to everyone in the country today who has not already received indefinite leave to remain. This would mean that those who are due to reach settlement in the coming months and years would be subject to the new requirements for earned settlement, as soon as our immigration rules have changed."

The Home Secretary reiterated this position in evidence to the House of Commons Home Affairs Committee earlier this month, defending the Government's approach in light of recent migration levels. She told the Committee: "I think what is fair is that a Government and a country should be able to respond to the circumstances that they face." She noted that settlement applications are assessed under the rules in force at the time of application, rather than those in place when a person first entered the UK. "The basis on which an application for indefinite leave to remain is assessed is based on the rules at the time that you apply," she said. "That has always been the case... it has been tested in court and been upheld in case law since 2009."

Skill Migrants Alliance stated that it would determine its next steps once the Government publishes its response and any formal changes to the Immigration Rules. It said its objective is to ensure that existing migrants' settlement pathways are treated in accordance with what it describes as the expectations in place when they entered the UK.

Zuckerberg defends Meta in landmark social media addiction trial

Post Desk: Mark Zuckerberg, the boss of Instagram-owner Meta Platforms, struggled in court on Wednesday to defend his company from claims it targeted young users as he was confronted with multiple internal documents.

He maintained that lawyers were "mischaracterising" the communications, which were presented as part of a landmark trial in Los Angeles over whether social media is addictive for children.

It was Zuckerberg's first appearance before a jury, after years of rising backlash against Meta, which also owns WhatsApp and Facebook.

The trial, in which Google's YouTube is also a defendant, is being closely watched for its implications for thousands of similar lawsuits.

TikTok and Snapchat, which had also been named in the lawsuit, settled shortly before trial was scheduled to begin. Terms of the settlements were not disclosed.

Meta has repeatedly maintained that the company has taken action to protect young users and bars people under the age of 13.

But in court, Mark Lanier, the lawyer for the lead plaintiff in the case - known by her initial K.G.M - presented an internal email raising concerns that the firm's age limits were "unenforced".

This makes it "difficult to claim we're doing all we can", according to the email from Nick Clegg, who worked as Meta's head of global affairs for several years after the former Liberal Democrat MP served as the UK's deputy prime minister.

Another presentation from 2018 showed the firm discussing the retention of "tweens" on the platform, despite the company in theory barring users under the age of 13.

Zuckerberg said he "always" regretted not making faster progress to identify users under 13, but he believed the company had reached the "right place over time".

He accused Lanier of taking the tween document out of context, saying the company had had "various discussions" about building a version of its product that could be used by children under 13 "in a regulated way".

He pointed to his company's Messenger Kids service, which he said he uses "with my own kids" as an example. Zuckerberg and his wife Priscilla Chan have three children.

"You're mischaracterising what I'm saying," he added. "I'm not surprised that people internally were studying this."

Lanier also confronted Zuckerberg about efforts to get teens to use the platform.

He presented emails from Zuckerberg as well as other internal messages, in which employees discussed in clear terms "teen usage" and how to increase it.

In one from 2015, Zuckerberg told a group of executives that his goals for the year included seeing "time spent increase by 12%" and the "teen trend be reversed."

A separate 2017 email from an executive stated that "Mark has decided the top priority for the company is teens".

Zuckerberg admitted that "at an earlier point in the company" he gave executives goals to increase time spent, but insisted that was no longer how the company operated.

K.G.M. or Kaley, who started using Instagram and YouTube as a child, attended the proceedings on Wednesday, sitting directly across from Zuckerberg, who arrived at court with an entourage of security and associates.

Bereaved parents were also among those in the courtroom to watch the proceedings.

The trial is expected to last several weeks. It is also set to include testimony from former Meta employees who have since spoken out about on the company's practices.

YouTube boss Neal Mohan had also been expected to appear but is no longer being called for testimony, the BBC has learned.

In questioning last week, Adam Mosseri, the head of Instagram, challenged the idea of social media addiction, arguing that even 16-hours of Instagram use in a single day did not show an addiction.

In his own testimony, Zuckerberg said that if something is of value, "people tend to use it more."

Lanier noted that people who are addicted to something also tend to increase their use.

"I don't know what to say to that," Zuckerberg replied. "I think that may be true but I don't know if that applies here."

The case is one of thousands of similar lawsuits brought by families, state prosecutors and school districts currently winding their way through US courts.

The lawsuits accuse Meta and other social media platforms, including TikTok, Snapchat and Youtube, of functioning in an addictive manner that ultimately has harmed many children.

In one such case, 29 state attorney generals are pushing a California federal court to demand that the platforms make a number of changes immediately, before any trial, including forcing Meta to remove all accounts known to belong to users under 13 years of age.

Jamaat-e-Islami between History and Creed

By K S T Qureshi

The 12th February 2026 general election in Bangladesh, culminating in a decisive victory for the Bangladesh Nationalist Party and a humiliating defeat for Bangladesh Jamaat-e-Islami, signifies more than an ordinary fluctuation in parliamentary arithmetic. It represents a reaffirmation of two intertwined judgements within the Bangladeshi Muslim consciousness; it was a historical verdict concerning 1971, and a religious instinct concerning authenticity. The electorate's repudiation appears not episodic, but cumulative. Jamaat-e-Islami's persistent marginalisation cannot be understood solely in terms of strategy or organisation. It is tethered, first and foremost, to the unresolved moral burden of the Liberation War. The events of 1971 were not a mere political rupture; they constituted the crucible through which Bangladesh emerged as a sovereign nation. Allegiances formed during that conflict were inscribed deeply into collective memory. For many Bangladeshi citizens, Jamaat's association with that tragic chapter remains indelible. Democracy does not enforce amnesia. Nations forged in sacrifice do not easily detach political actors from the roles they are believed to have played in moments of existential peril. The electorate's recurring rejection of Jamaat thus appears less a judgement upon its present manifesto than a refusal to absolve its past without unequivocal moral reckoning.

History alone does not exhaust the explanation. There exists a parallel anxiety of a theological nature. Islam, as understood by the overwhelming majority of Bangladeshi Muslims, is not an ideology devised in the twentieth century but the revival and restoration of primordial monotheism by Mohammed, the Selected One (peace be upon him). His mission, as articulated in the Qur'an, was a reminder calling humanity back to an uncorrupted path. The early Muslim community conceived of itself as a single ummah, united by devotion to God and fidelity to the Prophetic example. Over the centuries, however, intellectual schools and spiritual paths emerged. While these enriched Islamic civilisation, they also introduced layers of interpretation that sometimes hardened into factional identities. In the modern period, movements such as Deobandi, Salafi, Islamist, Jamati, Ahmadi, and others arose within distinct historical contexts, each claiming fidelity to Islam, yet each imprinting upon it a particular inflection.

Jamaat-e-Islami, founded in 1941 by Syed Abul A'la Mawdudi, represented not merely a theological school but an explicitly ideological project. Mawdudi reframed Islam in the jargon of modern political theory, presenting it as a comprehensive system to be realised through disciplined party organisation and the pursuit of an Islamic state. Sovereignty, he argued, belongs to God and must be realised through structured political struggle. It is precisely this ideological reframing that has invited suspicion among many traditional Muslims in Bangladesh. For them, Islam is primarily an inherited faith embodied in ritual devotion, communal continuity, and moral refinement, rather than a party programme. When religion is articulated predominantly as an "ism", attached to manifestos and cadres, it risks appearing as a sectarian construction rather than the universal creed of the ummah.

This perception is reinforced by certain ritual divergences. For example, it is widely observed that many adherents of Jamaat do not engage in audible supplication after the five daily prayers, maintaining that the prescribed prayers themselves suffice as supplication. While juristic debate over such matters is neither new nor illegitimate within Islamic scholarship, popular religious culture in Bangladesh accords significance to collective du'a after prayer. To abstain from it is, in the eyes of many worshippers, not a mere technical preference but a departure from cherished communal practice. Thus, Jamaat becomes associated not only with political controversy but with religious heresy perceived as alien to mainstream devotional life. In a society where Islam is lived through shared rituals, shrine visits, commemorations, and collective invocations, any movement that appears to narrow or rationalise these practices may be regarded as estranged from the spiritual temperament of the majority.

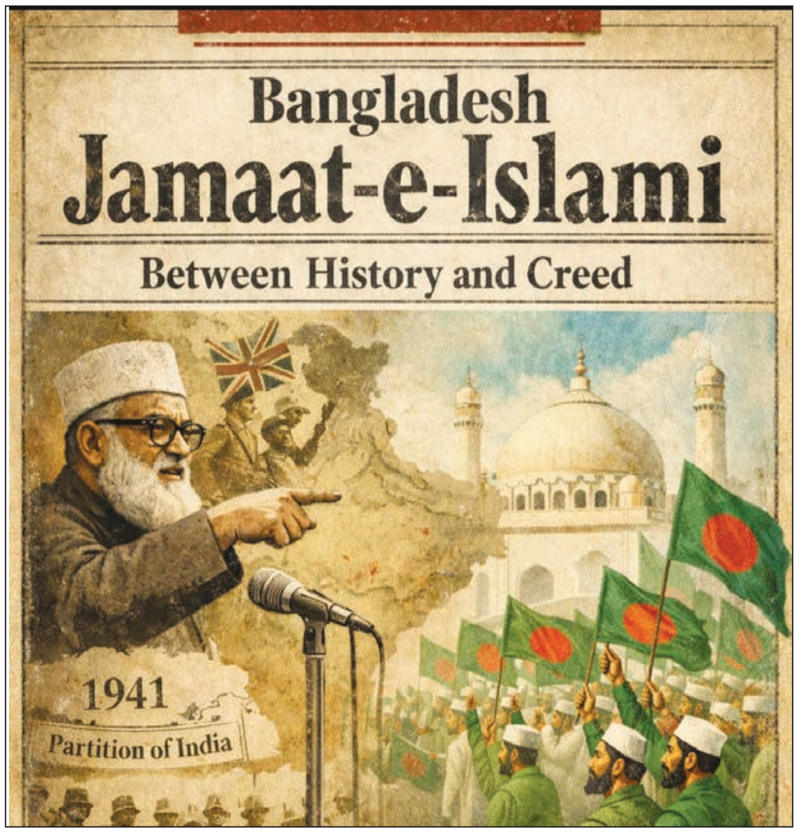

It must also be observed that Jamaat is by no means the only political formation in Bangladesh to claim Islamic credentials. Indeed, there exist scores - arguably hundreds - of parties and factions that present themselves as guardians or implementers of Islam in public life. Nonetheless, none of these organisations has ever secured sufficient public confidence to form a government independently. Their trajectories have been marked less by consolidation than by fragmentation. Competing claims to religious authenticity have often produced rivalry rather than unity; movements that profess to defend Islam frequently contest, denounce, and invalidate one another in public discourse. The result is a proliferation of banners under which Islam is invoked, but rarely a unified political mandate from the electorate.

When this theological multiplicity converges with the unresolved trauma of 1971, the result is profound mistrust. Mainstream Muslims who revere both their faith and their national history find little incentive to endorse a party viewed simultaneously as politically compromised and religiously ambiguous. The charge, whether fair or exaggerated, is that Jamaat represents not the broad river of Sunni Islam as practised in Bangladesh, but a narrower current shaped by twentieth-century ideological ambition. From this vantage point, Jamaat resembles one of the many modern "isms" that crystallised around a founder, a manifesto, or a distinctive interpretive lens. The multiplication of such identities - Deobandi, Salafi, Islamist, Jamati, Ahmadi, and many more - has, for some observers, obscured the prophetic simplicity of Islam that require devotion to one God, adherence to the Sunnah, moral rectitude, and communal solidarity. When secondary formulations become primary markers of allegiance, unity recedes.

The electorate's verdict may therefore be read as both political and cultural. It suggests that Bangladeshi Muslims, while diverse in practice, remain instinctively wary of movements that appear to subordinate inherited tradition to ideological system-building. They appear equally unwilling to detach political participation from moral accountability for national tragedy. Jamaat's debacle at the polls should in itself be sufficient to induce sobriety. Rather than boasting of past organisational prowess or its reputed capacity to mobilise cadres, Jamaat would be better served by questioning its own moral foundations and turning inward in earnest introspection. A politics of self-examination, rather than self-congratulation, may open the possibility of realistic change. Without such interior reckoning, public rhetoric about strength and resilience will ring hollow against the arithmetic of electoral defeat.

The sooner the Jamati recognise that elements of their political ideology and religious posture are perceived as flawed within the broader Muslim community, the greater the possibility of meaningful recalibration. Delay only entrenches marginality. Early acknowledgement would afford them the time and space necessary for substantive transformation, including reconsideration of their name, their institutional identity, and their overt intellectual tethering to Mawdudi. It would also permit a more candid reckoning with the events that unfolded in 1971, without which public trust is unlikely to be restored.

Is renewal possible? The metaphor of the phoenix remains apt. Cosmetic adjustment will not suffice. If Jamaat-e-Islami seeks a viable future, it must confront both dimensions of its predicament. Politically, this requires unambiguous moral reckoning with 1971. Religiously, it would require a demonstrable reintegration into the mainstream devotional ethos of the Bangladeshi Muslim, affirming not merely abstract sovereignty of God but the lived practices cherished by the faithful. Whether such a transformation entails dissolution and reconstitution under a different banner is a matter for its leadership. What seems clear is that without a profound reset, electoral marginality will persist. The Bangladeshi voter has shown continuity of judgement; memory and piety alike shape political choice.

In the final analysis, the rejection of Jamaat-e-Islami reflects a deeper principle. Islam, in its prophetic articulation, was a unifying call. National history, in Bangladesh, was forged through sacrifice. Any movement perceived to stand apart from either unity or sacrifice will struggle to command allegiance. Nations remember, and believers discern.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

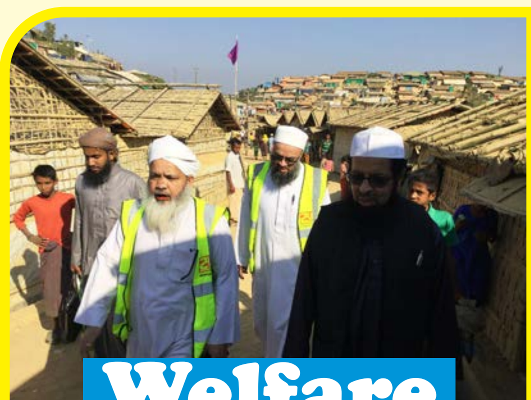

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1078 ◆ Friday 20 February - Thursday 26 February 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তায় এআই'র ওপর কঠোর বিধিনিষেধ যুক্তরাজ্যের

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চ্যাটবটগুলোর ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন।

সোমবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ডাউনিং স্ট্রিট থেকে জানানো হয়, শিশুদের জন্য ক্ষতিকর বা এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি অবৈধ কনটেন্ট রুখতে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী স্টারমার স্পষ্ট করে বলেছেন যে প্রযুক্তির দ্রুত গতির সাথে তাল মিলিয়ে আইনকেও শক্তিশালী হতে হবে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সরকার আগামী মার্চ থেকে একটি জনমত যাচাই বা কনসালটেশন প্রক্রিয়া শুরু করবে, --১৭ পৃষ্ঠায়

টিউলিপকে ফেরাতে যুক্তরাজ্যের কাছে আবেদন করবে সরকার

পোস্ট ডেস্ক : দুর্নীতির মামলায় লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য যুক্তরাজ্যের কাছে প্রত্যর্পণের আবেদন জানাবে বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকার।

প্রধানমন্ত্রী-মনোনীত তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ এক শীর্ষ সহযোগীর বরাত দিয়ে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউকে এমন সংবাদ প্রকাশ করে।

তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই টিউলিপসহ সেখানে অবস্থানরত 'দণ্ডিত অপরাধীদের' প্রত্যর্পণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক তালিকা ও আবেদন জমা দেওয়া হবে।

সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রভাবশালী পত্রিকা দি ইনডিপেনডেন্টকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে হুমায়ুন কবির নতুন সরকারের এই কূটনৈতিক পরিকল্পনার কথা জানান।

সাক্ষাৎকারে হুমায়ুন কবির বলেন, 'তারা (হাসিনা ও টিউলিপ) দুজনেই এখন বাংলাদেশের আদালতের রায়ে দণ্ডিত অপরাধী। আমাদের বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে তাঁদের অনুসরণ করছে এবং আমরা এই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পিছু হটব না।'

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে বর্তমানে কোনো সরাসরি প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই। তবে হুমায়ুন কবির এই সীমাবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'যদি আমরা অবৈধ অভিবাসন রোধে যুক্তরাজ্যের একটি শক্তিশালী অংশীদার হতে পারি, তবে পালিয়ে যাওয়া অপরাধীদের ধরার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য কেন ভিন্ন আচরণ করবে? দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের স্বার্থেই অপরাধীদের ফেরত দেওয়া উচিত।'

উল্লেখ্য, শেখ হাসিনাকে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

অন্যদিকে, হ্যাম্পস্টেড ও হাইগেটের ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে ঢাকার একটি জমি ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে আদালত চার বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। যদিও টিউলিপ এই বিচারকে 'মিডিয়া ট্রায়াল' ও 'ক্যাঙারু কোর্ট' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

হুমায়ুন কবির ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সরকারের প্রতি কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, 'যুক্তরাজ্য সরকারকে অপরাধীদের বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটিশ সরকারের জন্য একটি 'বিব্রতকর বিষয়'। আমরা আশা করি, ব্রিটিশ সরকার সেসব আওয়ামী লীগ 'সন্ত্রাসী' ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে, যারা লন্ডনে বসে অর্থ পাচার ও বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা খুব শিগগির এমন অপরাধীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেব।'

হুমায়ুন কবির আরও যোগ করেন, 'আমরা তাদের --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে সিভিক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলেন সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ

লন্ডন, ১৯, ফেব্রুয়ারি ২০২৬: সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি (সদ্যবিদায়ী সাধারণ সম্পাদক) তাইসির মাহমুদ বিলেতের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল কর্তৃক সিভিক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন। তাঁকে 'আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস টু দ্য কমিউনিটি' ক্যাটাগরিতে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হোয়াইটচ্যাপেলস্থ টাউন হলে আয়োজিত এক জাঁকজমক অনুষ্ঠানে কাউন্সিলের স্পীকার --১৭ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব হলেন ছালেহ শিবলী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রেস সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আবু আবদুল্লাহ এম ছালেহ (ছালেহ শিবলী)। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে তাকে সচিব পদমর্যাদায় এই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, আবু আবদুল্লাহ এম ছালেহকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যোগদানের তারিখ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল অথবা তাঁর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তিনি এ পদে বহাল থাকবেন। সচিব পদমর্যাদায় তাঁর বেতন নির্ধারিত হয়েছে ৭৮ হাজার টাকা। নিয়োগের অন্যান্য শর্তাবলি সম্পাদিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

একই দিনে পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর --১৭ পৃষ্ঠায়

জয়-পলকের বিচার শুরু, ২৫ ফেব্রুয়ারি সাক্ষ্যগ্রহণ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চব্বিশের গণ-আন্দোলনের সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সাবেক --১৭ পৃষ্ঠায়

সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইইউর ধন্যবাদ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দল বিএনপির কাছে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। পাশাপাশি নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ফের অভিনন্দন জানিয়েছে তারা।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) এক বার্তায় ধন্যবাদ জানায় ইইউ।

বার্তায় বলা হয়- ইইউ বাংলাদেশের অবিচল অংশীদার, --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk